ধর্ম্ম-বিপ্লব

ঐতিহাসিক নাটক

ষ্টার থিয়েটারে অভিনীত

[দ্বিতীয় সংস্করণ]

শ্রীমনোমোহন গোস্বামী বি, এ,

প্রণীত ও প্রকাশিত

বালি।

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্
২০১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

১৩২২ সাল

মূল্য ১৲ টাকা মাত্র

প্রিণ্টার
শ্রীরাধাশ্যাম দাস
ভিক্টোরিয়া প্রেস,
২ নং গোয়াবাগান ষ্ট্রীট্,
কলিকাতা

উৎসর্গ।

যিনি জননীর ন্যায়

আমার প্রতি শিশুকাল হইতে

অনাবিল স্নেহ বর্ষণ করিয়া আসিতেছেন,

যিনি সমস্ত ঐহিক সুখে জলাঞ্জলি দিয়া

নারায়ণের চরণে

আত্মসমর্পণ করিয়াছেন,

সেই আশৈশব ব্রহ্মচর্য্যব্রতধারিণী

আমার জ্যেষ্ঠা ভগিনীর

শ্রীচরণ-কমলোপান্তে

এ পুস্তক

ভক্তিভরে উৎসর্গীকৃত

হইল।

নাটকীয় কুশীলবগণ।

পুরুষ।

সোলেমান	...	...	গৌড় সম্রাট।
চাঁদ	...	...	ঐ সেনাপতি।
হোসেন আলি	...	...	অগ্রদ্বীপের কাজি।
গোলাম আলি	...	...	ঐ মোসাহেব।
মুকুন্দদেব	...	...	উৎকলাধিপ।
আনন্দরাম	...	...	ঐ বিদূষক।
কালাচাঁদ রায়	...	...	ভূইঞা রাজা।
নিরঞ্জন রায়	...	...	ঐ বন্ধু।
বামাচরণ	...	...	ঐ আত্মীয়।
বিদ্যারত্ন, বাচস্পতি	...	...	অধ্যাপক ব্রাহ্মণ।

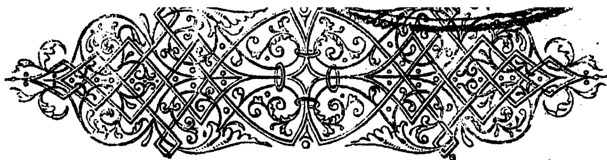
উজীর, জমাদার, কোটাল, খোজা, ঘাতক, ব্রাহ্মণগণ, ওমরাহগণ, যবন—হিন্দু ও উৎকলী সৈন্যগণ, প্রহরিগণ, দণ্ডী ও সন্ন্যাসিগণ, সন্ন্যাসী বালকগণ ইত্যাদি।

স্ত্রী।

তুলারি	...	...	বাদসাহবালা।
মতিয়া	...	...	ঐ সহচরী।
দুর্গাবতী	...	...	কালাচাঁদের মাতা।
সরমা	...	...	ঐ স্ত্রী।
কমলা	...	...	ঐ মাতুলানী।

বেগম, ব্রাহ্মণকন্যা, দাসী, কুমারীগণ, উৎকলীবালিকাগণ, নর্ত্তকীগণ ইত্যাদি।





ধর্ম্ম-বিপ্লব

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

গ্রামের উপকণ্ঠ

কালাচাঁদ ও নিরঞ্জন

নির। তা'হ'লে কি কোন উপায় নেই!

কালা। কোন উপায়ই নেই।

নির। একবার চেষ্টা ক'রে দে'খলে হ'ত না!

কালা। কি চেষ্টা ক'রব? কেমন ক'রে চেষ্টা ক'রব? এখন আমি এক রূপ নিঃস্ব ব'ললেও অত্যুক্তি হয় না। অত বড় বিস্তীর্ণ জমিদারীর এখন আছে কি? সব গেছে! আছে মাত্র ভূমিহীন ভুইঞা খেতাব!

নির। নবাব সোলেমান শুনেছি ধর্ম্মভীরু; আমার বিশ্বাস তাঁর কাছে আবেদন ক'রলে নিশ্চয় সুফল হয়।

কালা। তা'ত হয়, কিন্তু আবেদন খানা পৌছয় কি ক'রে বল দেখি? ওমরাহদের হাজার হাজার আসরফি ঘুস না দিলে ত নয়! আর যদিই বা পৌছয়, তাতেই বা কি ফল হ'বে? অগ্রদ্বীপের কাজির বিরুদ্ধে আবেদনে নবাব কি কখন কর্ণপাত ক'রবেন?

নির। দেখ, আমি খাই দাই কাঁসি বাজাই, অত ফলাফলের ধার ধারি না। আমার স্থূল বুদ্ধিতে এই টুকু বুঝি, যে যেটা কর্ত্তব্য বু'ঝবে, সেটা ক'রে যাও, ফলাফলের জন্য উদ্বিগ্ন হ'ও না।

কালা। তুমি বাতুল! অসম্ভব কি কখনও সম্ভব হয়?

নির। আচ্ছা, তোমার মার যদি একটা খুব কঠিন পীড়া হয়, তুমি বৈদ্য ডাক?

কালা। তা ডা'কব না!

নির। কেন ডা'কবে? কঠিন পীড়া, আরোগ্য লাভ এক রূপ অসম্ভব; তাই মনে ক'রে, চুপ ক'রে ব'সে থা'কতে পার না কেন?

কালা। যদি চিকিৎসায় কোন ফল হয়।

নির। বলি, আমিও তো তা'ই ব'লছি, যদি আবেদনে কোন ফল হয়; আর কেনই বা হ'বে না। ভুঁইঞা রাজা নয়ান চাঁদ রায় নবাব সোলেমানের দক্ষিণ হস্তস্বরূপ ছিলেন। তাঁ'র পুত্র তুমি, তোমার আবেদনে নবাব কর্ণপাত ক'রবেন না, একি একটা কথা হ'ল!

কালা। তুমি বু'ঝছ না নিরঞ্জন! পিতা যত দিন জীবিত ছিলেন, যত দিন বাদসাহের জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত ছিলেন, তত দিন

তাঁর কৃপাভাজন ছিলেন। তাঁর সঙ্গে সঙ্গে সকলই লোপ পেয়েছে! সংসারের নিয়মই এই।

নির। জ্ঞানটুকু ত বেশ টন্‌টনে আছে দে'খছি। যদি এতটাই বুঝেছিলে' ত এমন মতিচ্ছন্ন হ'ল কেন?

কালা। কি ব'লছ নিরঞ্জন! ন্যায়শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ ক'রে শেষে কি নাস্তিক হ'লে নাকি? হিন্দুর সন্তান আমি—ব্রাহ্মণ আমি—চক্ষের উপর গো-হত্যা দে'খব! কাজির পায়ে ধ'রে কাঁ'দলুম, আমার সর্ব্বস্ব দিতে চা'ইলুম, তবু কি সে নিবৃত্ত হ'ল? কাযেই যেরূপে হ'ক আমাকে গো-হত্যা নিবারণ ক'র্‌তে হ'ল। গাভী যে স্বয়ং মা ভগবতী!

নির। তা বটে—কিন্তু কালে অনেক হিন্দুর উদরেই মা ভগবতী বিরাজিত হ'বেন!

কালা। তা' যা' হ'বার হ'বে। কিন্তু নয়ানচাঁদ রায়ের জমিদারীতে পূর্ব্বে কখনও গো-হত্যা হয় নি, আর আমার জীবৎকালে আমি তা কখনও হ'তে দোব না।

নির। তা'ত দেবে না। কাজির সঙ্গে বিবাদ ক'রে তোমার জমিদারী ত বাজেয়াপ্ত হ'ল!

কালা। তা কি ক'র্‌ব?

নির। তবে কাঁদুনি গাও কেন? কাজির সঙ্গে লা'গতেও লা'গবে, তা'র কিছু ক'রতে পা'রবে না, নবাবেরও কাছে এগুতে পা'রবে না, অথচ কাঁদুনি গাইতে হবে।

কালা। নিরঞ্জন! আমি সব সইতে পারি, শুধু মার চ'খের জল দে'খতে পারি না। পৃথিবীতে মাকে আমি স্বয়ং লক্ষ্মীস্বরূপিণী প্রত্যক্ষা দেবী ব'লে জানি। তাঁ'র এক এক ফোঁটা চক্ষের

জলে, আমার বক্ষ শতধা বিদীর্ণ হয়! কাশী, মিথিলা, নবদ্বীপে উভয়ে যে এত শাস্ত্র অধ্যয়ন ক'রলুম, তার ফল কি হ'ল? ভোজপুর, দিল্লী, রাজপুতানায় এত দিন উভয়ে যে শাস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা ক'রলুম, তা' কিসের জন্য? আমার সব শ্রম পণ্ড! নারায়ণ! তুমি কি নেই? এত ক'রে তোমায় ডা'কলুম, তবুও তুমি মুখ তুলে চা'ইলে না!

নির। ভারি অন্যায়! নারায়ণ বেটা প্রায় তোমার পেয়ারের খানসামা, ডা'কবামাত্রই কেন জোড় হাতে 'হুজুর' ব'লে হাজির হ'ল না! এ কসুরের জন্য বেটাকে বরতরফ্ কর!

কালা। নিরঞ্জন! ঠাট্টা কি সব সময় ভাল লাগে?

নির। ঠাট্টা কোন্ খানটায় হ'ল? আমরা ভু'লেও কি কখনও স্বেচ্ছায় ভগবানকে ডাকি? বিপদে না প'ড়লে তার অস্তিত্বই যে আমাদের মনে থাকে না। কারে প'ড়লেই আমরা দেবতাদের ঘুস দেব বলি, কিন্তু গাঙ পেরুলেই কুমীরকে কলা দেখাই!

কালা। সে কি রকম?

নির। বিপদে প'ড়লেই আমরা দুনিয়ার যত মোষ পাঁঠা মানত ক'রে বসি, কিন্তু বিপদ কেটে গেলেই ঠাকুরকে ধ'রে খাবার ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত হই। নিঃস্বার্থভাবে কামনারহিত হ'য়ে একবার ডাকার মত ডাক দেখি, কেমন সে বেটা চুপ ক'রে থা'কতে পারে দেখি! সে ত সে, তার বাবাকে আ'স্‌তে হবে না!

কালা। 'বারোয়ারিতলায় একটা বেদী ক'রে দেওয়া যা'বে,

সেই খানে তোমার তত্ত্বকথার বক্তৃতা শু'নব। এখন কি কর্ত্তব্য তা'ই বল।

নির। এ মন্দ নয়! নবাবের কাছে ঘেঁ'সতে পা'রবে না, সুতরাং জমিদারীও উদ্ধার হ'বে না। অতএব ঘরে গিয়ে বউদিদির সঙ্গে প্রেমালাপ সুরু ক'রে দাও; এবং পার যদি, তাঁকে বেশ উত্তম মধ্যম দিয়ে বীরত্বের পরাকাষ্ঠা দেখাও।

কালা। আমি মনে ক'রছি প্রতিশোধ নেব।

নির। মনে থাকে যেন, অগ্রদ্বীপের কাজি স্বয়ং বাদসাহ সোলেমানের প্রতিভূ, যাঁর ইঙ্গিতে লক্ষসৈন্যে এই বরেন্দ্রভূমি প্লাবিত হ'তে পারে।

কালা। তুমিও মনে রে'খ নিরঞ্জন! এই বরেন্দ্রভূমি কোটী বঙ্গবাসীকে বক্ষে ধারণ করে। বেশী কথায় কায কি, আমরা এই বার ভুঁইঞা যদি মিলিত হই—

নির। তা হ'লে এদেশে প্যাঁজ রসুন ঢু'কবে কেন? ও কথা ভুলে যাও কালাচাঁদ? বরং তুষারে তাপ, বহ্নিতে শৈত্য, প্রস্তরে কোমলতা সম্ভব, তবু এ দেশবাসীর একমত হওয়া একেবারে অসম্ভব। ইতিহাস অন্বেষণ কর, জয়চাঁদের অভাব হ'বে না, জলবায়ু পরীক্ষা কর, ঈর্ষা ও গৃহবিচ্ছেদের বীজাণু পূর্ণমাত্রায় বিরাজমান দেখ'তে পা'বে। আমার কথা শোন, নবাবের কাছে আবেদনের চেষ্টা কর, ফল হ'বেই হ'বে।

(বামাচরণের প্রবেশ)

কালা। আরে কে ও—খুড়ো যে! এ ধারে কি মনে ক'রে?

বামা। কেন বাবা, পথ চ'লতে হ'বে—তাও কি তোমাদের কৈফিয়ৎ দিয়ে?

কালা। খুড়ো! রাগ ক'রছ কেন? তুমি আমাদের কত ভালবাস!

বামা। হ্যাঁ হ্যাঁ—ঢের হ'য়েছে, আর দরদ দেখিয়ে কায নেই। দু' বেটায় এত কাল দেশে ছিল না, দেশটা যেন জুড়িয়েছিল। কোথা থেকে বকাসুর দু'টো আবার ফিরে এল! গায়ের জোর—ও ঢের জোর দেখিছি!

নির। খুড়ো! এত দিন ব'লতে ভুলে গিয়েছিলুম। পশ্চিম থেকে আ'সবার সময়, তোমার জন্য সের আড়াই 'তাই' নিয়ে এসেছি। এক একটি জটা ত নয়—যেন শেলের ল্যাজ!

বামা। সোণার চাঁদ ছেলে—সোণার চাঁদ ছেলে! নিরুর মত ছেলে কি আর জন্মায়! এত দিন দেশে ছিলে না, দেশটা যেন অন্ধকার হ'য়েছিল। তা বাবা! তুমি একটি বিয়ে কর! চাঁদপারা বউমা দে'খে চ'খ জুড়ুই।

নির। না খুড়ো! খুড়ীমার ঝাঁটার বহরের কথা মনে প'ড়লে বের কথা ভু'লে যে'তে হয়।

বামা। সে মাগীর কথা আর ব'ল না। মাগী যেন ভোজপুরে সেপাই!

কালা। এঁ্যা! তুমি খুড়ীকে মাগী ব'ললে, সেপাই ব'ললে! আমি ব'লে দেব।

বামা। বাবা কালাচাঁদ! তুমি বড় সু-ছেলে! নয়ান দাদার বংশের দুলাল। ছি বাবা, এমন কাযও করে!

কালা। তা বই কি! আমরা বকাসুর, আমরা বিদেশে ছিলুম, দেশটা জুড়িয়েছিল।

বামা। কে বলে? কোন্ বেটা বলে? তোমার মত ছেলে কি ভূভারতে খুঁজে পাওয়া যায়!

কালা। তা' যাই বল, আমি চ'ললুম খুড়ীমার কাছে।

বামা। বাবা কালু! ধন আমার—মাণিক আমার—গোপাল আমার! নিরু যা এনেছে, তুই একটু গোলাপজল দিস্, আমি নিজের হাতে সেজে তোকে এক ছিলুম খাওয়াব।

কালা। আরে রেখে দাও তোমার এক ছিলুম। আমি ওসব কথায় ভুলি না। আমার খুড়ী কি না মাগী!

বামা। দোহাই বাবা! কোন পুরুষে সে মাগী নয়, মিন্‌সে—মিন্‌সে! বাবা নিরু! কালুকে আমার হ'য়ে দু কথা বল্‌না।

নিব। খুড়ো! কালাচাঁদ গান শু'নতে বড ভালবাসে; তুমি এক খানা মার নাম কর দেখি, ও সব ভুলে যা'বে।

বামা। বটে বটে, তা এতক্ষণ ব'লতে হয়! আমি রোজ রোজ কালুকে গান শুনিয়ে আ'সব। তা হ'লে বাবা—

কালা। আচ্ছা খুড়ো! তোমার ভয় নেই; মার নাম কর।

(বামাচরণের গীত।)

এমন ডাক আর কিবা আছে, 'মা' 'মা' ব'লে ডাকি আয়।
শিশু জন্ম নিয়ে ধরার কোলে, 'মা' 'মা' রবে মন মাতায়॥
মা নাম কি সুধামাখা, জীবের যায় ক্ষুধা তৃষা,
নারী হ'ক যুবতী রূপবতী, 'মা' ডাকে তার প্রাণ গলায়।
লজ্জা সরম যায় যে দূরে, স্নেহ শতধারে ব'হে যায়॥
আছিস্ য'দিন এ সংসারে, 'মা' ব'লে ডাক প্রাণটি ভ'রে,
জাতির বিচার নাইক নামে, 'মা' 'মা' ডাক যে সব ভাষায়।
হ'ক না সে পাষাণের মেয়ে, ছুটে এসে কোলে নেয়॥

নির। আহা! খুড়োর মুখে মার নাম শু'নলে প্রাণ যেন গ'লে যায়!

কালা। খুড়ো! এমন ক'রে মাকে ডা'কতে তুমি শি'খ'লে কোথা থেকে?

বামা। হ্যাঁ রে পাগলা! মাকে ডা'কতে কি আবার শি'খতে হয়! মাতৃগর্ভ হ'তে নিষ্ক্রান্ত হ'য়েই যে শিশু 'মা' 'মা' ব'লে ডা'কতে থাকে; তা'কে শেখায় কে রে বেটা?

কালা। খুড়ো! তুমিই ধন্য; তুমি মার কৃপা লাভ ক'রেছ।

বামা। মার আবার কৃপা কি রে; মার আবার কৃপা! জগতে যদি অমৃত থাকে ত সে মাতৃস্নেহ! কুসন্তানের উপর মাতার স্নেহ বেশী হয় জানিস্?

কালা। এ মার তাই বটে, কিন্তু সে মার?

বামা। দূর বোকা! এত দিন বিদেশে থেকে তবে পড়া শুনা কি ক'র্লি? মার কি বুঝি এ সে আছে? সে মারই প্রত্যক্ষ মূর্ত্তি এই মা। মা কখনও সন্তানের ডাকের অপেক্ষা করে না। অবসর পেলেই হাত বাড়িয়ে কোলে তুলে নেয়। এত যুদ্ধ ক'রতে শিখেছিস্, বর্ম্ম চর্ম্ম ত দেখেছিস্, খুড়োর একটা কথা শোন, মাতৃপদধূলি অভেদ্য বর্ম্ম—মাতার আশীর্ব্বাদ অচ্ছেদ্য চর্ম্ম!

(জনৈক ব্রাহ্মণের প্রবেশ)

ব্রাহ্মণ। কুমার—কুমার! রক্ষা করুন!

কালা। কে আপনি?

ব্রাহ্মণ। পরিচয়ের সময় নেই। আমি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, আপনারই প্রজা। আমার সর্ব্বনাশ উপস্থিত! আমায় রক্ষা করুন, আমি আপনার শরণাপন্ন।

নির। কি হয়েছে ?

ব্রাহ্মণ। অগ্রদ্বীপের কাজি আমার বিধবা যুবতী কন্যাকে বলপূর্ব্বক হরণ ক'রতে আ'সছে। সে আমার কন্যাকে কোন প্রকারে দে'খে, আমার কাছে কুপ্রস্তাব ক'রে পাঠায়; আমি অসম্মত হওয়াতে এই বলপ্রকাশ!

বামা। তুমি ত নেহাৎ আহাম্মুখ হে! মেয়ে বেগম হবে, কাজির শ্বশুর হবে, এতে গররাজি হও কেন?

ব্রাহ্মণ। এ পাগল না কি? আসুন, আসুন, আর মুহূর্ত্ত বিলম্ব ক'র্‌লে আমার সর্ব্বনাশ হ'বে!

কালা। বাড়ী থেকে হাতিয়ার ত নিতে হ'বে,—লোক জন ত নিতে হ'বে।

ব্রাহ্মণ। সে সময় নেই। আমি খবর পেলুম, যে কাজি সাহেব এক শ' সেপাই নিয়ে আ'সছেন—অমনি উৰ্দ্ধশ্বাসে দৌড়ে এসেছি। রক্ষা করুন, আর বিলম্ব ক'রবেন না।

কালা। তবে তা'ই হ'ক! মা! পদধূলি দাও।

বামা। যা, আর তোর কোন ভাবনা নেই। মনে মনে মার পায়ের ধুলো নিয়েছিস্ ত' স্বচ্ছন্দে চ'লে যা।

কালা। এস নিরঞ্জন! এস ব্রাহ্মণ!

[বামাচরণ ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

বামা। তা'ইত! ছোঁড়া দু'টো শুধু হাতে সাক্ষাৎ যমের মুখে দৌড়ে গেল! দেখি কি ক'রতে পারি।

[প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

ব্রাহ্মণের বাটীর সম্মুখ।

(হোসেন আলি, গোলাম আলি ও সিপাহিগণের প্রবেশ)

হোসেন। তুমি ঠিক জান, এই বাড়ী ?

গোলাম। হাঁ খোদাবন্দ !

হোসেন। বামণকে ডাক। রেশেলদার ! বাড়ী ভাল ক'রে ঘেরাও করা হ'য়েছে ?

রেশেল। হ্যাঁ হুজুর ! একটী মোশারও ঢোকবার বেরুবার ক্ষমতা নেই।

গোলাম। কেয়াবাৎ—কেয়াবাৎ ! বাড়ীতে কে আছ গো ? স্বয়ং কাজি সাহেব দোরে দাঁড়িয়ে, শীঘ্র এস। বাড়ীতে কে আছ গো ? হুজুর ! সাড়াও নেই, শব্দও নেই। এ বামণটার নষ্টামি !

হোসেন। ফের ডাক।

গোলাম। কে আছ, শীঘ্র এস ; নইলে দোর ভেঙ্গে ফে'লব। জনাব ! এতে হ'বে না। যেন কার ঝাড়ে কে বাঁশ কা'টছে।

হোসেন। দোর ভেঙ্গে ফেল।

গোলাম। কেয়া তোফা—কেয়া তোফা !

(সিপাহিগণের দ্বার ভগ্নকরণ।)

হোসেন। যাও—ভিতরে যাও। ছুঁড়ীটাকে নিয়ে এস। কোন বাধা মা'নবে না।

গোলাম। ওয়াজব্—ওয়াজব্!

(সিপাহিগণের ভিতরে গমন এবং কিয়ৎক্ষণ পরে রমণীকণ্ঠে ভীষণ আর্ত্তনাদ)

হোসেন। এ হৃদয়বিদারী আর্ত্তনাদ কিসের! তাই কি? অসম্ভব নয়, তা' হ'লে আমার সব আশা কি নির্ম্মূল হ'ল! না.না—ওই যে—ওই যে—নিয়ে আ'সছে!

(ব্রাহ্মণকন্যার হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে তাহাকে বাহিরে আনয়ন।)

গোলাম। হুজুর! হুজুর! এই নিন—দেশের সেরা চিজ্ নিন।

হোসেন। বাড়ীর মধ্যে আর্ত্তনাদ কিসের হ'ল?

গোলাম। বুড়ো বেটা বাড়ী নেই। বুড়ী বেটী মেয়েটাকে জড়িয়ে ধ'রে রইল, কিছুতেই ছাড়ে না, কাযেই সেটাকে ঠে'লে ফে'লে দিয়ে, নিয়ে আ'সতে হ'ল। মাগীটার বোধ হয় হ'য়ে গেছে। হুজুর! আমার ইনাম্?

ব্রা-ক। কাজি সাহেব! শুনেছি আপনি আমাকে নিকা ক'র-বেন। এ আমার পরম সৌভাগ্য! কিন্তু আপনার সামনে সামান্য সেপাইগুলো আমার অঙ্গস্পর্শ ক'রে আছে!

হোসেন। যদি পলাও।

গোলাম। হ্যাঁ, আমাদের বোকা পেয়েছ—না?

ব্রা-ক। আপনি বীর—অগ্রদ্বীপের কাজি—স্বয়ং গৌড় বাদসাহের প্রতিনিধি! একটা সামান্য স্ত্রীলোককে এত ভয় করেন? এত সেপাই ঘেরে র'য়েছে, তবুও নিশ্চিন্ত নন্?

হোসেন। দাও, হাত ছেড়ে দাও, তফাৎ দাঁড়াও। পাল্কি হাজির?

ব্রা-ক। আমি স্ব-ইচ্ছায় আপনার সঙ্গে যাচ্ছি—আমার উপর বল-প্রকাশের কোন প্রয়োজন নেই। কিন্তু যাবার পূর্ব্বে আমার একটি অনুরোধ রাখবেন কি?

হোসেন। সে কি বিবি! তুমি যদি আমার কথা শোন, আমিও তোমার কথা অবশ্যই শু'নব।

গোলাম। আপনার সৈন্যেরা আমার মাকে হত্যা ক'রেছে, তাঁ'কে ত আর এ জীবনে দে'খতে পাব না। এক বার বাবার সঙ্গে শেষ দেখা ক'রবার অনুমতি দিন।

হোসেন। বেশ ত, আমার আপত্তি নেই।

গোলাম। ওয়া—ওয়া! তবে আমি ব'লছিলুম কি বেগম সাহেব! যদি সে বুড়ো কলমা পড়ে, তা' হ'লে সে হুজুরের দৌলত-খানাতেই থা'কতে পা'রবে। আর আপনিও রোজ দেখা ক'রতে পা'রবেন।

হোসেন। তোমার পিতা কোথায়?

ব্রা-ক। তিনি বাইরে গেছেন, এলেন ব'লে।

গোলাম। হুজুর! এ সেই সয়তান কালাচাঁদ রায়ের জমিদারী।

হোসেন। আমি কি তা'কে ডরাই নাকি?

গোলাম। না তা' নয়, তবে সেই কোরবানির কথাটা জনাবের বোধ হয় মনে আছে?

ব্রা-ক। এই যে বাবা! বাবা! বাবা!

(ব্রাহ্মণ, কালাচাঁদ ও নিরঞ্জনের প্রবেশ)

গোলাম। ইয়ে আল্লা!

হোসেন। হারামি!

কালা। এতটা চমক খাচ্ছেন কেন আলি সাহেব! আপনি অনুগ্রহ ক'রে আমার এলেকায় পায়ের ধূলো দিয়েছেন শুনে, আমি সেলাম দিতে এলুম।

হোসেন। তা' বেশ হ'য়েছে, আপনাকেও আমার বহুৎ বহুৎ সেলাম রায় সাহেব! এখন বোধ হয় আপনি যেতে পারেন।

কালা। একি আলি সাহেব, আমাকে বিদায় ক'রবার জন্য এত ব্যস্ত কেন? যদি আপত্তি না হয় ত জিজ্ঞাসা ক'র্‌তে পারি কি, যে আমার অধিকারে বিনা এত্তেলায় এত ফৌজ নিয়ে স্বয়ং কাজিসাহেবের আগমন কেন?

হোসেন। আপনাকে আমি সে জবাবদিহি ক'রতে প্রস্তুত নই।

কালা। এ স্ত্রীলোক কিসের আসামী? এমন কি গুরুতর অপরাধে উনি অভিযুক্ত, যে আপনি বলপূর্ব্বক ওঁদের বাটীর দ্বার ভগ্ন ক'রে, তন্মধ্যে অনধিকার প্রবেশ ক'রে, ওঁকে গ্রেপ্তার ক'রে নিয়ে যাচ্ছেন?

গোলাম। এই দেখ— সুম্মুন্দি কি লেঠা বাধায় দেখ! কাজিসাহেব রাস্তার মাঝখানে আসনাই ক'রতে গিয়েই ত এই গেরো হ'ল!

কালা। দয়া ক'রে আমার প্রশ্নের উত্তর দেবেন কি?

হোসেন। আমি আপনার কোন কথার উত্তর দিতে ইচ্ছা করি না।

কালা। কিন্তু আমার আপনাকে জিজ্ঞাসা ক'রবার সম্পূর্ণ অধিকার আছে। আমার এলেকায় প্রত্যেকের প্রত্যেক কার্য্যের জন্য আমি দায়ী। অপরাধীর শাস্তি দিতে হয় আমি দেব। আপনি আমাকে হুকুম ক'রে পাঠাতে পা'রতেন।

হোসেন। রাজদ্রোহীকে আমি জমিদার ব'লে স্বীকার করি না।

কালা। কিন্তু বাদসাহ করেন, আমার সনন্দ এখনও বলবৎ।

হোসেন। আপনি স্থানান্তরে প্রস্থান করুন, নইলে—

কালা। নইলে কি আলি সাহেব? চুপ ক'রে রইলেন যে! দয়া ক'রে আপনি স্থান ত্যাগ করুন; এবং আমার প্রজার উপরে এই অত্যাচারের জন্য, কি ক্ষতিপূরণ দিবেন ব'লে যা'ন।

গোলাম। সুম্মুন্দি শুধু হাতে এসে এত রোখ করে! কাছেই ফৌজ টৌজ রেখে এসেছে বুঝি। আজকেই জানটা গেল আর কি!

হোসেন। তোমার যে বড় স্পর্দ্ধা দেখছি কালাচাঁদ রায়! ভাল, অচিরেই এর প্রতিফল পা'বে। এই—পাল্কি লেয়াও।

কালা। ধীরে হোসেন আলি—ধীরে! অতটা ব্যস্ত হ'বেন না।

হোসেন। (নিরঞ্জনের প্রতি) তুমি কে? তুমি এখানে কেন?

নির। আজ্ঞে আমি "জেলের পাছে কেলে হাঁড়ি" মাত্র। আমার উপর গোসা ক'রবেন না হুজুর!

গোলাম। এ সুম্মুন্দিটে আরও পাজি দে'খছি!

কালা। মা! তুমি বাটীর ভিতর যাও।

হোসেন। খপরদার কালাচাঁদ রায়!

ব্রা-ক। বাবা—বাবা! এ পাপিষ্ঠেরা মাকে হত্যা ক'রেছে।

কালা। এঁ্যা নারীহত্যা! সতীর সতীত্ব নাশের চেষ্টা! দেশ কি অরাজক! হিন্দু সব সইতে পারে, কিন্তু ধর্ম্মে আঘাত ও সতীর উপর অত্যাচার তাকে উন্মত্ত করে। চ'লে যাও হোসেন আলি, এখনও চ'লে যাও! নইলে—

হোসেন। 'নইলে কি ক'রবে কালাচাঁদ?

কালা। তোমাকে পদাঘাতে বিতাড়িত ক'রব।

হোসেন। বেইমান—কাফের—কুক্কুর!

(কালাচাঁদকে তরবারি আঘাত করিতে উদ্যত, নিরঞ্জন কর্ত্তৃক কাজির হস্তধারণ এবং তরবারি ছিনাইয়া লওন)

নির। করেন কি হুজুর! করেন কি হুজুর! আপনার মত বীর-পুরুষ কি নিরস্ত্র লোককে আঘাত করে!

গোলাম। ব্যাপার খুবই ঘোরাল রকম হ'য়ে এল!

হোসেন। আমার তরোয়াল কেড়ে নিস্, কে তুই কুক্কুর? শীঘ্র হাতিয়ার দে।

নির। নাই বা দিলুম হুজুর! বালকের হাতে অস্ত্র থা'কলে সে যা' তা' কা'টতে থাকে। শুধু-হাতের কাছে হাতিয়ার নিয়ে দাঁড়ায় জহ্লাদ। বীর তরবারির ধার পরীক্ষা করে তরবারির সঙ্গে।

হোসেন। আক্রমণ কর,—এই কাফের দুটোকে কুকুরের মত হত্যা কর।

কালা। ব্রাহ্মণ! কন্যাকে নিয়ে বাটীর মধ্যে যাও।

(ব্রাহ্মণকন্যার বাটির মধ্যে গমন, কালাচাঁদ কর্ত্তৃক গোলাম আলির তরবারি ছিনাইয়া লওন; পরস্পর যুদ্ধ; ব্রাহ্মণকন্যার খাঁড়া হস্তে বেগে প্রবেশ)

ব্রা-ক। প্রতিশোধ নোব--আজ আমার মাতৃহত্যার প্রতি-শোধ নোব!

হোসেন। মার মার, ওরা দু'জনে কত সৈন্য মা'রবে। কাফের মার।

(আল্লা আল্লা হো। হঠাৎ নিকটে শব্দ হইল 'কালীমাইকি জয়')

(যবন সৈন্যগণের পলায়ন, কালাচাঁদ কর্ত্তৃক হোসেন আলি ও নিরঞ্জন কর্ত্তৃক গোলাম আলি ধৃত হওন, বামাচরণের প্রবেশ)

গোলাম। ছেড়ে দাও বাবা! দোহাই বাবা!

কালা। হোসেন আলি! আমার পূর্ব্ব অপমানের প্রতিশোধ এখনি নিতে পা'রতুম, কিন্তু তোমায় মেরে হস্ত কলুষিত ক'রব না। যাও—আর কখনও রমণীর উপর অত্যাচার ক'র না।

[উভয়কে ত্যাগ করণ ও তাহাদের প্রস্থান।

কালা। মা মা শক্তিস্বরূপিণি! তোমাকে প্রণাম করি।

নির। মা! কে বলে নারী দুর্ব্বলা! বিপৎকালে দুর্ব্বলা নারীর এরূপ অসীম সাহস, ভারত ভিন্ন আর কোথাও সম্ভবে কি?

ব্রাহ্মণ। কুমার! কুমার! আজ যেমন তুমি নিজ প্রাণ তুচ্ছ ক'রে আমার মান রা'খলে, আশীর্ব্বাদ করি, তুমি দিগ্‌বিজয়ী হও।

কালা। খুড়ো! সৈন্যসামন্ত তুমি কোথায় পেলে?

বামা। ডাংপিটেমো ক'রতে দু'টোতে ত বুনো মোষের মত চ'লে এলি! আমি ভেবে চিন্তে দু'চারটে সৈন্য নিয়ে হাজির হ'লুম। তো-বেটাদের জ্বালায় মৌতাতের সময় ব'য়ে গেল!

কালা। খুড়ো! তোমার মত বুদ্ধিমান্ বিরল।

বামা। ঢের হ'য়েছে, এখন দয়া ক'রে ঘরের ছেলে ঘরে চল।

তৃতীয় দৃশ্য

কালাচাঁদের অন্তঃপুর

সরমা

সরমা। কই এখনও ত আ'সছেন না! কোন বিপদ্ হ'ল না কি? আমার মন ছুটে চ'লে যেতে চা'চ্ছে। কাজির সঙ্গে বিবাদ করা কেন? নিরস্ত্র গেলেন কেন? সেনারা কি ঠিক সময়ে পৌছুতে পেরেছে? কোন খপর যে পাই না! কা'কে জিজ্ঞাসা করি? মা ত মন্দিরে গিয়ে হত্যা দিয়েছেন। কি হ'বে? জমিদারী গিয়ে পর্য্যন্ত ওঁর মুখে আর হাসি দে'খতে পাই না! সদাই বিমর্ষ, সদাই চিন্তাকুল! জমিদারী গেছে ক্ষতি কি? ধনরত্নের আবশ্যক কি? যদি সেই পুরাতন হাসি আবার ওঁর অধরে ফিরে পাই, আমি পাতার কুটীরে শাকান্ন খেয়েও দিনপাত করাকে পরম সুখের মনে করি। ওকি! বাইরে ও কিসের গোল হ'চ্ছে! হে মা দুর্গে! হে মা কালি! মুখ রে'খ মা—মুখ রে'খ।

(কালাচাঁদের প্রবেশ।)

কালা। সরমা—সরমা!

সরমা। তুমি এসেছ—তুমি এসেছ!

(পরস্পর আলিঙ্গনে বদ্ধ হওন)

সরমা। কোন রূপ আঘাত লাগে নি?

কালা। না সরমা! মার আশীর্ব্বাদে ও তোমার পুণ্যে আমি অক্ষতশরীরে ফিরে এসেছি।

সরমা। আর নিরু ঠাকুরপো?

কালা। সেও আহত হয় নি।

সরমা। আচ্ছা, তোমরা কি নিষ্ঠুর বল দেখি? প্রাণে কি একটুও মমতা নেই? আমাদের এত ক'রে ভাবাতে তোমাদের কি একটুও কষ্ট হয় না? মিছামিছি লোকের সঙ্গে বিবাদ করা কি ভাল? চল আমরা কোন দূরদূরান্তরে প্রকৃতির নগ্ন নিস্তব্ধতায় ডুবে থাকি গে।

কালা। তুমি জান কি সরমা, কেন আমি কাজির সঙ্গে বিবাদ ক'রতে গিয়েছিলুম?

সরমা। না তা' জানি না। খুড়ো মশায় এসে তাড়াতাড়ি জন পঞ্চাশেক সৈন্য নিয়ে চ'লে গেলেন। কা'কেও তাঁ'র কোন কথা ব'লবার অবসর হয় নি।

কালা। তবে শোন সরমা! কাজিসাহেব কোন এক ব্রাহ্মণ-বিধবাকে বলপূর্ব্বক হরণ ক'রে নিয়ে যাচ্ছিলেন—

সরমা। এ্যাঁ বল কি! তাঁ'র উদ্ধার করা হ'য়েছে?—তাঁর ধর্ম্মরক্ষা হয়েছে?

কালা। হ্যাঁ সরমা! তাঁকে রক্ষা ক'রেছি। বল দেখি এ সংবাদ পেয়ে আমি কি চুপ ক'রে থা'কতে পারি?

সরমা। কথনই নয়—কখনই নয়! যদি তুমি সতীর সতীত্ব রক্ষায় অগ্রসর হ'তে দ্বিধা ক'রতে, তা' হ'লে আমি তোমার পত্নী ব'লে পরিচিতা হ'তে লজ্জাবোধ ক'রতুম্। এতে যদি তোমার প্রাণও যে'ত, আমি সগর্ব্বে হা'সতে হা'সতে তোমার সঙ্গে সহমরণে যে'তুম।

কালা। ভাগ্যবান্ আমি, তাই তোমায় পত্নীরূপে লাভ ক'রেছি।

সরমা। মার সঙ্গে দেখা ক'রেছ?

কালা। প্রথমেই আমি তাঁর পদধূলি গ্রহণ ক'রেছি। তিনি পূজা সমাপন ক'রে শীঘ্রই আ'সছেন। শোন সরমা, তোমার সঙ্গে এখন আর বেশী সাক্ষাৎ হ'বার অবসর থা'কবে না। আর দেখা হ'বে কি না তা'ও সন্দেহ!

সরমা। কেন, আবার কি হ'ল?

কালা। আমাকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হ'তে হ'বে।

সরমা। আবার যুদ্ধ কেন? কার সঙ্গে যুদ্ধ?

কালা। বাদসাহের সঙ্গে।

সরমা। বাদসাহের সঙ্গে যুদ্ধ!

কালা। হ্যাঁ! বাদসাহের সঙ্গে। তুমি কি মনে কর, কাজি এই অপমান নীরবে সহ্য ক'রবে? শীঘ্রই আমার বিরুদ্ধে নবাব-সৈন্য আ'সবে। আমার রক্ষা নাই তা' নিশ্চয়ই, তবু যুদ্ধ ক'রব। তার পর তোমাদের মান তোমরা রক্ষা ক'র।

সরমা। তুমি কেন গৌড়ে গিয়ে বাদসাহকে সব কথা বুঝিয়ে বল না।

কালা। পাগল! বাদসাহ কি আমার কথা বিশ্বাস ক'রবেন ?

সরমা। তোমার নির্দ্দোষিতা প্রমাণ ক'রবে।

কালা। প্রমাণ ক'রলেই বা তিনি শু'নবেন কেন? তাঁ'র কাজির অপমান, তাঁ'র সৈন্যনাশ তিনি রাজদ্রোহিতা ব'লে গণ্য ক'রবেন। তিনি ক্রোধে উন্মত্ত হ'বেন।

সরমা। কি! তিনি প্রমাণ শু'নবেন না—বিচার ক'রবেন না! অবাধে এরূপ পাপাসক্ত কর্ম্মচারীর পৈশাচিক অত্যাচারের সহায়তা ক'রবেন—উৎসাহ দেবেন! তা' হ'লে তিনি বাদসাহের উপযুক্ত ন'ন—ঈশ্বরের প্রতিভূ ন'ন—প্রজার মা-বাপ ন'ন। তা' হ'লে তিনি বঙ্গ-সিংহাসনের কলঙ্ক—নররূপী পিশাচ—তাঁ'র বংশের আবর্জ্জনা।

কালা। তা' যাই বল, যুদ্ধ নিশ্চয়।

সরমা। তবে তা'ই হোক, যুদ্ধ কর। ধর্ম্মের জয় অবশ্যম্ভাবী! আমি সতী, এইমাত্র জানি—জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত আমার সীমন্তের সিন্দূরবিন্দু কখন লুপ্ত হ'বে না।

কালা। সতি! তোমার বাক্যই যেন সত্য হয়।

সরমা। মা আ'সছেন, আমি যাই।

[প্রস্থান

(দুর্গাবতী ও নিরঞ্জনের প্রবেশ।)

দুর্গা। বাবা, সব শু'নলুম। তুমি তোমার উপযুক্ত কার্য্যই ক'রেছ, কিন্তু বাবা, এখন উপায় কি ?

কালা। আর উপায় কি মা! যুদ্ধ ভিন্ন কোন উপায়ই দেখতে পাই না।

দুর্গা। এঁ্যা যুদ্ধ! বাদসাহের সঙ্গে!

কালা। তা' ছাড়া উপায় কি মা! সত্বরেই আমাকে পশুর ন্যায় শৃঙ্খলিত ক'রে নিয়ে যাবে, অবশেষে বধ্যভূমিতে হত্যা ক'রবে। নয়ানচাঁদ রায়ের পুত্র হয়ে, এরূপ কাপুরুষের ন্যায় প্রাণ বিসর্জ্জন দেব!

নির। কাপুরুষতা ভাল নয় বটে, কিন্তু অযথা মৃত্যুর মুখে ঝাঁপ দেওয়া কিম্বা নিশ্চিত সর্ব্বনাশকে আহ্বান করা, আমি মূর্খতা এবং গোঁয়ারতুমি ভিন্ন অন্য আখ্যা প্রদান ক'রতে পারি না। এ ক্ষেত্রে যুদ্ধ করা যদি বীরত্ব হয়, তা' হ'লে আত্মহত্যাকারীই প্রকৃত বীর,—কি বল?

কালা। কিসে?

নির। কিসে নয়? তুমি যুদ্ধ ক'রবার মতলব ক'রছ কার সঙ্গে? তোমার আছে কি? তোমার সৈন্য কোথায়—অর্থ কোথায়—দুর্গ কোথায়? অনেক চেষ্টা চরিত্র ক'রে বড় জোর পাঁচ হাজার অশিক্ষিত সৈন্য তুমি জড় ক'রতে পার। হাজার হাজার শিক্ষিত ফৌজের সামনে তা'রা কত ক্ষণ দাঁড়াবে!

কালা। যুদ্ধে পরাজয় নিশ্চিত, তা' আমি জানি।

নির। তবু যুদ্ধ ক'রতে হ'বে! কেন, তোমার প্রজাদের প্রাণের কি কোন মূল্য নেই, তাই বন্য পশুর মত তাদের বলি দেবে! একি কম নির্দ্দয়তা!

কালা। তবে কি চুপ ক'রে মার খাব? আত্মরক্ষার্থ একটা অঙ্গুলি পর্য্যন্ত সঞ্চালন ক'রব না।

নির। গোঁয়ারতুমিকে বীরত্ব বলে না; সাহস ও বুদ্ধির সংমিশ্রণই প্রকৃত বীরত্ব। অনেক উৎকৃষ্ট সেনাপতি যুদ্ধ ক'রতে ক'রতে

যদি বু'ঝতে পারেন যে পরাজয় নিশ্চয়, তা' হ'লে অকারণ প্রাণিহত্যা না ক'রে সুশৃঙ্খলায় রণক্ষেত্র ত্যাগ করেন। তাঁরা কি কাপুরুষ?

কালা। যাই বল, আমি যুদ্ধ ক'রব। তুমি ঢেঁডরা দাও,' যে প্রত্যেক জোয়ান যেন তিন দিনেব মধ্যে অস্ত্র শস্ত্র নিয়ে হাজির হয়।

নির। যুদ্ধ ক'রলে তুমি রাজদ্রোহিতা-পাপে লিপ্ত হ'বে, পরবর্ত্তী ইতিহাস তোমার নামে কলঙ্ক লেপন ক'রবে।

কালা। রাজদ্রোহিতা তুমি কারে বল?

নির। রাজা স্বধর্ম্মী হ'ন, আর বিধর্ম্মী হ'ন—স্বদেশীই হ'ন আর বিদেশীই হ'ন, শান্তিময় রাজ্যে যে অশান্তি আনয়ন করে, সেই রাজদ্রোহী।

কালা। কি ব'লছ নিরঞ্জন' আমার দেশ, আমার জাতি—

নির। স্থির হও কালাচাঁদ! আর যা' বল তা' বল, দেশের কথা—জাতির কথা আর তুলো না। 'স্বদেশ' 'স্বজাতি' কথাগুলা বেশ গালপোরা বটে। বক্তৃতায় বেশ শুনায়, কিন্তু দেশের বা জাতির আমাদের আছে কি? পৃথ্বীরাজের সঙ্গে সব বিদায় লাভ ক'রেছে। যেখানে তোমার ছু'বেলা ছু'মুঠো জু'টলে আমার বুক ফেটে যায়, কিসে তোমার সর্ব্বনাশ হ'বে সেই উপায় ঠাওরাতে আমি উন্মুক্ত হই, সে দেশের—সে জাতির অস্তিত্ব যদি একেবারে লুপ্ত হ'য়ে যায়, তাতে জগতের কোন ক্ষতি হ'বে না।

কালা। তা হ'লে এ সমস্ত অত্যাচার নীরবে সহ্য ক'রব?

নির। অত্যাচারের প্রতিকার ক'রবার চেষ্টা কর; রাজাকে জানাও।

কালা। রাজা শু'নবেন কেন?

নির। কি ব'ললে, শু'নবেন কেন? তিনি শু'নতে বাধ্য! প্রাণ-ভ'রে ডাকলে স্বয়ং ভগবান্ শুনেন, আর রাজা শু'নবেন না! একি একটা কথা হ'ল! তবে শু'নবার মত বলা চাই।

কালা। তুমি ন্যায়শাস্ত্র আউটে খেয়েছ, তোমার সঙ্গে তর্ক করা আমার কর্ম্ম নয়! কিন্তু যুদ্ধ ক'রব, এ আমার স্থির প্রতিজ্ঞা! এত বৎসর ধ'রে কি বৃথা যুদ্ধকৌশল শিক্ষা ক'রলুম, বৃথা দৈহিক বলের উন্নতি ক'রলুম!

নির। তার পরীক্ষা যদি একান্ত আবশ্যক হয়, তবে বউদিদি আছেন, সম্মুখে এই বৃদ্ধা জননী আছেন, বেশ ঘা কতক দাও! কোন দাদ ফরিয়াদ নেই।

কালা। সব সময় ঠাট্টা ভাল লাগে না নিরঞ্জন! তুমি যাও সর্দ্দারদের সব খপর দাও।

নির। আচ্ছা, যুদ্ধ ত ক'রবে, না হয় মলে—তার পর? তার পরের চিত্র কি এক বারও কল্পনা ক'রছ না? এই বীরজাওন গাঁয়ের কি চিহ্ন মাত্র থা'কবে? উন্মত্ত মুসলমানের হাতে তোমার কুলনারীগণের কি অবস্থা হ'বে? প্রত্যেক গৃহে যে হাহাকার উ'ঠবে, তা' কি এক বারও ভেবে দেখেছ?

দুর্গা। বাবা কালু! আমি চুপ ক'রে তোদের কথা শু'নছিলুম, কোন কথা কই নি। কিন্তু বাবা, নিরু ঠিক কথা ব'লেছে। আমি আমাদের কথা ভা'বছি না; মর্য্যাদা কি ক'রে রক্ষা ক'রতে হয়, তা বেশ জানি। কিন্তু বাবা, প্রজাদের কথা ভেবে আমার প্রাণ ফেটে যাচ্ছে। তুমি গৌড়ে বাদসাহের নিকট গিয়ে আত্মসমর্পণ কর, সব কথা বুঝিয়ে বল, বিচার

প্রার্থনা কর। আমার বিশ্বাস, বাদসাহ সুবিচার ক'রবেন। আর যদি না করেন, তা' হ'লে বাবা, আমি শুধু তোমাকেই হারাব, কিন্তু আমার প্রজারা ত কুশলে থাকবে। তার পর আমার চক্ষের জল ধরণীবক্ষ বিদীর্ণ ক'রে, এমন এক মহা-শক্তির সৃষ্টি ক'রবে, যা'তে গৌড়সিংহাসন চূর্ণবিচূর্ণ হ'য়ে যাবে। যাও বৎস! আমার আদেশে তুমি আত্মসমর্পণ কর! আমি তোমায় আশীর্ব্বাদ ক'রছি, তোমার অমঙ্গল হ'বে না।

(বামাচরণের প্রবেশ।)

বামা। তত দূর আর কষ্ট ক'রতে হবে না, নবাবী ফৌজ কুচ ক'রেছে।

কালা। এঁ্যা!

বামা। আর এঁ্যা কি? এখন শেওরালে হ'বে কি? তখন যে বড় তাল ঠুকে গিছলে, এখন সামাল দাও! ছোঁড়াটার কোষ্ঠীতে আছে যে, হিন্দুর সর্ব্বনাশ ক'রবে, তাই ফ'লল। ভ্যালা ছেলে হ'য়েছিল বউঠাকুরুণ! এখন এক উপায় আছে, পার ত কর।

কালা। কি—কি খুড়ো?

বামা। বলি তুমি ত এঁচে ব'সেছিলে, যে লড়াই ক'রে পাল্লা দেবে। তা'ত ফস্কে গেল। নবাবী ফৌজ কাছেই ছিল, কাজিসাহেব দৌড়ে গিয়ে তাদের সঙ্গে ক'রে আ'সছে। তবে সব ফৌজ বিনাশ ক'রতে পারে, আমার ওই মাগী। ঝাঁটা হাতে দিয়ে তা'কেই সেনাপতি কর।

দুর্গা। মা দুর্গে! মা কালি!

বামা যাই,—"চাচা! আপন প্রাণ বাঁচা" এই মন্ত্রের অনুসরণ করি। নয়ান দাদার অনেক খেয়েছি, তাঁর এক মাত্র পুত্র বিপদে প'ড়েছে, এই সময় যদি তার কিছু অনিষ্টই না ক'রতে পা'রলুম ত বাঙ্গালী ব'লে পরিচয় দেব কি ক'রে! বড় দাঁও লেগেছে, কাজি সাহেবের কাছ থেকে কিছু থোক থাক্ মেরে দেওয়া যাক, এ সুযোগ আর আ'সবে না।

[প্রস্থান।

কালা। মা! তোমার আজ্ঞাই শিরোধার্য্য ক'রলুম। তবে আসি মা! একটু পায়ের ধূলো দাও।

দুর্গা। এস বৎস! আশীর্ব্বাদ করি, যেন তোমার মস্তকের একটি কেশ পর্য্যন্তও বিচ্ছিন্ন না হয়।

চতুর্থ দৃশ্য

গৌড়দরবার

সোলেমান, উজির, চাঁদ খাঁ, ওমরাহগণ, হোসেন আলি, গোলাম আলি, বামাচরণ ও প্রহরিগণ।)

সোলে। এ বড় আশ্চর্য্য কথা উজির!

উজির। জাঁহাপনা! আমিও আশ্চর্য্য হ'চ্ছি। সামান্য এক জন হৃতসর্ব্বস্ব ভুঁইঞা, বিনা কারণে বাদসাহের ফৌজ আক্রমণ ক'রতে সাহস করে! এর প্রতিবিধান আবশ্যক, নতুবা এ আদর্শে সমস্ত জগৎ অনুপ্রাণিত হ'বে।

সোলে। অপরাধীর নাম কি ?

উজির। কালাচাঁদ রায়।

সোলে। কালাচাঁদ রায়! কই এই নামের কোন ভুঁইঞাকে ত আমার স্মরণ নাই।

উজির। এ ব্যক্তি জাহাপনার নিকট অপরিজ্ঞাত। এক বৎসর পূর্ব্বে এর পিতৃবিয়োগ হ'য়েছে, তাই উত্তরাধিকারী সূত্রে ভুঁইঞা বলা যায়।

সোলে। এর পিতার নাম কি ছিল ?

উজির। নয়ানচাঁদ রায়।

সোলে। নয়ানচাঁদ রায়! নয়ানচাঁদের পুত্র রাজদ্রোহী! নয়ানচাঁদের ন্যায় নিমক্‌হালাল ভৃত্য আর আমি দেখি নাই! দিল্লীযুদ্ধে সে আমার দক্ষিণ হস্ত ছিল। খাঁ সাহেব, আপনার বোধ হয় স্মরণ আছে ?

চাঁদ। স্মরণ আছে জাঁহাপনা! যুদ্ধ দর্শনে আমার শ্মশ্রুর কেশ শুক্ল হ'য়েছে, কিন্তু সে অপূর্ব্ব বীরত্ব স্মরণে আজও আমার কেশ কণ্টকিত হয়। দিল্লীসমরে আমার পার্শ্বেই নয়ানচাঁদকে যুদ্ধ ক'রতে দেখিছি, অসুরবিক্রমে দুর্গদ্বার রক্ষা ক'রতে দেখেছি, তা'র অসি চালনার অপূর্ব্ব কৌশল প্রত্যক্ষ ক'রেছি। গোস্তাকি মাফ্‌ ক'রবেন জাঁহাপনা! নয়ানচাঁদের পুত্র কখনও রাজদ্রোহী হ'তে পারে না।

সোলে। নয়ানচাঁদের পুত্রের সম্বন্ধে কেউ কিছু অবগত আছ ?

১ম ওম। দুই বৎসর পূর্ব্বে জাঁহাপনার মরজিতে বান্দাই অগ্রদ্বীপের কাজি ছিল। কালাচাঁদ রায়কে আমি বিশেষরূপে জানি। সে সুন্দর, সুশ্রী, মেধাবী, বিদ্বান্ এবং অদ্ভুত

ক্ষমতাশালী! তাহার মত বলবান্ পুরুষ গৌড়ে কেহই নাই, এ কথা আমি মুক্তকণ্ঠে শপথ ক'রে ব'লতে পারি। তার অমানুষিক শক্তির কথা শু'নলে জাঁহাপনা হয় ত বিশ্বাস ক'রবেন না, কিন্তু যুবক দেহে আঠার জোয়ানের বল ধারণ করে!

সোলে। বু'ঝলেম, যুবক পিতা অপেক্ষা ন্যূন নয়! হোসেন আলি আপনার আরজি পেশ করুন।

হোসেন। এক দল দস্যু ধৃত ক'ববার জন্য আমি এক শত ফৌজ নিয়ে যাচ্ছিলুম।

সোলে। কালাচাঁদের এলাকার মধ্যে?

হোসেন। হাঁ জাঁহাপনা।

সোলে। তুমি স্বয়ং গেলে কেন? দস্যু ধৃত ক'রবার জন্য কালাচাঁদকে অনুরোধ কর নি কেন?

হোসেন। কালাচাঁদকে আমি বিশ্বাস ক'রতেম না, কারণ তা'র রাজদ্রোহিতার লক্ষণ পূর্ব্বেই দেখা গিয়াছিল। প্রায় ছয় মাস পূর্ব্বে সে আমাদের কিছু সৈন্য নষ্ট করে।

সোলে। কই এ কথা ত আমাদের দরবারে পেশ করা হয় নি!

হোসেন। না জাঁহাপনা! প্রথম অপরাধের দণ্ড আমিই প্রদান করি।

সোলে। কি দণ্ড দিয়েছিলে?

হোসেন। তা'র অধিকাংশ জমিদারী সরকারে বাজেয়াপ্ত করি।

সোলে। জমিদারী বাজেয়াপ্ত কর! ভুঁইঞা রাজার জমিদারী বাজেয়াপ্ত ক'রবার ক্ষমতা তোমার আছে কি?

হোসেন। বান্দার কসুর মাফ হুকুম হয়, মেহেরবান্!

সোলে। হুঁ—তা'র পর? তুমি এক শত ফৌজ নিয়ে দস্যু গ্রেপ্তার ক'রতে যাচ্ছিলে।

হোসেন। তা'র পর হঠাৎ প্রায় পাঁচ শ লোক নিয়ে, কালাচাঁদ আমাদের আক্রমণ ক'রলে।

সোলে। বোধ হয় দাদ তুলিবার জন্য—কেমন?

হোসেন। জাঁহাপনা ঠিক অনুমান ক'রেছেন। আমি প্রায় দুই ঘণ্টা যুদ্ধ ক'রবার পর, রাজদ্রোহীকে গ্রেপ্তার করি।

সোলে। উভয় পক্ষের হতাহত কি?

হোসেন। আমাদের পক্ষে মাত্র বিশজন হতাহত, শত্রু পক্ষে প্রায় চারিশত।

সোলে। গ্রেপ্তার ক'রেছ-কত জন?

হোসেন। প্রায় পঞ্চাশ জন।

সোলে। খাঁ সাহেব! আপনি বন্দীদের এক বার পর্য্যবেক্ষণ করুন এবং প্রধান বন্দীকে এখানে আনয়ন ক'রবার অনুমতি প্রদান করুন।

চাঁদ খাঁ। বহুৎ খুব।

[প্রস্থান

হোসেন। জাঁহাপনা! এ ব্যক্তি যুদ্ধে অত্যন্ত বীরত্ব প্রকাশ ক'রেছে, একে ইনাম দেবার অনুরোধ আমি হুজুরে পেশ ক'রছি।

সোলে। তুমি কে?

গোলাম। আজ্ঞে—আজ্ঞে—আমি গোলাম আলি। এই হুজুরের গোলাম, খোদাবন্দেরও গোলাম। আমি সব কাজ ক'রতে প্লারি, আর এই মকদ্দমার আমি সাক্ষী।

সোলে। অপেক্ষা কর। উজির! রাজস্ব-সচিবকে আদেশ কর, যে অগ্রদ্বীপ থেকে এ বৎসর পূর্ব্বাপেক্ষা কত অধিক খাজনা ইমানত হ'য়েছে আমি এখনি জা'নতে চাই।

(শৃঙ্খলাবদ্ধ কালাচাঁদকে লইয়া চাঁদ খাঁর প্রবেশ)

সোলে। বন্দি! তোমার বিরুদ্ধে অভিযোগ বড় গুরুতর! তুমি নয়ানচাঁদের পুত্র আমার স্নেহের সামগ্রী। কিন্তু এক্ষণে আমি বিচারাসনে উপবিষ্ট, স্নেহ মায়া সমস্ত বিসর্জ্জন দিতে আমি বাধ্য! নইলে খোদার নিকট গুনাগারি হ'বে—আমার এ তক্ত ভস্মীভূত হ'বে।

ওমরাহগণ। কেয়াবাৎ—কেয়াবাৎ!

কালা। আমিও সুবিচার চাই, জাঁহাপনা! অন্য কিছুই আমার প্রার্থনীয় নয়।

সোলে। যা' জিজ্ঞাসা করি; যথাযথ উত্তর দাও—মিথ্যা ব'ল না।

কালা। আজীবন মিথ্যা কখন শিখি নি, জাঁহাপনা!

সোলে। উত্তম—তোমার পিতার মৃত্যুর পর দরবারে হাজির হ'য়ে খেলাত নাও নি কেন?

কালা। হুজুরের চরণ বন্দন করা, দাসের অভিপ্রেত ছিল। কিন্তু কাজি সাহেবের ইচ্ছার বিরুদ্ধে দরবারে হাজির হ'তে আমি সাহস করি নি।

হোসেন। ঝুট্—বিলকল ঝুট্!

সোলে। নীরব রও, আলি সাহেব! ছয় মাস পূর্ব্বে তুমি আমার সৈন্য হত্যা ক'রেছিলে কেন?

কালা। আমার এলাকায় পূর্ব্বে কখন গোহত্যা হয় নি। কাজি

সাহেব আমার বাড়ীর নিকট শ্যামসুন্দরজীর মন্দিরের সম্মুখে গোহত্যার আদেশ দেন। আমি নিষেধ করি, আবেদন করি, আলি সাহেবের পায়ে ধ'রে কাঁদি, উনি কিছুতে নিবৃত্ত হ'ন না। হিন্দু আমি—ব্রাহ্মণ আমি—চক্ষের উপর গোহত্যা দে'খতে পারি না, কাযেই বাধ্য হ'য়ে বলপ্রকাশ ক'রলুম। এ কসুর আমার মার্জ্জনা করুন, জাঁহাপনা!

সোলে। সম্প্রতি আবার তুমি আমার সৈন্য আক্রমণ ক'রলে কেন?

কালা। কাজি সাহেব এক ব্রাহ্মণ-বিধবাকে বলপূর্ব্বক হরণ ক'রতে আসেন। ব্রাহ্মণ আমার শরণাপন্ন হ'ন। কাজেই তাঁ'র পৈশাচিক কার্য্যে বাধা দিতে হয়।

সোলে। আলি সাহেব! এ বিষয়ে তোমার কি ব'লবার আছে?

হোসেন। বিলকুল ঝুট্, খোদাবন্দ! আমার গাওয়া আছে।

সোলে। যাকে ইনাম্ দিতে চাইছিলে?

হোসেন। না জাঁহাপনা! হিন্দু—ব্রাহ্মণ—আসামীর একগাঁয়ের লোক। পণ্ডিতজি! ইধার আইয়ে।

সোলে। তুমি কে?

বামা। আমি সাক্ষী। আমি বন্দীর দেশের লোক। তা' হ'লেই বা দেশের লোক! কাজি সাহেব আমাকে কত যত্ন ক'রেছেন, কত পেয়ার ক'রেছেন, আমি তাঁ'র হ'য়েই সাক্ষী দেব।

সোলে। তুমি কি জান?

বামা। আমি না জানি কি? সব জানি, গোড়া থেকে শেষ পর্য্যন্ত সব জানি। আমি জা'নব না ত জা'নবে কে?

উজির। বেয়াদবি ক'র না - ঠিক কথা বল।

বামা। ঠিক নয় ত বেঠিক ব'লব? জাঁহাপনা! এখনি ঐ দুষ-মনটাকে শূলে দিতে আজ্ঞা হ'ক, কিম্বা তা'র চেয়েও যা' মোলায়েম—ওটাকে কুত্তা দিয়ে খাওয়ান!

সোলে। কেন, ও কি ক'রেছে?

বামা। কি না ক'রেছে? প্রবল প্রতাপান্বিত কাজি সাহেব—স্বয়ং গৌড়ের বাদসাহ যাঁর পৃষ্ঠপোষক—তাঁ'র কার্য্যে বাধা প্রদান!

সোলে। কি কার্য্য?

বামা। সৎকার্য্য! একটি ব্রাহ্মণবিধবাকে মেহেরবানী ক'রে নিকা ক'রবার ইচ্ছা হুজুরের মরজি মবারকে হ'য়েছিল। তা' ত সে ছুঁড়ীর পুণ্যের কথা, তা'র বাবার ভাগ্যি! তুই বেটা কে রে, যে তা'তে কথা কইতে যা'স! আবার কথা ব'লে কথা, একেবারে সাহেবের গলা টিপে ধরা! এখনও হুজুরের গলায় কালসিটের দাগ মেলায় নি।

সোলে। কালাচাঁদ কত সৈন্য নিয়ে কাজি সাহেবকে আক্রমণ করে?

বামা। সৈন্য কোথায়, জাঁহাপনা! দুটো ছোঁড়ায় শুধু-হাতে আপনার ফৌজের ভিতর লাফিয়ে প'ড়ল! এক খানা ছুরিও ওদের হাতে ছিল না। ভয়ে আমি চক্ষু বুজে ফে'ললুম, খানিক বাদে চোখ খুলে দেখি, সাহেবের আমার জিব বেরিয়ে প'ড়েছে, আর ওই গোলাম সাঞাৎ পায়ে প'ড়ে কাঁ'দছে।

সোলে। চাঁদ খাঁ! আপনি বন্দীদের পর্য্যবেক্ষণ ক'রলেন?

চাঁদ। হাঁ জাঁহাপনা!

সোলে। কি দে'খলেন?

চাঁদ। বন্দীদের মধ্যে কেউ কখন জীবনে অস্ত্র ধ'রেছে ব'লে বোধ হয় না। কতকগুলা গোলা লোক মাত্র।

সোলে। উজির! রাজস্ব-সচিবের উত্তর কি?

উজীর। অগ্রদ্বীপ হ'তে বেশী খাজনা দূরে থাকুক, অন্যান্য বৎসর অপেক্ষা বরং কিছু কম খাজনা ইমানত হ'য়েছে।

রামা। দেখুন জাঁহাপনা, ও সব বাজে কথা পরে ক'বেন। আপাততঃ বন্দীকে আরও একটা মোটা শিকল দিয়ে বাঁধুন। ইচ্ছা ক'রলেই ও বেটা শিকলটা এখনি সূতোর মত ছিঁড়ে ফে'লতে পারে! আমার কথা শুনুন, ওকে এখনি কোতল করুন। ও ইচ্ছে ক'রে ধরা দিয়েছে তাই, নইলে ওকে কেউ ধ'রতে পা'রত না।

সোলে। কালাচাঁদ! তোমার সহকারী আর কে ছিল?

কালা। আমার কোন বন্ধু।

সোলে। তার নাম কি?

কালা। ক্ষমা ক'রবেন, জাঁহাপনা! এ কথার উত্তর দিতে আমি অপারক।

সোলে। সাবধান হও, কালাচাঁদ! তোমার সঙ্গে কে ছিল, আমি জা'নতে চাই। এখনও নীরব!—উত্তর দাও।

কালা। ক্ষমা করুন, খোদাবন্দ!

সোলে। এখনও সাবধান হও, নচেৎ এ অবাধ্যতার জন্য গুরুতর শাস্তি পেতে হ'বে।

কালা। শাস্তি! কি শাস্তি দেবেন, জাঁহাপনা! মৃত্যু? নয়ানচাঁদ রায়ের পুত্র মৃত্যুর জন্য ভীত নয়। আমায় তুষানলে দগ্ধ করুন, গায়ের মাংস একটু একটু ক'রে কেটে ফেলুন, নূতন যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যু আবিষ্কার করুন, তবু যে বন্ধু আমা বই আর জানে না, যে আমাকে সোদরাপেক্ষা অধিক ভালবাসে,

যে অকাতরে আমার জন্য প্রাণ দিতে গি'ছল,তার নাম এ মুখ হ'তে উচ্চারিত হ'বে না—এ আমার স্থির সঙ্কল্প, জাঁহাপনা!

সোলে। বেশ—তাই হোক, কিন্তু তুমিও জেনে রে'খ কালাচাঁদ! আমি তার নাম জা'নবই জা'নব।

(নিরঞ্জন, ব্রাহ্মণ ও তাহার কন্যার প্রবেশ)

নির। সে জন্য আপনাকে কষ্ট ক'রতে হ'বে না! বান্দা হুজুর হাজির হ'য়েছে।

সোলে। কে তুমি? তুমিই কি এ রাজদ্রোহীর সহকারী?

নির। হ্যাঁ জাঁহাপনা! কিন্তু আমরা রাজদ্রোহী নই—পরম রাজভক্ত। আপনার উপর, আপনার বংশের উপর, আপনার সিংহাসনের উপর আমাদের ভক্তি অচলা। তবে কিসে আমরা রাজদ্রোহী? একটা পাপাসক্ত কর্ম্মচারীর পৈশাচিক কার্য্যে বাধা প্রদান ক'রেছি, আপনার ধর্ম্মাবতার নাম রক্ষা ক'রেছি, গৌড়সিংহাসনের উজ্জ্বল জ্যোতি অক্ষুণ্ণ রেখেছি; রাজদ্রোহী কে, জাঁহাপনা! যে পিশাচ সতীর সর্ব্বনাশ ক'রবার জন্য অগ্রসর হয়—না যে মহাত্মা প্রাণ পণ ক'রে সতীর সর্ব্বস্ব রক্ষা করে? বিদ্রোহী কে সম্রাট্! যে দুর্ব্বল প্রজার উপর অযথা অত্যাচার ক'রে সিংহাসনের ভিত্তি শ্লথ করে—না যে বীর সেই সমস্ত অত্যাচার নিবারণ করে? বিশ্বাসঘাতক কে, জনাব! যে পাপিষ্ঠ কর্ম্মচারী প্রভুর নামে অপকর্ম্ম ক'রে তাঁর নাম কলঙ্ক-কালিমায় লিপ্ত করে—না যে নিঃস্বার্থ ব্যক্তি সেই সমস্ত অপকর্ম্ম প্রভুর গোচর করে? ওই দেখুন, জাঁহাপনা! সেই ব্রাহ্মণকন্যা, ওঁর সরলতামাখা পবিত্রমুখের প্রতি দৃষ্টিপাত

করুন। এখন বলুন দেখি, আপনি যদি সে স্থানে উপস্থিত থা'কতেন, তা, হ'লে আপনিও কি শত বিপদ তুচ্ছ ক'রে ওই সতীর মান রা'খতেন না? যদি দ্বিধা করতেন ত আমি মুক্ত-কণ্ঠে ব'লছি আপনি মানুষ নন, রাজসিংহাসনের উপযুক্ত নন! দোহাই জাঁহাপনা! ঈশ্বরের প্রতিভূ আপনি,—ন্যায়ের মর্য্যাদা রাখুন, সুবিচার করুন!

ব্রা-ক। জাঁহাপনা! অসূর্য্যম্পশ্যা হিন্দুললনা আমি, আজ প্রাণের দায়ে ছুটে প্রকাশ্য দরবারে এসেছি। আমাদের রাজাকে বেঁধে এনেছ? আমার মান রক্ষা ক'রেছিল এই অপরাধে? দোহাই নবাব! ওঁকে ছেড়ে দাও, আমার প্রাণ নাও। ওই পিশাচ আমার ধর্ম্ম নষ্ট ক'রতে গি'ছল? আপনি কি পিশা-চের পাপকার্য্যের সহায় হ'বেন? ওই দেখুন—আপনার সিংহাসনের ভিত্তি কেঁপে উ'ঠছে! আপনারও ত কন্যা আছে, তাঁর মুখ মনে করুন, আপনার মার মুখ মনে করুন! আমি আপনার কন্যা, কন্যার উপর অত্যাচারী পিশাচের দণ্ডবিধান করুন, ধর্ম্মাবতার নামের সার্থকতা রক্ষা করুন, গৌড়-সিংহাসনের ভিত্তি দৃঢ় করুন।

সোলে। চাঁদ খাঁ! এই দণ্ডে নয়ানচাঁদের পুত্রের শৃঙ্খল উন্মো-চন করুন।

সকলে। জয় বাদসাহের জয়!

(চাঁদ খাঁ কর্ত্তৃক কালাচাঁদের শৃঙ্খল উন্মোচিত হওন।)

কালা ও নির। (নতজানু হইয়া) জাঁহাপনা! আমাদের সেলাম গ্রহণ করুন।

ব্রাহ্মণ। আশীর্ব্বাদ করি চিরসুখী হউন।

সোলে। প্রহরি! হোসেন আলি ও গোলাম আলিকে শৃঙ্খলাবদ্ধ কর।

হোসেন। জনাব! জনাব!! জাঁহাপনা!!!

সোলে। যাও—নিয়ে যাও। কাল প্রাতে আমি হোসেন আলির ছিন্নমুণ্ড দে'খতে চাই।

[হোসেন আলি ও গোলাম আলিকে লইয়া প্রহরীর প্রস্থান।

সোলে। উজির! কালাচাঁদের যে সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হ'য়েছিল, সমস্ত ওকে প্রত্যর্পণ কর। আর হোসেন আলির সমস্ত সম্পত্তি সরকারে বাজেয়াপ্ত ক'রে, তা'র মধ্যে এক খানা পরগনা কালাচাঁদকে দাও।

সকলে। ওয়াজব্—ওয়াজব্!

সোলে। (ব্রাহ্মণকন্যার প্রতি) বেটী! আজ থেকে তুই আমার কন্যা। উজির! ব্রাহ্মণকে হাজার বিঘা লাখেরাজ দান কর।

ব্রাহ্মণ। জয় বাদসাহ সোলেমানের জয়!

সোলে! (১ম ওমরাহের প্রতি) অগ্রদ্বীপের কাজিপদে আপনি পুনর্নিযুক্ত হ'লেন।

সকলে। কেয়াবাৎ—কেয়াবাৎ!

সোলে। (বামাচরণের প্রতি) পণ্ডিতজি! তুমি গৌড়ে বাস কর, আমি তোমার মাসোহারা নির্দ্ধারিত ক'রলুম।

বামা। জনাব! ছটাক খানেক বড় তামাক আর সের আড়াই ঘনামৃত দুগ্ধ হ'লেই আমি তুষ্ট। আর প্রাসাদের সর্ব্বত্র, আমার অবারিত গতি হুকুম হয়।

সোলে। তাই হ'বে। কালাচাঁদ। তোমার সৎস্বভাব এবং বীরত্বে আমি পরম পরিতুষ্ট। যদি তোমার কোন অনিচ্ছা না হয়, আজ হ'তে আমি তোমাকে গৌড়ের ফৌজদার নিযুক্ত করি এবং তোমার ছত্র এবং আসাসোটা হুকুম করি।

কালা। জনাব! জাঁহাপনা! বাদসাহের কার্য্যে আমার পিতা জীবনপাত ক'রেছেন, তাঁ'র পুত্রও আপনার কার্য্যে প্রাণপাত ক'রতে পশ্চাৎপদ হ'বে না।

সকলে। কেয়া তোফা—কেয়া তোফা!

সোলে। উজির! নয়ানচাঁদের পুত্রকে খেলাযেৎ ও সনন্দ প্রদান কর।

[উজিরের কালাচাঁদকে খেলাযেৎ ও সনন্দ প্রদান।)

সকলে। জয় সোলেমান বাদসাহেব জয়! জয় ফৌজদার সাহেবের জয়!!

সোলে। (নিরঞ্জনের প্রতি) যুবক! তুমি বিদ্বান্, সাহসী এবং বীর। আমি তোমাকে মনসবদাব হাজারি সৈনাপত্যে নিযুক্ত ক'রতে বাসনা করি।

নির। গোস্তাকি মাফ হয় জাঁহাপনা! দরিদ্র ব্রাহ্মণসন্তান আমি—চাকুরি গ্রহণে আমার তাদৃশ অভিলাষ নাই।

সোলে। উত্তম—আমি তোমাকে জমিদারী দান ক'রতে পারি।

নির। আপনাকে অগণ্য ধন্যবাদ! কিন্তু দারিদ্র্যই আমি ভাল বাসি, দারিদ্র্যই যেন জীবনের চিরসাথী হয়, নইলে আমি ভগবান্‌কে ভুলে যাব যে, জাঁহাপনা!

সোলে। তোমার প্রার্থনীয় কি কিছুই নাই?

নির। আছে, কিন্তু ব'লতে যে সাহস হয় না, জনাবালি!

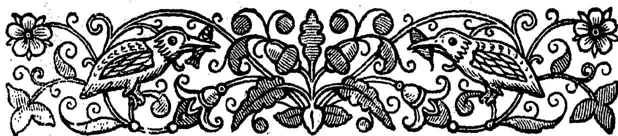
সোলে। আমি অনুমতি ক'রছি—তোমার অভিপ্রায় স্বচ্ছন্দে ব্যক্ত কর।

নির। অধমের এই প্রার্থনা—যেন জাঁহাপনার আদেশে আমার বাটীর চারি ক্রোশের মধ্যে কখন গোহত্যা না হয়।

সোলে। তাই হ'বে, যুবক! তোমার প্রার্থনা আমি মঞ্জুর ক'রলাম।

সকলে। জয় বাদসাহের জয়—জয় গৌড়ের জয়!!





৩য় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

বাদসাহের অন্দর মহলের ছাদ

দুলারি ও মতিয়া

(দুলারির গীত)

কিবা রঞ্জিত রবি আকাশের গায়, তুলী দিয়ে কে বা এঁকেছে।
তা'র কনক বিভায় চুরি ক'রে নিয়ে তটিনী কেমন সেজেছে॥
আনন্দে পাপিয়া তুলিছে তান, মধুপ ঝঙ্কারে গাহিছে গান,
ফুলকুল সব হাসিয়া আকুল, আনন্দ লহরী ছুটিছে।
ঝুর ঝুর করি বহিছে বায়, নব কিশলয় কাঁপিছে তা'য়,
আনন্দে মগনা প্রকৃতি আপনা, কি আনন্দে দেখ মেতেছে।
এ আনন্দ যিনি দেছেন মহীতে, তাঁ'র পদে সবে নমিছে॥

মতিয়া। আচ্ছা সাহাজাদি! জীবনটাকে কি এই রকম ক'রে কাটিয়ে দেবে?

দুলারি। কি রকম ক'রে?

মতিয়া। এই একা একা।

দুলারি। একা কিসে মতিয়া? মা আছেন, বাবা আছেন, তুই আছিস্!

মতিয়া। তা' ত আছি, কিন্তু আমরা যে শূন্যির দল! এক বিনে সব শূন্য, তা'র কি?

দুলারি। কি সে?

মতিয়া। আহা! নেকা—কিছু জানেন না! বলি তুমি কি সাদি ক'রবে না?

দুলারি। আচ্ছা, তুই সাদি ক'রিস্ না কেন!

মতিয়া। মনের মত লোক পেলেই করি।

দুলারি। তবে আমারও তা'ই। মনের মত লোক পেলেই করি।

মতিয়া। ওমা! বলে কি গো! কত আমীর ওমরা—নবাব বাদসা, তোমার জন্য লালায়িত!

দুলারি। আমির ওমরা—নবাব বাদসা হ'লেই কি মনের মত লোক হয়! যা'কে পতিত্বে বরণ ক'রতে হ'বে, যা'র পায়ে প্রাণ ঢেলে দিতে হ'বে, চিরজীবনের তরে যা'র দাসী হ'তে হ'বে, সে কি যে সে হ'লেই হ'ল! তা'র খেতাব বা ধনরত্ন নিয়ে কি ধুয়ে খা'ব? আমার কিসের অভাব মতিয়া! তা'র চেয়ে স্বাধীন থেকে প্রকৃতির সৌন্দর্য্য উপভোগ করা কি ভাল নয়? ওই দেখ দেখি, স্বচ্ছসলিলা মহানন্দা কোন দিকে দৃক্‌পাত না ক'রে কেমন আপন মনে তর তর করে ব'হে যাচ্ছে! নবোদ্দিত

অরুণের কনক বিভায়, তা'র বক্ষঃস্থল কেমন রঞ্জিত হ'য়েছে! নব কিশলয় কাঁপিয়ে দক্ষিণানিল তা'র ছোট ছোট তরঙ্গ গুলির সঙ্গে কেমন রঙ্গে ভঙ্গে ক্রীড়া ক'রছে!

মতিয়া। ক্রীড়া ত ক'রছে, কিন্তু হঠাৎ তোমার ব্রীড়া সঙ্কুচিত হ'য়ে রক্তিম হ'য়ে উ'ঠল কেন, সাজাদি! অনিমেষ নয়নে তুমি কি দে'খছ?

(পট্টবস্ত্র পরিধান করত ছত্রধারক ও আসাসোটা সহিত, স্তব পাঠ করিতে করিতে স্নানান্তে চন্দন-চর্চ্চিত কালাচাঁদের প্রবেশ)

কালা। "ওঁ বিকর্ত্তনো বিবস্বাংশ্চ মার্ত্তণ্ডো ভাস্করো রবিঃ।
লোকপ্রকাশকঃ শ্রীমান্ লোকচক্ষুর্গ্রহেশ্বরঃ॥
লোকসাক্ষী ত্রিলোকেশঃ কর্ত্তা হর্ত্তা তমিস্রহা।
তপনস্তাপনশ্চৈব শুচিঃ সপ্তাশ্ববাহনঃ॥"

[প্রস্থান।

মতিয়া। ও কে? সাজাদি।

দুলারি। ভাল ক'রে দেখ্।

মতিয়া। একটি পরম সুন্দর যুবা পুরুষ মহানন্দায় প্রাতঃস্নান ক'রে ফি'রছে।

দুলারি। তার পর!

মতিয়া। ওর পরিধানে উত্তম পট্টবস্ত্র, গলায় গাছ কতক সাদা সুতো।

দুলারি। আর?

মতিয়া। হাতে কি এক রকম সোণার পাত্র। আর বিজ বিজ ক'রে কি বয়েদ আওড়াচ্ছে।

তুলারি। আর কি দে'খছিস্!

মতিয়া। মাথায় রূপোর ছাতা, আর সঙ্গে আসাসোটা।

তুলারি। তার পর!

মতিয়া। তার পর আমি আর অত শত জানি না; আচ্ছা ওর অত উনকোটি চৌষট্টি খপরেই বা তোমার দরকার কি?

তুলারি। ক্ষতিই বা কি?

মতিয়া। এঁ্যা! তা'ই নাকি?

তুলারি। কি রকম বোধ হয়?

মতিয়া। ও যে কাফের!

তুলারি। হ'লেই বা।

মতিয়া। অবাক্ ক'রলে সাজাদি!

তুলারি। এর আর অবাক কি!

মতিয়া। ওঃ—তাই তুমি প্রত্যহ ভোরে ফুলবাগানে না গিয়ে ছাতে এসে বেড়াও!

তুলারি। হঁ্যা মতিয়া, এত ক্ষণে বু'ঝলি!

মতিয়া। কি ক'রে জা'নব বল! তোমার পেটে পেটে এত! কিন্তু সাজাদি! ও লোকটা কি তোমার যোগ্য?

তুলারি। অযোগ্য কিসে?

মতিয়া। যুবক অতি সুন্দর, অতি সুশ্রী বটে, কিন্তু ওর যে কোন পরিচয় জানা নেই!

তুলারি। তোর যে চ'খ নেই, তা' ত জানি না!

মতিয়া। বেশ! গোড়া পত্তনেই আমি চ'খের মাথা খেলুম, দু'দিন বাদে না জানি আরও কত হ'বে!

দুলারি। তা' নয়ত কি! ওকে এক বার দেখেই আমি ওর পরিচয় পেয়েছি, আর তুই এত ক্ষণেও বু'ঝতে পা'রলি নি!

মতিয়া। কি ক'রব বল, আমার ত আর নাড়ীর টান জন্মায় নি!

দুলারি। ঠাট্টা রাখ্, তোকে বুছিয়ে দিচ্ছি, শোন্।

মতিয়া। ফুল হাতে ক'রব নাকি!

দুলারি। থাম্। ওঁর গলায় যে সুতো দে'খলি, তা'তে প্রমাণ হ'চ্ছে, যে উনি ব্রাহ্মণ! মুসলমানের মধ্যে যেমন আমাদের সৈয়দবংশ আভিজাত্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, কাফেরদের ভিতর ব্রাহ্মণও তেমনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

মতিয়া। তার পর?

দুলারি। আমাদের মধ্যে ধার্ম্মিকেরা যেমন পাঁচ বার নমাজ করেন, যুবকও সেই রূপ পট্টবস্ত্র পরিধান ক'রে সন্ধ্যা বন্দনাদি করেন, সুতরাং উনি ধার্ম্মিক।

মতিয়া। তোফা!

দুলারি। যুবক যেরূপ বিশুদ্ধ সংস্কৃত উচ্চারণ ক'রে স্তবপাঠ ক'রতে ক'রতে যান, তা'তে প্রমাণিত হ'চ্ছে, উনি বিদ্বান্।

মতিয়া। বহুৎ খুব!

দুলারি। যেরূপ নিম্ন দৃষ্টি রেখে উনি পথ চলেন, তা'তে বোঝা যাচ্ছে, উনি চরিত্রবান্।

মতিয়া। কেয়াবাৎ!

দুলারি। হস্তের স্বর্ণ কোষা ওঁর বিত্তশালিত্বের পরিচয় প্রদান ক'রছে।

মতিয়া। ওয়া—ওয়া!

দুলারি। রৌপ্যছত্র এবং আসাসোটা বাদসাহের দরবারে সম্মানের পরিচায়ক।

মতিয়া। ওয়াজব্—ওয়াজব্!

দুলারি। ওঁর উন্নত ললাট এবং আকর্ণ বিস্তৃত নয়ন, বুদ্ধিমত্তা ও মহানুভবতা জ্ঞাপন ক'রছে।

মতিয়া। সাজাদি! আমিও কিছু ব'লব, আমারও পীরিত জন্মেছে! উনি হা'সলে মুক্তো পড়ে, কাঁ'দলে মাণিক ঝরে—কা'সলে সেতার বাজে—কইলে বাঁশী বাজে! ওঁদের দেশে কাকেতে কোকিল ডাকে—অমাবস্যার রাতে পূর্ণচন্দ্র উঠে। এই রকম সব দাও না—জুগিয়ে দাও না—

দুলারি। থাম্ মতিয়া! তা' হ'লে বু'ঝতে পারা যাচ্ছে, উনি সদ্বংশজাত, ধার্ম্মিক, চরিত্রবান, বিদ্বান, বিত্তশালী, প্রতিষ্ঠাবান, বুদ্ধিমান, মহানুভব, বীর—

মতিয়া। ধীর—স্থির—নীর—

দুলারি। ও কি মতিয়া?

মতিয়া। কে জানে, কেমন এক রকম হ'য়ে গেছি! খোদা! আমাকে কাফেরদের সেই সয়তানটার মত দশটা মুখ দাও, আমি এক বার জানের জানের দশ মুখে গুণ বর্ণনা করি। এক মুখে যে পেরে উ'ঠছি না!

দুলারি। থাম্ মতিয়া! তুই আমাকে বড় জ্বালাতন ক'রলি! আমি স্থিরসঙ্কল্প ক'রেছি, যে যদি কখন ওঁকে পাই, ত পতিত্বে বরণ ক'রব, নইলে আজীবন কুমারী অবস্থায় কাটিয়ে দেব।

মতিয়া। সে কি সাজাদি! বাদসাহ এতে সম্মত হ'বেন কেন?

দুলারি। না হ'ন কি কর'ব? অপরকে প্রাণান্তে কখনও সাদি ক'রব না।

মতিয়া। সব ত বু'ঝলুম, কিন্তু ও কি তোমাকে গ্রহণ ক'রতে সম্মত হ'বে? একে কাফের, তায় বামুণ!

দুলারি। এ কথা আমি জানি নি বটে, কিন্তু তা'তেই বা ক্ষতি কি? আমি প্রতিদান পাবার আশায় ভালবাসিনি। আমার এ ভালবাসা লালসাপূর্ণ নয়! ওঁকে পাই বা না পাই, উনিই আমার পতি, উনিই আমার সর্ব্বস্ব, উনিই আমার ঈশ্বর! ওঁর রূপ ধ্যান ক'রব, ওঁর গুণ গান ক'রব, ওঁর চরণে মনে মনে ভক্তি-কুসুমাঞ্জলি দেব! তা'তেই তৃপ্তি পা'ব, তা'তেই সুখী হ'ব, তা'তেই প্রাণ ভ'রে যাবে!

মতিয়া। সাজাদি, তুমি ধন্য! তোমার প্রেম ধন্য!! তোমার প্রণয়াস্পদ ধন্য!!! তোমার এ মুখ ওকে একবার দেখাতে পারি, ত বুঝে নেই, যে ও ওই গলার সুতোগুলো ছিঁড়ে তোমার পায়ের তলায় ফেলে দেয় কি না। তুমি কিছু ভেবো না, সাজাদি! মতিয়া বিবি সুতোয় হার গেঁথে, আসমান থেকে চাঁদ ধ'রে দেবে!

গীত।

তোর ভাবনা কিসের সই।
আমি ফাঁদ পেতে আকাশের গায়, ধ'রব চাঁদকে ওই।
দেখবি আমার কারিকুরি, ভাঙ্গিব লো তোর জারিজুরি,
ওই চরণ তলে থা'কবে প'ড়ে সার কথাটি কই।

ঝিনি সুতোয় তারার হার, দেবে গলায় তুমি তা'র,
প্রেমের উজান যাবে ব'য়ে, সব ক'রবে লো থই থই ॥

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

অন্তঃপুরস্থ কক্ষ

সোলেমান ও বেগম।

সোলে। অন্যায় কথা ব'ল না বেগম! দুলারিকে আমি প্রাণাপেক্ষা অধিক ভালবাসি সত্য, কিন্তু তা' ব'লে আমি বংশমর্য্যাদা ভু'লতে পা'রব না। কে একটা অজানা লোক,—তা'কে কি না দুলারি আত্মসমর্পণ ক'রলে! তার মতিগতি এত হীন হ'ল কি ক'রে! হায় ধিক্!

বেগম। জাঁহাপনা! আগে সমস্ত কথা শুনুন।

সোলে। আর কিছু শু'নতে চাই না, শু'নবার আর আছে কি? আমার কন্যা কি না একটা কাফেরের প্রণয়প্রার্থিনী! এ কথা শু'নবার আগে আমার মৃত্যু হ'ল না কেন? আমার তক্ত পুড়ে ছাই হ'য়ে গেল না কেন?

বেগম। হিন্দুর সহিত সম্বন্ধসূত্রে আবদ্ধ হওয়া কি এ বংশে নূতন জাঁহাপনা!

সোলে। বুঝেছি বেগম! তুমি একটাকিয়া ভাদুড়িবংশের প্রতি লক্ষ্য ক'রে এ কথা কইছ, কিন্তু কাফেরদিগের মধ্যে সে বংশ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ! সে বংশীয়ের সহিত অপর কা'রও তুলনা হ'তে পারে না। আমি মনে মনে বড় আশা ক'রেছিলেম, যে জৌনপুরের নবাব-পুত্রের সহিত দুলারির সাদি দেব, বুঝি সে আশা আমার সমূলে নষ্ট হয়!

বেগম। দুলারির আমার কিসের অভাব বাদসা! যে নবাব-পুত্র না হ'লে তুমি তা'র সাদি দেবে না। আর নবাব-পুত্র হ'লেই যে সে সুপাত্র হ'বে বা দুলারির মনের মত হ'বে, তার প্রমাণ কি?

সোলে। তা' ব'লে, সে একটা পথের লোক কাফেরকে সাদি ক'রতে চাইবে, আর আমি গৌড়ের বাদসাহ–বিনা বাক্য-ব্যয়ে তাইতে সম্মত হ'ব? তা' হ'বে না বেগম! তা'র চেয়ে দুলারি চিরকুমারী হ'য়ে থা'ক।

বেগম। এ কথা ব'ললে কি ক'রে জনাব! এক মাত্র কন্যা চির-কুমারী থা'কবে? তবে সংসারে কি নিয়ে থা'কব! তোমার রাজ্য আছে, ঐশ্বর্য্য আছে, আমার কি আছে বাদসা! আমার ওই এক মাত্র কন্যা, দুনিয়ায় আর আমার কিছুই নেই!

সোলে। তা' ব'লে আমার উঁচু মাথা হেঁট ক'রতে পা'রব না, নিষ্কলঙ্ক সৈয়দকুলে কালিমা লেপন ক'রতে পা'রব না।

বেগম। জনাব। আপনার বেগম আমি—আমিই কি বংশ-গরিমা ভুলে যা'ব? আমাদের এতটা নীচ মনে ক'রছেন কেন?

সোলে। তবে তুমি কি ব'লছ?

বেগম। দুলারি আমাদের কন্যা,—নীচ-সহবাসে তা'রই বা প্রবৃত্তি আ'সবে কোথা থেকে? মাধবী কি সহকার ব্যতীত অন্য তরুকে আশ্রয় করে? স্রোতস্বতী কি কখন তড়াগের সহিত মিলিতা হয়?

সোলে। তোমার প্রহেলিকা আমি কিছু বু'ঝতে পারি না। এই তুমি ব'ললে, যে দুলারি একজন অজানা কাফেরের করে আত্মসমর্পণ ক'রেছে।

বেগম। তা' ত ব'লেছি, কিন্তু আমায় কথাটা ত আপনি শেষ ক'রতে দেন নি। দুলারি কাফেরকে ভালবেসেছে বটে, কিন্তু সে কাফের এখন আর অচেনা নয়। মতিয়া সে লোককে আমায় দেখায়, আমি সন্ধান ক'রে তার সমস্ত পরিচয় পেয়েছি। পরিচয়ে বুঝেছি, সে দুলারির অযোগ্য নয়; নইলে আমি বাদসাহের নিকট, এই প্রস্তাব ক'রতে সাহস ক'রতেম না।

সোলে। কে সে লোক?

বেগম। একটাকিয়া ভাদুড়ি বংশ।

সোলে। এঁ্যা—বল কি!

বেগম। আপনার বিশেষ অনুগৃহীত।

সোলে। সে কি!

বেগম। বিদ্বান—বুদ্ধিমান—সুপুরুষ—বীর।

সোলে। তা' যদি হয় বেগম, আমি তোমার প্রার্থনা মঞ্জুর ক'রব; তা'রই সঙ্গে দুলারির সাদি দেব। শীঘ্র বল—কে সে?

বেগম। আপনার পরম বিশ্বাসী নয়ানচাঁদ রায়ের পুত্র—আপনার ফৌজদার কাঁলাচাঁদ রায়!

সোলে। দুলারি উত্তম পাত্রে আত্মসমর্পণ ক'রেছে, আমার কন্যার যোগ্য আচরণ ক'রেছে। আমি কালাচাঁদের সহিত কন্যার বিবাহে সম্মত।

বেগম। জনাব! জনাব! বাঁদির বহুৎ বহুৎ সেলাম গ্রহণ করুন।

সোলে। আদরিণি! তোমাকে অদেয়, সোলেমানের কি আছে?

বেগম। কন্যার মনোমত সুপাত্রে কন্যাদান ক'রলে কন্যা চির-সুখিনী হয়। জনাব! তা হ'লে শীঘ্র শীঘ্র এ কার্য্য সম্পন্ন ক'রলে ভাল হয় না?

সোলে। নিশ্চয়ই! কে আছ?

(জনৈক খোজার প্রবেশ।)

ফৌজদার সাহেব। দাঁড়িয়ে রইলি যে?

খোজা। ইয়ে অন্দরকা ভিতর?

সোলে। হাঁ—ইয়ে অন্দরকা ভিতর।

খোজা। বহুৎ খুব।

[প্রস্থান

সোলে। যাও বেগম! দুলারিকে এ শুভ সংবাদ-জ্ঞাপন কর গে।

[বেগমের প্রস্থান।

সোলে। কালাচাঁদ আমার মনের মত পাত্র বটে! কালাচাঁদকে জামাতারূপে লাভ ক'রলে, আশা করি মুকুন্দদেবের গর্ব্ব চূর্ণ ক'রতে পা'রব। উড়িষ্যা স্বাধীন থা'কতে আমি নিশ্চিন্ত হ'তে

পা'রছি না। সীমান্তদেশে শান্তি স্থাপন ক'রতে হ'লে উড়িষ্যা-জয় একান্ত প্রয়োজন। রাজ্যের সীমা আসমুদ্র বিস্তৃত ক'রতে হ'বে; কিন্তু সে পথে প্রধান অন্তরায় মুকুন্দদেব! মুকুন্দদেবকে পরাজিত ক'রতে হ'লে হিন্দুর সাহায্য চাই। কণ্টক উদ্ধারের কণ্টকই প্রধান সহায়!

(কালাচাঁদের প্রবেশ।)

এস ফৌজদার! তুমি কুণ্ঠিত হ'চ্চ কেন? নয়ানচাঁদের পুত্রের পক্ষে আমার অন্তঃপুরদ্বার রুদ্ধ নয়।

কালা। দাসের প্রতি বাদসাহের অশেষ করুণা!

সোলে। একটি গুরুতর বিষয়ে পরামর্শের জন্য, আমি তোমাকে এখানে আহ্বান ক'রেছি। মুকুন্দদেবের নিকট আমার সৈন্য ত বার বার দুই বার পরাজিত হ'ল! এক্ষণে উপায় কি?

কালা। এ সমস্ত রাজনৈতিক ব্যাপারে দাসের ন্যায় ক্ষুদ্রবুদ্ধি কি পরামর্শ প্রদান ক'রবে!

সোলে। আমার বিশ্বাস, তুমি যদি মুকুন্দদেবের বিরুদ্ধে সৈন্য চালনা ক'রতে, তা হ'লে নিশ্চয়ই আমাদের জয়লাভ হ'ত।

কালা। বার বার কেন আমাকে লজ্জা দেন, জনাবালি! আমাকে জৌনপুরের বিরুদ্ধে প্রেরণ করুন, দিল্লীর বিরুদ্ধে প্রেরণ করুন, দে'খবেন এ দাস পিতার উপযুক্ত পুত্র কি না!

সোলে। উড়িষ্যার সৈনাপত্য গ্রহণে তুমি কি কিছুতেই সম্মত নও?

কালা। জাঁহাপনার ভৃত্য আমি—হুকুম ক'রলে, যে'তে আমি অবশ্য বাধ্য।

সোলে। ইচ্ছার বিরুদ্ধে এ কার্য্যে আমি তোমাকে নিয়োগ ক'রতে

চাই না, কারণ তা'তে কার্য্য কখন সুসম্পন্ন হয় না। আদেশ পালন করা এবং স্ব ইচ্ছায় করায় যে অনেক প্রভেদ, তা' আমার অজ্ঞাত নয়। আমি তোমাকে তোমার অন্তরের আগ্রহের সহিত পাঠা'তে ইচ্ছা ক'রছিলুম।

কালা। গোস্তাকি মাফ্ করুন, জাঁহাপনা! হিন্দু হ'য়ে হিন্দুর স্বাধীনতা হরণে আগ্রহ কি ক'রে আসবে, জনাবালি? ব্রাহ্মণ হ'য়ে, হিন্দুর পরমতীর্থ পুণ্যধাম শ্রীক্ষেত্রে যবনসৈন্য চালনা ক'রব! ক্ষমা করুন, জাঁহাপনা! এ কার্য্যে আমি অক্ষম!

সোলে। তোমার স্বধর্ম্মনিষ্ঠা ও স্বজাতিপ্রিয়তা দর্শনে আমি সাতিশয় প্রীত হ'লেম। তুমি তোমার জাতির অলঙ্কার! তোমাকে আমি বিশেষ রূপে পুরস্কৃত ও সম্মানিত ক'রতে বাসনা করি।

কালা। গোলাম আপনারই অন্নে প্রতিপালিত!

সোলে। তুমি নয়ানচাঁদের পুত্র, আমার স্নেহের জিনিস! সেই স্নেহ আমি আজীবন তোমার উপর বর্ষণ ক'রব। তুমি আমার কর্ম্মচারী কর্ত্তৃক উৎপীড়িত হ'য়েছিলে—আমি তার ক্ষতিপূরণ ক'রব।

কালা। জাঁহাপনার অনুগ্রহ, আমি সকল সম্পত্তি অপেক্ষা মুল্যবান জ্ঞান করি।

সোলে। আজ আমি তোমাকে একটি দুর্ল্লভ অমূল্য রত্ন দান ক'রব; যা লাভ ক'রে তুমি আপনাকে ধন্য মনে ক'রবে! এতদিন সে রত্ন আমি বহু যত্নে রক্ষা ক'রেছি—আজ তোমাকে অর্পণ ক'রব। সে রত্ন আমার বড় যত্নের—বড় আদরের—বড় সোহাগের! সেটি আমার প্রাণের জিনিস!

কালা। জনাবালি! এ রত্ন বাদসাহের মুকুটেই শোভা পায়!

সোলে। সত্য কালাচাঁদ! এ রত্ন বাদসাহের মুকুটেই শোভা পায়! কিন্তু আমি তোমাকে এ রত্ন দান ক'রব; দে'খ কালাচাঁদ! যত্নে রে'খ! এ রত্ন কি জান? আমার একমাত্র দুহিতা সাজাদি দুলারি!

কালা। নারায়ণ!

সোলে। নীরব কেন বৎস?

কালা। জাঁহাপনা! দাস এ দানের অযোগ্য!

সোলে! যোগ্যাযোগ্য বিবেচনার ভার দাতার—গৃহীতার নয়!

কালা। সত্য; কিন্তু—

সোলে! কিন্তু—কি বৎস?

কালা। ব'লতে যে সাহস হয় না, মেহেরবান্!

সোলে। তুমি স্বচ্ছন্দে বল।

কালা। আমি বিবাহিত!

সোলে। তা'তে ক্ষতি কি? একাধিক দারপরিগ্রহণ, হিন্দু বা ইস্‌লাম শাস্ত্রে নিষিদ্ধ নয়।

কালা। সরমা! সরমা!!

সোলে। তোমার আর কি ব'লবার আছে বল!

কালা। জনাবালি! আমি হিন্দু—ব্রাহ্মণ।

সোলে। আমিও সৈয়দ! আভিজাত্য ও বংশগরিমায় আমি তোমারই ন্যায় আমাদিগের জাতিতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ!

কালা। আমি স্বধর্ম্ম ত্যাগ ক'রব কেমন ক'রে জাঁহাপনা?

সোলে। আমি তোমাকে ধর্ম্ম ত্যাগ ক'রতে অনুরোধ ক'রছি না। তুমি হিন্দু থা'কলেও আমার কোন ক্ষতি নাই!

কালা। জাতি?

সোলে। তা'ই বা নষ্ট হ'বে কেন? তুমি আমার কন্যাকে হিন্দুমতে বিবাহ ক'রতে পার, আমার আপত্ত নাই। অনেক পুরোহিত আমার আজ্ঞায় তোমার বিবাহের মন্ত্র পাঠ ক'রবে। ইচ্ছা ক'রলে আমার কন্যাকেও তুমি হিন্দু ক'রে নিতে পার।

কালা। তা' যে হয় না, জাঁহাপনা! জন্ম ভিন্ন কিছুতেই যে হিন্দু হওয়া যায় না!

সোলে। যে ধর্ম্মের গণ্ডী এত ক্ষুদ্র, সে সঙ্কীর্ণচেতা ধর্ম্মকে আমি ত ভাল ব'লতে পারি না।

কালা। কিন্তু আমার ত সেই ধর্ম্ম, জাঁহাপনা!

সোলে। হ'তে পারে, কিন্তু এক্টাকিয়া বংশের সহিত আমাদের সম্বন্ধ বন্ধন এই ত নূতন নয়। শোন কালাচাঁদ, আমার পুত্র নেই—তুমিই গৌড় তক্তের ভবিষ্যৎ মালিক!

কালা। সিংহাসনে আমার কোন প্রয়োজন নেই। আমি দরিদ্র ব্রাহ্মণ-সন্তান—চিরদিন দরিদ্রই থা'কব!

সোলে। আমার কথা রাখ, কালাচাঁদ! আমার কন্যা তোমার তরে উন্মত্তা, তোমায় না পেলে তা'র জীবন যা'বে! তার রূপ গুণের তুলনা নেই! তাকে গ্রহণ কর—তার প্রাণ রাখ—আমার মান রাখ!

কালা। নারায়ণ! আজ এ কি পরীক্ষায় ফে'ললে!

সোলে। কালাচাঁদ! এখনও নীরব? গৌড়ের বাদসাহ আজ তোমার হাতে ধ'রে কন্যাদান ক'রতে চাইছে—

কালা। জনাবালি! জনাবালি! করেন কি? করেন কি? আমায় অপরাধী ক'রবেন না।

সোলে। বল—তুমি সম্মত ?

কালা। দাসকে ক্ষমা করুন !

সোলে। কালাচাঁদ ! অবাধ্য হ'ও না। যা' কখন ক'রি নি, তা' ক'রেছি—তোমার হাতে ধ'রিছি। বল—তুমি সম্মত ?

কালা। আমি জোড় করে ক্ষমা ভিক্ষা চাইছি।

সোলে। কি ! এত বড় স্পর্দ্ধা ! আমায় অপমান ! স্পর্দ্ধিত কুক্কুর ! তোর কি জীবনে মায়া নেই ? এখনও বল্—তুই সম্মত কি না ?

কালা। আমায় ক্ষমা করুন, জাঁহাপনা !

সোলে। নিমকহারাম্ ! আমি তোর প্রাণ দণ্ড ক'রব।

কালা। নয়ানচাঁদের পুত্র ত প্রাণভয়ে ভীত নয়, জনাবালি !

সোলে। ভাল, তা'ই হ'ক। কে আছ ? (দুইজন খোজার প্রবেশ) পাপিষ্ঠকে বন্দী কর। আজ্ঞা পালন ক'রছিস্ না যে ?

খোজা। ই—ত ফৌজাদার সাব্ !

সোলে। চুপ রও কুত্তা ! বন্দী কর। কাল প্রাতে এর শূলদণ্ড হ'বে।

কালা। ভগবান্ !

তৃতীয় দৃশ্য

রাজোদ্যান

বামাচরণ

বামা। এখনও চন্দ্র সূর্য্য উ'ঠছে—শাস্ত্রবাক্য মিথ্যা হ'বার যো কি? রাজা রাজড়ার পিরীত এই রকমই হ'য়ে থাকে। কখন হাতে চাঁদ ধ'রে দেন, আবার পর মুহূর্ত্তেই গলায় দড়ি লাগিয়ে দেন! গেরো। তা' ছাড়া আর কি! খাচ্ছিলি দাচ্ছিলি বাপু, তোর এ দরবারি লেঠায় কি দরকার ছিল! নিরে ছোঁড়াটার তবু একটু বুদ্ধি আছে, সাফ্ স'রে প'ড়ল। এখন উপায় কি? নেহাৎ ছোঁড়াটা মারা যা'বে! বুড়ো মাগীটের দশা কি হ'বে! আর সেই কচি বউটো—মনে ক'রলেও যে প্রাণ ফেটে যায়! কোন উপায়ই ত' দে'খতে পাই না! বাদসার কাছে ঘেঁ'সবে কে? যেখানে উৎপত্তি, সেই খানেই নিষ্পত্তি ভিন্ন আর উপায় দে'খছি না। কিন্তু তা'রই বা গোছ গোড়া হয় কই! আর তুই বেটী কি রকম বল দেখি! রোজ রোজ যে জবা আর বিল্বপত্রের রা'শ তোর পায়ে ফে'লছি—তা'কি এই জন্য না কি? দেখ বেটী! যদি ভাল চা'স ত ব্রহ্মহত্যাটা আর হ'তে দিস নি, নইলে তুই আছিস—আর আমি আছি! তোকে যদি মহানন্দার জলসই না করি, ত আমি বামাচরণই নই!

(মতিয়ার প্রবেশ)

মতিয়া। কে ও?

বামা। তুই কে ও?

মতিয়া। আ মর্! তোর চ'খ নেই? দে'খতে পাচ্ছিস না—আমি মানুষ?

বামা। তা আমাকেই বা জন্তু ঠাউরে নিলে কি ক'রে?

মতিয়া। বলি, তুই কে?

বামা। আমিও ত তা'ই জিজ্ঞাসা ক'রছি, যে তুই কে?

মতিয়া। কে তুই ব'লবি না?

বামা। তুইও যে কে, তা ব'লবি না?

মতিয়া! আ ম'ল, এটা পাগল না কি!

বামা। এই বার ঠিক ঠাউরেছ, এখন বল—তুমি কে?

মতিয়া। আমি সাজাদির সহচরী। এই বার বল—তুমি কে?

বামা। আমি মেয়ে মানুষ!

মতিয়া। মেয়ে মানুষ! কি বল? অমন মস্ত মস্ত ঝাঁটার মত গোঁফ, তুমি মেয়ে মানুষ?

বামা। এই সা'রলে! আমার বাড়ী এ দেশে নয়; আমি যে দেশ থেকে এসেছি, সে দেশে মেয়ে মানুষের গোঁফ বেরোয়!

মতিয়া। আরে! কি পাগলের মত আবোল তাবোল বকে!

বামা। ওগো! আমি অনাথিনী বিরহিণী! আমায় সনাথিনী হ'বার ব্যবস্থা ক'রতে পার? আমি বিরহের জ্বালায় পথ ভুলে তোমাদের এই বাগানে ঢুকে প'ড়েছি। এখন ছেড়ে দাও, বেরিয়ে যাই।

মতিয়া। এ বাগানে ত কোন পুরুষের আ'সবার অধিকার নেই, তবে তুমি এলে কেমন ক'রে?

বামা। আবার বলে আমি পুরুষ! ব'লছি আমি মেয়ে মানুষ!

মতিয়া। বুঝেছি, তুমি ফৌজদার সাহেবের দেশের লোক! শুনেছি বটে, যে বাদসাহ এক বৃদ্ধকে প্রাসাদের সর্ব্বত্র অবারিত গতি হুকুম ক'রেছেন। তা অন্দরের বাগানে কি মনে ক'রে?

বামা। সর্ব্বনাশ হ'য়েছে—বেটী চিনে ফেলেছে! আমার কোন পুরুষে দেশের লোক নয় বাবা! এখন ছেড়ে দাও।

মতিয়া। ছেড়ে দেব কি! তুমি এখন আমাদের আপনার লোক হ'চ্ছ।

বামা। বেটী যে ঘনিষ্ঠতা করে গো! দোহাই বাবা, আমার কোন পুরুষে আপনার লোক নয়। আমি শূলে যেতে পা'রব না—বড় লা'গবে!

মতিয়া। শূলে যাওয়া কি ব'লছ?

বামা। আমি ম'রতে এ বাগানে ভর সন্ধ্যে বেলায় ঢুকেছিলুম। ওগো! আমার মাগীর ঝাঁটা খেতে, আমি ছাড়া যে আর কেউ নেই গো!

মতিয়া। বৃদ্ধ! প্রকৃতিস্থ হও, কি ব'লছ?

বামা। ব'লছি আমায় ছেড়ে দাও—এ বুড়োর মাংস সিঁটে হ'য়ে গেছে। এ বড় জুৎকর হ'বে না। আমি বরং নিরে ছোঁড়াটাকে ভুলিয়ে ভালিয়ে তোমার খপ্পরে এনে দেব। খুব সুপুরুষ—বেশ পাট্টা ছোঁড়া—বহুৎ মোলায়েম মাংস!

মতিয়া। কি ব'লছ তুমি?

বামা। কিছু জানেনা—ন্যাকা! ওঁর মনিব একটিকে বদনে

দিয়েছেন, তাই দেখে উনিও 'কি খাই খাই' ক'রে বেড়াচ্ছেন! আবার বলেন—কি বল'ছ তুমি? দোহাই বাবা! আমি শূলে যেতে পা'রব না।

মতিয়া। শূলে যাওয়া কি—বুঝিয়ে বল!

বামা। বলি, বয়েস কাঁচা হ'লেই কি এতটা ঢং ক'রতে হয়? আমরাও একেবারে বুড়ো হই নি। এক দিন আমাদেরও চুল কাঁচা ছিল। তখন তোমার মত অনেক ছুঁড়ীকে চর্‌কি ঘুরিয়েছি!

মতিয়া। বৃদ্ধ! বৃদ্ধ! শীঘ্র বল—কি হ'য়েছে?

বামা। হ'য়েছে আর মাথা আর মুণ্ড, কালাচাঁদের শূলদণ্ড আদেশ হয়েছে!

মতিয়া। এঁ্যা—সে কি!

বামা। আর সে কি! বাদসাহ তা'কে সাজাদির সহিত বিবাহ ক'রতে অনুরোধ করেন, কালাচাঁদ অসম্মত হয়, অতএব শূল-দণ্ড—কা'ল প্রাতে। আমি পাশের ঘরে শু'য়েছিলুম, সব শু'নেছি—কালাচাঁদকে বেঁধে নিয়ে যেতে দে'খেছি!

মতিয়া। কি সর্ব্বনাশ!

(দুলারির প্রবেশ।)

দুলারি। মতিয়া—মতিয়া!—ওমা! ও কে?

মতিয়া। সাজাদি! লজ্জা ত্যাগ কর, শীঘ্র এস—বড় সর্ব্বনাশ!

দুলারি। কি হ'য়েছে মতিয়া! এ ব্রাহ্মণ কে?

বামা। মা! আমি তোর সন্তান। রক্ষা কর মা—রক্ষা কর—আমার কালাচাঁদকে রক্ষা কর!

দুলারি। ব্রাহ্মণ! তুমি কি ব'লছ?

মতিয়া। বাদসাহ ফৌজদার সাহেবের শূলদণ্ড আদেশ দিয়েছেন।

দুলারি। এঁ্যা—(দুলারির মূর্চ্ছা ও মতিয়ার ধারণ।)

মতিয়া। সাজাদি! এ বিপদের সময় আত্মহারা হ'ও না। উপায় কর—ফৌজদার সাহেবকে বাঁচাবার উপায় কর!

দুলারি। মতিয়া—মতিয়া! আমার কি হ'ল, মতিয়া?

বামা। হারে চক্ষু! আজ তুমি মানা মান না কেন?

দুলারি। মতিয়া—মতিয়া! বিষ আন—বিষ আন!

মতিয়া। আমি আবার ব'লছি, তুমি অমন ক'র না, ফৌজদার সাহেবকে বাঁচাবার উপায় কর।

দুলারি। কি উপায় ক'রব! তুই কি পিতার মেজাজ জানিস না? মতিয়া! আর আমি তাঁ'কে চাই না, আমি আর তাঁ'কে দে'খতে পর্য্যন্ত চাই না! তিনি প্রাণে বেঁচে থাকুন, আমি তা'তেই সুখী হ'ব!

বামা। মা! তুই যবনী হ'য়েছিলি কেন?

দুলারি। সে কি আমার ইচ্ছাকৃত ব্রাহ্মণ!

মতিয়া। চল—বেগমের কাছে চল, আর সময় নেই, তাঁ'র পায়ে জড়িয়ে পড়িগে চল।

দুলারি। ব্রাহ্মণ! তোমায় প্রণাম করি, দুহিতাকে আশীর্ব্বাদ কর!

বামা। মা! আমি সর্ব্বান্তঃকরণে আশীর্ব্বাদ ক'রছি যে, তোর মনোভিলাষ পূর্ণ হ'ক।

চতুর্থ দৃশ্য

কারাগার

কালাচাঁদ।

কালা। এই পরিণাম! শেষে সামান্য অপরাধীর ন্যায় শূলদণ্ডে প্রাণ বিসর্জ্জন ক'রতে হ'ল! আর কয়েক ঘণ্টা মাত্র অবশিষ্ট আছে, রাত্রি প্রভাত হ'লেই বধ্যভুমিতে আমার ইহলীলার অবসান হ'বে। সরমা! সরমা! প্রাণের সরমা আমার! আর তোমায় দে'খতে পা'ব না, আর তোমাকে বুকে ধ'রে আমার তাপিত প্রাণ শীতল ক'রতে পা'ব না! মা! মা! আর তোমার চরণ বন্দনা ক'রতে পা'ব না! এ অধমের শোকে তুমি উন্মত্তা হ'বে—এ বৃদ্ধ বয়সে তুমি পুত্রশোক সহ্য ক'রবে ভাবতেও আমার হৃদয় বিদীর্ণ হয়! কি ঘৃণিত প্রস্তাব! স্মরণেও শরীর শি'উরে উঠে! যবনী বিবাহ ক'রব—ধর্ম্ম ত্যাগ ক'রব! তা'র চেয়ে এ তুচ্ছ প্রাণ যাওয়াই ভাল। কিন্তু শূলদণ্ড!—ওঃ কি ভয়ানক! কিন্তু উপায় কি? এ কি! এ গভীর রাত্রে, এ অন্ধ-কূপ কারাগৃহে, আলো নিয়ে কে আসে? ও কি! ও যে স্ত্রীলোক দে'খছি! বুঝি সেই মায়াবিনী! তা'র কুহকজাল বিস্তার ক'রতে আ'সছে! কিন্তু যবনি! তোমার এ চেষ্টা বৃথা! কালাচাঁদের হৃদয় সরমাময়! কিছুতে সে ছবি লুপ্ত হ'বে না!

(মতিয়ার প্রবেশ।)

কালা। কে তুমি এ গভীর নিশায় নির্জ্জন কারাগারে? কে তুমি স্ত্রীলোক?

মতিয়া। ফৌজদার সাহেব!

কালা। সম্ভাষণ রাখ, কে তুমি শীঘ্র বল?

মতিয়া। আমি সাজাদির সহচরী।

কালা। কেন, শূলদণ্ডেও কি তাঁ'র তৃপ্তি সাধিত হয় নি? আরও কি কোন নূতন যন্ত্রনাদায়ক মৃত্যু আবিষ্কৃত হ'য়েছে!

মতিয়া। ও কি কথা ব'লছেন আপনি?

কালা। ভণিতা রাখ, তোমার আগমনের কারণ কি? কিন্তু আমি পূর্ব্ব হ'তে ব'লে রা'খছি তোমাদের কোন চাতুরী আমার হৃদয় স্পর্শ ক'রতে পা'রবে না!

মতিয়া। চাতুরী ক'রতে আসি নি, ফৌজদার সাহেব! আপনাকে মুক্ত ক'রতে এসেছি।

কালা। তোমায় অগণ্য ধন্যবাদ! তোমার কথা ত শেষ হ'য়েছে, এক্ষণে যে'তে পার।

মতিয়া। কি ব'লছেন আপনি! আপনার জীবনে কি মায়া নেই?

কালা। কিছু মাত্র না।

মতিয়া। কিন্তু অপরের জন্য সে জীবন রা'খতে হ'বে।

কালা। তোমার মনিবের জন্য? তাঁ'কে ব'ল তাঁ'র সে চেষ্টা বৃথা! যথেষ্ট দরদ দেখান হ'য়েছে! এখন তুমি বিদায় নাও।

মতিয়া। তিনি আর আপনাকে চা'ন না,—আপনার প্রাণ চা'ন।

কালা। তাঁকে অগণ্য ধন্যবাদ!

মতিয়া। ফৌজদার সাহেব! শু'নেছি আপনি বিদ্বান, বুদ্ধিমান, বীর; কিন্তু আপনি যে এমন হৃদয়হীন, তা আগে জা'নতুম না!

কালা। এখন ত জে'নেছ?

মতিয়া। জে'নেছি, আপনি নিষ্ঠুর—হৃদয়হীন—সয়তান! নইলে এ নিঃস্বার্থ-আকাঙ্ক্ষা-রহিত ভালবাসার মর্ম্ম বুঝ্‌লেন না!

কালা। আমার দুরদৃষ্ট!

মতিয়া। নিশ্চয়ই আপনার দুরদৃষ্ট! নইলে দেবভোগ্য এ কুসুমকে আপনি পদদলিত করেন! কি ব'লব—আপনার জীবনের উপর সাজাদির জীবন নির্ভর ক'রছে, নইলে সাজাদির উপর এরূপ অবজ্ঞা, মতিয়া কখনও নীরবে সহ্য ক'রত না! বহু পূর্ব্বে এই শাণিত ছুরিকা আপনার হৃদয়ে আমূল বিদ্ধ হ'ত!

কালা। খেদ রাখ কেন, সখি! শূলদণ্ডের চেয়ে স্ত্রীলোকের হাতে মৃত্যুও শতগুণে প্রার্থনীয়!

মতিয়া। শু'নুন ফৌজদার সাহেব! সাজাদি আপনার জন্য পাগলিনী, তিনি পিতার পায়ে ধ'রে কেঁ'দেছেন, স্বয়ং বেগম বাদসাহের পায়ে ধ'রেছেন—কোন ফল হয় নি! বাদসাহের ক্রোধ কিছুতে প্রশমিত হয় নি! তিনি আর আপনাকে চা'ন না; আপনি ভাল আছেন শু'নলেই তিনি সুখী হ'বেন। তাই বেগম-সাহেবা ও সাজাদির আদেশে আমি আপনাকে মুক্তি দিতে এসেছি।

কালা। এ কি সত্য?

মতিয়া। মিথ্যা ব'লবার প্রয়োজন কি? সে রূপ আপনি দেখেন নি—দে'খলে আপনি চ'খ ফেরাতে পা'রতেন না!

তাঁর গুণ কখনও হৃদয়ঙ্গম ক'রবার সুবিধা আপনার হয় নি—যদি হ'ত, তা'হ'লে আপনিও আমার সঙ্গে ব'লতেন—তিনি ধরাধামে দেবী!

কালা। নারায়ণ! নারায়ণ!!

মতিয়া। রায়সাহেব! আপনি বিদ্বান, ধার্ম্মিক, শাস্ত্রজ্ঞ—আপনি যবনকে এত ঘৃণা করেন? সামান্য মতিহীনা নারী আমি, কিন্তু আপনার চিত্তের সঙ্কীর্ণতা দেখে আমাকেও লজ্জিতা হ'তে হয়!

কালা। এ্যাঁ—কি ব'লছ?

মতিয়া। আপনার ন্যায়, যবনের শরীর কি রক্তমাংস গঠিত নয়? মনোবৃত্তিচয় হিন্দু যবন উভয়ের কি সমান নয়? এই বঙ্গভূমি কি উভয়ের মাতৃভূমি নয়? যিনি আপনার স্রষ্টা, তিনিই কি যবনকে সৃষ্টি করেন নি? তবে স্থানভেদে কালভেদে জলবায়ুগুণে, মানবের রুচি এবং আহারের কিছু তারতম্য হয়। আর ধর্ম্ম!—যিনি আমাদের খোদা, তিনিই আপনাদের ভগবান! যে নামেই ডাকুন না কেন, তিনি এক! আপনি যবনের চাকরি করেন, যবনকে রাজা ব'লে মান্য করেন, অথচ অন্তরে অন্তরে এরূপ বিজাতীয় ঘৃণা পোষণ কি, আপনার ন্যায় মহানুভবের কর্ত্তব্য?

কালা। সত্য কথা! কে তুমি দেবি! আজ এই অন্ধকার কারাগৃহে, মরণের পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে, আমার জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত ক'রতে এসেছ? সত্যই আমি নীচ, সত্যই আমি সঙ্কীর্ণচেতা, সত্যই আমি হৃদয়হীন—পাষাণ!

মতিয়া। ও কথা এখন ছেড়ে দিন, রায় সাহেব! এখন প্রত্যেক মুহূর্ত্তই মূল্যবান! কারাধ্যক্ষ ও প্রহরিগণ, বেগম ও সাজাদির

আদেশে এবং পুরস্কারের লোভে বশীভূত! এখনি আপনার শৃঙ্খল উন্মোচিত হ'বে! দ্বারে অশ্ব সজ্জিত আছে, আপনি মুক্ত—যদৃচ্ছা গমন করুন।

কালা। পলায়ন ক'রব!

মতিয়া। ক্ষতি কি?

কালা। জগৎ হা'সবে!

মতিয়া। হাস্থক।

কালা। তুনিয়া আমাকে কাপুরুষ ব'লবে!

মতিয়া। বলুক।

কালা। পৃথিবী আমাকে উপেক্ষা ক'রবে!

মতিয়া। করুক।

কালা। প্রাণভয়ে ভীত হ'য়ে পলায়ন ক'রলে, স্বয়ং সাজাদিও আমাকে ঘৃণা ক'রবেন! না—তা কখন হয় না, নয়ানচাঁদ রায়ের পুত্র কখন প্রাণভয়ে চোরের ন্যায় পলায়ন করে না!

মতিয়া। নারীহত্যা হ'বে—সাজাদি প্রাণত্যাগ ক'রবেন!

কালা। কি ক'রব? উপায় নেই। সখি! মরণের দ্বারে দাঁড়িয়ে আমার মস্তিক বিকৃত হ'য়েছে, তাই আমি সাজাদিকে অকথা ব'লেছি। আমি তজ্জন্য ক্ষমা প্রার্থনা ক'রছি।

মতিয়া। ক্ষমা প্রার্থনায় কোন প্রয়োজন নাই, আপনার প্রাণ রক্ষা হ'লেই তিনি সুখী হ'বেন।

কালা। কখন না। যদি তিনি সত্যই আমাকে ভালবাসেন, আমি প্রাণভয়ে পলায়ন ক'রলে, তিনি অসুখী হবেন! কাপুরুষ কখনও সাজাদির প্রণয়াস্পদ হ'তে পারে না! তুমি তাঁ'কে বল, যে প্রাণভয়ে পলায়ন ক'রে আমার অকলঙ্কিত নামে

কলঙ্ক লেপন ক'রতে পা'রলুম না। এ জন্য তিনি যেন আমায় ক্ষমা করেন।

মতিয়া। তা' হ'লে কি আমাদের সকল চেষ্টাই বৃথা!

কালা। সকল চেষ্টাই বৃথা। আমি মরণে কৃতসঙ্কল্প!

মতিয়া। খোদা! তোমার মনে এই ছিল?

পঞ্চম দৃশ্য

বধ্যভূমি

গোলাম আলি ও ঘাতক।

গোলাম। আজ আমার যা' আমোদ হ'চ্ছে মিঞা! তা' আর কি ব'লব!

ঘাতক। কেন মিঞা! এত আমোদ কিসের?

গোলাম। আমাদের ফৌজদার সাহেব শূলে যা'বেন। ও কি কম পাজী। ফৌজদারী পদ পেয়ে বেটা যেন নবাব হ'য়ে দাঁড়িয়েছিল! গেলেন তেমনি—উৎসন্ন গেলেন! আজ আমি পীরের দরগায় সিরনি দেব!

ঘাতক। কথাটা কি ভাল হ'চ্চে, মিঞা? একটা লোক মরে, আর তুমি সিরনি দেবে!

গোলাম। দেব না ত কি? লাখ বার দেব! আমার যে গলা টিপে ধ'রেছিল, তা' কি জীবনে ভু'লব? আর আমার অমন মনিব কাজী সাহেব—ওই দুষমনটার জন্যই ত প্রাণ খোয়ালে!

(প্রহরীবেষ্টিত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ কালাচাঁদের প্রবেশ)

ঘাতক। ঐ যে ফৌজদার সাহেব আ'সছেন!

গোলাম। আইয়ে ফৌজদার সাব্! মেজাজ সরিফ্?

কালা। এই সেই ভীষণ স্থান! আর কয়েক মুহূর্ত্ত পরেই আমার ইহলীলার অবসান হ'বে। শত শত্রুর মধ্যেও যে হৃদয় কখন কম্পিত হয় নি, স্বয়ং বাদসাহের জলন্ত নয়নের দিকে যে ব্যক্তি অবিকম্পিত ভাবে স্বীয় চক্ষু স্থাপিত ক'রে রূঢ় কথা ব'লেছে, আজ তার প্রাণ, মৃত্যুকে সম্মুখে দে'খে কাঁপে কেন? এ কি জীবনের ভয়—এ কি বাঁ'চবার সাধ? না তা নয়—প্রাণের ভয় তা কখন করি নি, এখনও ক'রছি না। তবে যোদ্ধার শৃঙ্খলিত অবস্থায় ঘাতকের হস্তে কাপুরুষের ন্যায় মৃত্যু বড়ই কলঙ্কের কথা! সেই কলঙ্কের কথা স্মরণেই আমার প্রাণ কাতর হ'চ্ছে! সরমা! আর তোমাকে দে'খতে পা'ব না। আহা অভাগিনী আমার মৃত্যু শ্রবণে আত্মঘাতিনী হ'বে! আর মা! মৃত্যুকালে তোমার পদধূলি গ্রহণ ক'রতে পা'রলুম না—এ আমার বড় খেদ রইল! মা! মা! মা ব'লে ডা'কবার সাধ আজ আমার শেষ হ'ল! ওই সেই ভীষণ শূল! স্মরণেও যে কেশ কণ্টকিত হয়!

গোলাম। কি সাঞাৎ! ভাবছ কি? আর বেশী দেরী নেই।

কালা। এই সমস্ত লোক কা'ল আমার পদধূলি লেহন ক'রতে

পেলে আপনাদের পরম ভাগ্যবান্ ব'লে জ্ঞান ক'রত, কিন্তু আমার অবস্থা পরিবর্ত্তনে ওরাই আমাকে বিদ্রূপ ক'রতে কুণ্ঠিত হ'চ্ছে না! এই সংসার! এই মানবচরিত্র!!

গোলাম। ফৌজদার সাহেবের তরে আমি শূলটি ঘ'সে মেজে তেল দিয়ে চক্‌চকে ক'রে রে'খে দেবার হুকুম দিয়েছি, হুজুরের বিশেষ কষ্ট হ'বে না!

কালা। তোমরা আর বিলম্ব ক'রছ কেন? শীঘ্র শীঘ্র কার্য্য সমাধা কর।

গোলাম। রসুন, ব্যস্ত কেন? লোক জন জমুক, সাহেব আজ উঁচু পায়ায় ব'সবেন, সকলে দেখুক! হাঃ হাঃ হাঃ—!

কালা। তুমি কি মানুষ! আমিই না বাদসাহকে অনুরোধ ক'রে তোমায় মুক্তি দিয়েছি? আমিই না তোমাকে চাকরি ক'রে দিয়েছি? উত্তম প্রতিদান দি'চ্ছ!

গোলাম। সুমুন্দি আবার বয়েদ আউড়ে উপদেশ ঝাড়ে! সেই গলা টেপার কথাটা ভুলে যাচ্ছ বুঝি?

১ম প্রহরী। ওরে চুপ! বাদসা আ'সছেন।

(বাদসাহ, উজির ও কোতোয়ালের প্রবেশ।

সোলে। কোতোয়াল। সব ঠিক?

গোলাম। সব ঠিক, জাহাপনা!

সোলে। বন্দি! তোমার শেষ মুহূর্ত্ত আগতপ্রায়! আমাকে অপমান করার ফল এখনই পা'বে। মৃত্যুকালে তোমার কিছু প্রার্থনীয় আছে?

কালা। আছে—যদি মঞ্জুর করেন!

সোলে। কি? প্রাণদান? তা' পা'বে না!

কালা। এরূপ কাপুরুষের ঔরসে আমার জন্ম নয়, যে প্রাণ-ভিক্ষা চাইব!

সোলে। তবে তোমার কি প্রার্থনা?

কালা। জাঁহাপনা? আপনি বীর, আমাকে বীরের মৃত্যু প্রদান করুন। শৃঙ্খল উন্মোচন ক'রে, কোনরূপ অস্ত্রে আমাকে নিধন ক'রবার হুকুম দিন।

গোলাম। অমন কায ক'রবেন না, জাঁহাপনা! শেকল খু'লবেন না। বেটা শুধু হাতেই এক বার আমাদের এক শ' ফৌজ ভাগিয়েছিল!

সোলে। তুমি নিমক্‌হারাম্! বীরের মৃত্যু লাভের যোগ্য নও!

কালা। জনাবালি! আমি নিমকহারাম্ হ'তে পারি, কিন্তু আমি যোদ্ধা!

সোলে। তোমার প্রার্থনা আমি নামঞ্জুর ক'রলেম।

কালা। আমি এখন কিন্তু ওরূপ মৃত্যুতে সম্মত নই।

সোলে। তোমার সম্মতি অসম্মতিতে কিছু আসে যায় না। তুমি বন্দী, তোমার আবার ইচ্ছা অনিচ্ছা কি?

কালা। জাঁহাপনা! এখনও শৃঙ্খল উন্মোচনের আদেশ দিন, অস্ত্রাঘাতে আমাকে নিধন করুন।

সোলে। প্রগল্‌ভ যুবক! তুমি বাদসাহের আদেশের উপর কথা কহিবার স্পর্দ্ধা রাখ?

কালা। আমি নতজানু হ'য়ে ভিক্ষা চাইছি।

সোলে। চুপ রও, কম্‌বক্ত!

কালা। বাদসাহ! আমায় অবাধ্য ক'রবেন না!

সোলে। ঘাতক! তোমার কার্য্য কর।

কালা। জনাবালি! এই আমার শেষ প্রার্থনা! এখনও মঞ্জুর করুন, নচেৎ—

সোলে। নচেৎ কি, বেইমান্?

কালা। নচেৎ এই শৃঙ্খল খণ্ড খণ্ড ক'রে দূরে নিক্ষেপ ক'রব!

গোলাম। ওরে কে আছিস্? আর একটা শেকল নিয়ে আয়! (প্রহরীদের প্রতি) ওরে বেটারা! চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে আছিস্ কি? বেটাকে চেপে চুপে ধর্ না! এখনি যে সর্ব্বনাশ ক'রবে!

সোলে। কি ব'ললে, কালাচাঁদ?

কালা। নচেৎ এই শৃঙ্খল খণ্ড খণ্ড ক'রে ফে'লব।

সোলে। পার—আমার আপত্ত নাই।

গোলাম। এই মজালে!

কালা। এস শক্তি! হৃদয়ে এস! চিরকাল তোমার আরাধনা ক'রেছি—এই বিপৎকালে আমার সাহায্য কর! এই দেখুন, বাদসা।

(কালাচাঁদ কর্ত্তৃক শৃঙ্খল ছিন্ন করণ, গোলাম আলির দূরে পলায়ন, উপস্থিত সকলের তরবারি উন্মোচন।)

সোলে। ইয়ে আল্লা!

কালা। ভয় নাই জনাব! আমি কা'কেও আক্রমণ ক'রব না। আমি পলায়ন ক'রতে ইচ্ছা ক'রলে কা'রও সাধ্য নাই, যে আমাকে বাধা প্রদান করে। কিন্তু প্রাণভয়ে পলায়নের ইচ্ছা আমার নাই। এক্ষণে ঘাতককে আদেশ করুন, সে তরবারি আঘাতে আমার মস্তক দেহচ্যুত করুক।

সোলে। ভাল—তাই হ'ক! ঘাতক! প্রস্তুত হও।

(ঘাতকের তরবারি উত্তোলন, হঠাৎ নেপথ্যে "ঘাতক স্থির হও ; আমার আদেশ—স্থির হও" শব্দ, ঘাতকের ইতস্ততঃ করণ, বেগে দুলারির প্রবেশ।)

সকলে। সাজাদি!

সোলে। দুলারি!

দুলারি। হ্যাঁ পিতঃ! আপনার হতভাগিনী কন্যা দুলারি!

সোলে। তুই এখানে কেন? প্রকাশ্য রাজপথ দিয়ে বধ্যভূমিতে তুই এলি কেন?

দুলারি। কেন এলুম জিজ্ঞাসা ক'রছেন পিতঃ। প্রাণের জ্বালায় ছুটে এসেছি। পিতঃ—পিতঃ দুহিতার প্রাণ রক্ষা করুন!

সোলে। চন্দ্রসূর্য্য যার মুখ দে'খতে পায় না, সেই তুই—আমার কন্যা, আজ প্রকাশ্য স্থলে সহস্র আঁখির সম্মুখে! কালামুখি! লজ্জা সরম কি একেবারে বিসর্জ্জন দিয়েছিস্?

দুলারি। হাঁ পিতঃ! আর আমার লজ্জা নেই—আর আমার সরম্ নেই—এখন আমি আত্মহারা—এখন আমি উন্মত্তা! আমার প্রাণ ভিক্ষা দিন—বন্দীকে মুক্তিদান করুন!

সোলে। দুলারি! আমার উঁচু মাথা তুই এমনি ক'রে হেঁট ক'রলি! এখনও প্রাসাদে ফিরে যা!

দুলারি। ফিরে যাব! কোন্ প্রাণে পিতঃ! দেখুন—আপনার কন্যা আজ পাগলিনীর ন্যায় ছুটে এসেছে! আমি নতজানু, জোড় করে বন্দীর প্রাণ ভিক্ষা চাইছি! পিতঃ! এক বার আমার মুখের দিকে চা'ন, এক বার সেই স্নেহমাখা করুণ কটাক্ষ বর্ষণ

করুন, এক বার আমাকে আদর ক'রে বুকে টেনে নিন! আমি আপনার সেই দুলারি—আপনার বড় আদরের দুলারি—আপনার এক মাত্র কন্যা দুলারি! আমার এটি শেষ প্রার্থনা—গ্রাহ্য করুন!

সোলে। অসম্ভব! তুই আর আমার কন্যা নয়—কেউ নয়, তুই দূর হ'—আমি তোর মুখ দে'খতে চাই না!

দুলারি। তা'ই হ'বে পিতঃ! আমি দূর হ'ব, আর আপনি আমার মুখ দে'খতে পাবেন না! কিন্তু তা'র আগে আপনি বন্দীকে মুক্তিদান করুন।

সোলে। কখন না। ঘাতক! তোমার কার্য্য কর।

দুলারি। খপরদার ঘাতক! পিতঃ! যদি আপনার রক্তেরই প্রয়োজন হ'য়ে থাকে, আমায় বধ করুন, বন্দীকে ছেড়ে দিন। আমি জীবিত থা'কতে কার সাধ্য—রায়সাহেবকে বধ করে!

সোলে। বটে! তবে তাই হ'ক। কুলকলঙ্কিনী! আমি আজ সৈয়াদবংশের কলঙ্ক মুছে ফে'লব!

(অসি নিষ্কাসন এবং কালাচাঁদ কর্ত্তৃক বাদসাহের হস্তধারণ।)

কালা। স্থির হ'ন সম্রাট্! আমার সম্মুখে নারীহত্যা ক'রবেন না!

সোলে। কে তুই, কুক্কুর?

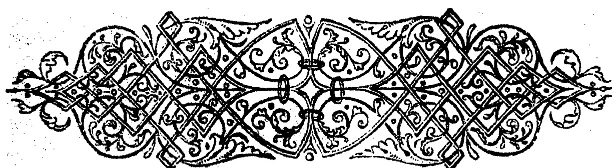
কালা। কে আমি? আমি আপনার দুহিতার স্বামী—আপনার জামাতা! প্রিয়তমে! আমায় ক্ষমা কর! এত প্রেম তোমার—এত রূপ তোমার—এত ভালবাসা তোমার! আমি আগে বু'ঝতে পারি নি! দয়া ক'রে এ অধমকে গ্রহণ কর!

দুলারি। পতি—পতি—প্রাণেশ্বর!

কালা। জনাবালি! আমি আপনার দুহিতাকে বিবাহ ক'রতে সম্মত!

সোলে। বৎস! আমায় ক্ষমা কর; ক্রোধে আমি হিতাহিত জ্ঞান হারিয়েছিলুম! আয় মা! আমি তোকে তোর মনোমত পাত্রে অর্পণ করি। এই বধ্যভূমি আজ বাসরভূমিতে পরিণত হ'ক!





তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

কক্ষ

দুলারি

(গীত)

মনকে নিয়ে দায় যে বড় হ'ল মোর।
যা' চেয়েছি তা'ই পেয়েছি, তবু কাটে না যে মনের ঘোর।
মনের নাই কোন বিচার, তা'র নাগাল পাওয়া ভার,
মেশে কোন্ অনন্তে দিগ্‌দিগন্তে, সুখের নিশি ক'রে ভোর।
মনের পাই না কোন ভাব, সে যে শুধু সৃজিছে অভাব,
সেই সুখী এই ধরাধামে, যা'র মনের উপর আছে জোর।

দুলারি। আমার ন্যায় ভাগ্যবতী কে? আমি মনের মত পতি-লাভ ক'রেছি। যা' কখন সম্ভব ব'লে মনে করি নি, আমার কপালে তা'ই হয়েছে। মনোমত পতি লাভ করা—তাঁর প্রেমে অধিকারিণী হওয়া—তাঁর আদরে আদরিণী হওয়া—কয় জন

নারীর ভাগ্যে ঘটে ! এততেও কিন্তু আমার প্রাণের ভিতর যেন কি একটা অভাব র'য়েছে ! উনি যেন সর্ব্বদাই বিষণ্ণ ! কি যেন দিবানিশি ভাবেন ! জিজ্ঞাসা ক'রলে মলিন মুখে শুষ্ক হাসি হে'সে বলেন 'কিছু না'। আমাকে বিবাহ ক'রে উনি কি অনুতপ্ত ? তা' যদি হয়, তা' হ'লে আমার মরণই শ্রেয় !

(মতিয়ার প্রবেশ।)

মতিয়া। কি গো ! একলাটি ব'সে কি হ'চ্ছে গো !

দুলারি। ভা'বছি।

মতিয়া। নাও কথা ! এখনও ভাবনা ! যা' চেয়েছিলে, যা'র জন্যে ম'রতে গিয়েছিলে—তা' পেয়েছ - নির্ব্বিবাদে ষোল আনা ভোগ ক'রছ, আবার ভাবনাটা কিসের হ'ল ?

দুলারি। মতিয়া ! উনি সর্ব্বদাই বিষণ্ণ থাকেন কেন ?

মতিয়া। বিষণ্ণ আবার কোন্ খানটায় দে'খলে ?

দুলারি। হ্যাঁ মতিয়া ! তুই দে'খতে পা'স না, কিন্তু আমি দে'খতে পাই। ওঁর বুকের উপর যেন কিসের একটা ভারী বোঝা চাপান রয়েছে। আমাকে বিবাহ ক'রে, ওঁর কি এখন অনুতাপ হ'য়েছে ?

মতিয়া। কি ব'ললে ? অনুতাপ হ'বে ! ওঁর কত কালের ভাগ্যি, তা'ই এমন স্ত্রী লাভ ক'রেছেন ! তুমি ত পেশোয়াজ ছেড়ে বাঙ্গালীর মেয়েদের মত কাপড় পরেছ, তবু যেন রূপ শত ধারে উথলে উ'ঠছে ! আচ্ছা সাজাদি। মাছ মাংস সব ত্যাগ ক'রলে কেন ? তুমি কি হিঁদু হ'বে নাকি, সাজাদি !

দুলারি। যো থাক্‌'লে হ'তুম। দেখ্ মতিয়া! স্ত্রী স্বামীর ছায়া মাত্র। উনি যখন সাত্ত্বিকাচারী, ওঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করাই কি আমার কর্ত্তব্য নয়? আচ্ছা, তুই ও সমস্ত ছা'ড়লি কেন?

মতিয়া। কি জানি—রোগটা বুঝি বা ছোঁয়াচে! শেষে কি আবার ম্লেচ্ছ ব'লে আমাকে বাড়ীতে ঢু'কতে দেবে না! তা'ই আগে হ'তেই সামলে নিচ্ছি। সাজাদি! সেই পাগলাটাকে সঙ্গে ক'রে রায় সাহেব অ'াসছেন।

(কালাচাঁদ ও বামাচরণের প্রবেশ।)

বামা। বাবা! চ'ললুম আমি।

কালা। কেন খুড়ো! আবার কি হ'ল?

বামা। ওই সেই ছুঁড়ীটে আছে!

কালা। থা'কলেই বা!

বামা। ও বেটী আমায় ভারী জ্বালাতন করে!

দুলারি। ঠাকুর! প্রণাম করি।

বামা। সাবিত্রী সমান হও, মা!

মতিয়া। ঠাকুরদা! পেন্নাম করি।

বামা। গোল্লায় যাও।

মতিয়া। আ মর্ বুড়ো! এক জনকে আশীর্ব্বাদ, আর আমার বেলায় গালাগাল!

বামা। যেমন দান, তেমনি দক্ষিণে। তুই আমায় টাট্টা ক'রে প্রণাম ক'রলি—তেমনি গালাগালি খেলি!

মতিয়া। মাইরি ঠাকুরদা! আমি তোমায় বড় ভালবাসি।

বামা। বল কি? আমার চৌদ্দ পুরুষের ভাগ্যি।

মতিয়া। হ্যাঁ ঠাকুরদা!

বামা। কি আশায় আমাকে তুই ভালবাসবি, ছুঁড়ি?

মতিয়া। তোমার ওই পাকা চুলের আশায়। সত্য ব'লছি—আমি তোমাকে এক ছিলুম তামাক নিজের হাতে সেজে খাওয়াব।

বামা। কালাচাঁদ! ছুঁড়ীকে তফাৎ কর। যদিও চুল শোণের নুড়ি হ'য়েছে, তবুও বাবা! বিশ্বাস নেই।

মতিয়া। ও কি কথা ব'লছ, ঠাকুরদা?

বামা। তুই বেটী! আমায় ঠাকুরদা ব'লিস কি সম্পর্কে?

মতিয়া। ঠাট্টার সম্পর্কে।

বামা। কালু! নিরেটাকে আ'নতে লোক পাঠা', নইলে এ বেটীর দেমাক আর কেউ ভা'ঙ্গতে পা'রবে না!

মতিয়া। আমি তোমাকে চাই, ঠাকুরদা! আর কা'কেও আমার মনে ধ'রবে না।

গীত।

তোমায় বড় ভালবাসি।
প্রাণ গ'লে যায় দেখে তোমার অদন্তের মধুর হাসি।
কি বাহার রূপুলি চুলে, নারীর মন যায় যে গ'লে,
(আবার) রসিকতায় প্রাণ কেড়ে নেয়, নিতুই নুতন দে'খতে আসি॥
তুমি আমার মনের মতন, ক'রব তোমায় কত যতন,
পাগল হ'য়ে তোমার প্রেমে প'রব আমি গলায় ফাঁসি॥

বামা। না! এ বেটী আমাকে সত্যি সত্যি পাগল ক'রলে দে'খছি!

কালা। খুড়ো! দেশে যাবে?

বামা। কেন? দিন কতক মাগীর ঝাঁটা বন্ধ আছে, তা'ই তোর আপশোষ হ'চ্ছে বুঝি! তা' তোর যদি আমার দুধ যোগাতে কষ্ট হয়—বল্ না কেন—আমি যে ধারে দু' চক্ষু যায়, চ'লে যাই!

কালা। আচ্ছা খুড়ো! দুধ কি তুমি বড়ই ভালবাস?

বামা। দুধ ছাড়া আর জগতে আছে কি রে—দুধ ছাড়া আর আছে কি? দুধই আমাদের দেশে অমৃত—স্বর্গের সুধা! তা'ই গাভী, স্বয়ং ভগবতী রূপে পূজ্যা।

কালা। কেন, দুধ ছাড়া আর কি কিছু খাবার জিনিস নেই? মাংস ত খুব বলকারক!

বামা। ছাই-কারক! সে আমাদের দেশে নয় রে মূর্খ—আমাদের দেশে নয়! এ জল বায়ুতে দুগ্ধই সর্ব্বোৎকৃষ্ট আহার। এই যে তুই লোহার শিকল ছিঁড়িস, নিরে বুনো মোষের শিং ধ'রে লড়াই দেয়,—এ দুধের জোরে রে হতভাগা! এই যে বাঙ্গালী আজ এক শ' বৎসরের উপর বাঁচে, এও জানিস—ওই দুধের জোরে!

কালা। তা' দুধ না থা'কলে খা'বে কি?

বামা। তা' বুঝেছি—তোমার সম্বন্ধীদের কল্যাণে কিছু কাল বাদে দেশে দুধ মেলা ভার হ'য়ে উ'ঠবে। তখন আর কালাচাঁদও হ'বে না, নিরঞ্জনও হ'বে না! তখন বাঙ্গালী অল্পায়ু, দুর্ব্বল জগতের ঘৃণ্য হ'য়ে দাঁড়াবে!

কালা। যা'ক, ও সব কথা ছেড়ে দাও। এক খানি মা'র নাম কর। দুলালি তোমার মুখে মা'র নাম শু'নতে বড় ভালবাসে।

বামা। ও ছুঁড়ীটাকে তফাৎ কর!

দুলারি। না ঠাকুর! ও চুপ ক'রে থা'কবে।

বামা। আচ্ছা মা! তা'ই হ'ক।

গীত।

যে ক'টা দিন আছে বাকি, যেন এম্নি ক'রে কেটে যায়।
হ'ল দিন আখেরি, নাই ক দেরী, ভু'লনা খেলা ধূলায়॥
শুধু কর্ম্মদোষে ভু'গে মরি, হিসাব তার যে দিতে নারি,
কর্ম্মফলে যেন গো মা! আনিস্‌নি আর এ ধরায়॥
যেমনি নাচাও তেম্নি নাচি, চরণ ধ'রে প'ড়ে আছি,
পেলে তোরে রাখি ধ'রে, ধরা কি তোর পাওয়া যায়॥
আমি নাছোড়বান্দা, ছাড়ব না পা, দেখি মায়ের প্রাণে কত সয়॥

দুলারি। ঠাকুর—ঠাকুর! একটু পায়ের ধূলো দিন্!

মতিয়া। ঠাকুর! আমার প্রাণ যে গলিয়ে দিলে।

বামা। ন্যাকাম পেয়েছিস্, বটে!

মতিয়া। না ঠাকুর! এমন ভক্তি ভরে ডাক আমি আর কখনও শুনি নি। না জানি—তোমাদের মা কেমন!

বামা। মা আবার আমাদের কি রে বেটী—মা জগতের মা—সকলের মা—তোরও মা!

মতিয়া। আমি যে যবনী, ঠাকুর!

বামা। তাঁ'র কাছে হিন্দু যবন নেই—বামুণ শূদ্র নেই—ধনী নির্ধন নেই! সে বেটী সকলকেই সমান ভাবে—সকলকেই সমান চক্ষে দেখে!

মতিয়া। ঠাকুর! তুমি কে?

বামা। তোর বাবা!

(স্বর্ণ থালে পত্র লইয়া জনৈক খোজার প্রবেশ এবং কালাচাঁদকে প্রদান।)

কালা। (পত্র পাঠান্তে) আঃ বাঁ'চলুম! তুলারি! বড় সুসংবাদ! আজ আমার বুকের বোঝা নে'মে গেল! আমাদের বিবাহে মাতাঠাকুরাণী সন্তোষ জ্ঞাপন ক'রেছেন। কিন্তু সর—থা'ক সে কথা!

তুলারি। কি—কি—প্রিয়তম?

কালা। আমাকে এখনি দেশে যে'তে হ'বে। মাতৃ-আজ্ঞা—আমি এখনি যাব।

তুলারি। উত্তম! আমারও অনেক দিন থেকে মাতৃদেবীর চরণ বন্দনা ক'রবার এবং দিদিকে আলিঙ্গন ক'রবার বাসনা ছিল, কিন্তু সাহস ক'রে সে প্রার্থনা ক'রতে পারি নি!

কালা। না তুলারি! এখন তোমার যাওয়া হ'বে না। এর পর তোমাকে নিয়ে যাব।

তুলারি। তোমার আজ্ঞা অবহেলা করবার সাধ্য আমার নেই।

কালা। আজ্ঞা নয়—প্রিয়তমে! আমার অনুরোধ!

তুলারি। কত দিনে ফি'রবে?

কালা। আমি শীঘ্র ফিরে আ'সব—বড় জোর এক সপ্তাহ।

তুলারি। এক সপ্তাহ! উঃ সে কত দিন!

কালা। খুড়ো! তুমি আমার সঙ্গে যাবে?

বামা। আর অতটা নেওটাপনা নাই বা ক'রলে! তোমার সক হ'য়ে থাকে, তুমি যাও। আমি আমার এই মা'র কাছে থা'কব।

কালা। চল তুলারি! আমার যাত্রার উদ্যোগ ক'রে দেবে।

দ্বিতীয় দৃশ্য

অলিন্দ

সরমা ও নিরঞ্জন।

সরমা। আচ্ছা ঠাকুরপো! তুমি কি চিরকালই ভীষ্মদেব হ'য়ে থা'কবে?

নির। ক্ষতি কি?

সরমা। না ঠাকুরপো! বে কর।

নির। বে ক'রে কি হ'বে?

সরমা। বে ক'রে আবার কি হয়!—ঘর সংসার ক'রবে!

নির। যা পৈতৃক ঘর আছে, তাই বজায় রা'খতে পা'রলে বাঁচি, আর সংসারে কায নেই!

সরমা। ছি ছি ঠাকুরপো! কি ব'লছ? একটি টুকটুকে ক'নে নিয়ে এস, আমরা দেখে চ'খ জুড়ুই!

নির। আর তিনি আমাকে নাকে দড়ি দিয়ে ঘানি গাছে ঘোরান, আমাকে সঙ সাজিয়ে বাঁদর নাচান,—দেখে তুমি কৃতার্থ হও কেমন?

সরমা। ও কি কথা।

নির। ওই কথা! তোমাদের জাতির এমন একটা জন্মান্তরীণ স্বাভাবিক শক্তি আছে, যে যত বড় বীর পুরুষই হ'ন না কেন, যত বড় গোঁয়ার গোবিন্দ কাটখোট্টাই হ'ন না কেন, তোমাদের পাল্লায় সকলেরি দফা রফা।

সরমা। কেন—আমরা কি কুহক জানি না কি!

নিরু। কুহক কি বউ দিদি! সে ত তুচ্ছ কথা, তার ত কাটান মন্ত্র আছে; কিন্তু এ গোলক ধাঁধার ভিতর থেকে যে আর বে'রবার উপায় নেই! তা'র ক'রছ কি?

সরমা। তা' যা'ই বল, বে ক'রতেই হ'বে।

নিরু। তার পর যখন দু'দিন অন্তর ট্যাঁ ট্যাঁ আওয়াজে আমার জীর্ণ বাটী মুখরিত হ'তে থা'কবে, তখন ম্যাও ধ'রবে কে? নিজেরই পেটে অন্ন জোটে কোথা থেকে তার ঠিক নেই, তার পর আর গোটা কতক প্রাণীকে আমার দারিদ্রের অংশ-ভাগী ক'রতে পৃথিবীতে এনে, আর পাপের বোঝা বাড়াই কেন বল!

সরমা। ও কি কথা! তা ব'লে বংশরক্ষা ক'রবে না?

নিরু। এই বংশরক্ষাই আমাদের সর্ব্বনাশ ক'রেছে, আরও কি সর্ব্বনাশ ক'রবে তা বিধাতাই জানেন! এই বংশরক্ষাই জাতীয় দারিদ্র্য আনয়ন করে—এই বংশরক্ষাই মানুষকে উদ্যমহীন, স্বার্থপর ও কাপুরুষ করে—এই বংশ রক্ষাই জাতিকে অল্পায়ু করে!

সরমা। তা' ব'লে—পিতৃপুরুষেরা জলগণ্ডুষ পা'বেন না?

নিরু। যে পিতৃপুরুষেরা অযত্নপালিত, অশিক্ষিত, অর্দ্ধভোজী, দারিদ্রপীড়িত, উৎসাহহীন, পরপদলেহী, কাপুরুষ সন্তান-দিগের নিকট জলগণ্ডুষের প্রত্যাশা রাখেন, তাঁ'রা শুষ্ককণ্ঠে দিনযাপন ক'রলেও জাতীর কোন ক্ষতি হ'বে না!

সরমা। আমি অত শত বুঝি না! আমি তোমার বে দেবই। বোস—তার ঘটকালি ক'রছি!

নির। এ ব্যবসা কত দিন ধ'রলে ?

সরমা। সম্প্রতি ! এমন ক'নে তোমায় দেব, যে তুমি বড় লোক হ'য়ে যা'বে ! তা' হ'লে ত আর আপত্ত হ'বে না ?

নির। পাঁটী বেচাই শুনেছিলুম, তুমি কি পাঁটা বেচা স্থরু ক'রবে না কি ?

সরমা। তা' যা'ই বল !

নির। মাগের প্রয়সায় বড় মানুষ হওয়া, বড় যে সে পুণ্যের কথা নয় ! তা' পাত্রীটি স্থির করা হ'ল কোথায় ?

সরমা। ঠাকুরপোর যে আর ত্বরা সয় না দে'খছি ?

নির। কি করি বল ! তোমার কথায় যে আমি বে'সামাল গোছ হ'য়ে প'ড়ছি।

সরমা। তোমার দাদা এলেই আমি সব ঠিক ক'রে দিচ্ছি। তাঁর নবীনা শালীটালী কেউ না কেউ আছেন ত ? এ চেহারা দে'খলেই ঘু'রে প'ড়বে তা'র ভাবনা কি ?

নির। "আন মাগীর আন চিন্তে—আর দো মাগীর কিসের চিন্তে" যে বলে—তোমার তাই ! তা' বউ দিদি ! ঢেঁকিশাল দিয়ে কটক যাবার দরকার কি ছিল ?

সরমা। সে আবার কি !

নির। দিন রাত যা' ভা'বছ, সোজা কথায় ব'ললেই হ'ত ! আমার বে দেবার ভণিতায় আর কি দরকার ছিল ?

সরমা। কি ব'লছ তুমি ?

নির। এক রকম যন্ত্র আছে, তা'র কাঁটা তুমি যে দিকেই ফিরিয়ে দাও না কেন, সেটা ঠিক উত্তর মুখো হ'বেই হ'বে, সেই রকম তুমি যতই আবোল তাবোল বকনা কেন মনটি তোমার

কালাচাঁদের এই অভাবনীয়, অচিন্তনীয় বিয়ের কথাই ভা'বছে!

সরমা। পোড়া কপাল! আমি তা' ভা'বতে গেলুম কেন?

নির। সে কথা আমাকে জিজ্ঞাসা না ক'রে, তোমার মনকে জিজ্ঞাসা কর না কেন, বউ দিদি!

সরমা। দূর পাগল!

নির। পাগল আমি নই—পাগল তুমি? বউ দিদি! ইদানীং তোমার চেহারা আরসিতে দে'খেছ কি?

সরমা। আরসি আমি আছ্‌ড়ে ভেঙ্গে ফে'লেছি। চেহারা!—চেহারা গোল্লায় যা'ক!

নির। তুমি দিন রাত ভাবছ—এ আমার হ'ল কি! ভা'বছ—আমি মরি না কেন! ভা'বছ—সে এলে তা'কে কি ব'লবে!

সরমা। ঠাকুরপো! ঠাকুরপো!!

নির। ছি বউ দিদি! কেঁ'দ না—চুপ কর!

সরমা। পূর্ব্ব জন্মে আমি কি পাপ ক'রেছিলুম, ঠাকুরপো!

নির। ছি বউ দি'! হৃদয়ের এরূপ দুর্ব্বলতা, আমি তোমার নিকট কখনও প্রত্যাশা করি নি! ওই যে—কালাচাঁদ এসেছে!

সর। এ্যাঁ!

নির। বউ দি'—বউ দি'—

সরমা। আমি আর কাঁ'দছিনি ঠাকুরপো! আর আমি কাঁ'দছি নি।

(কালাচাঁদ ও দুর্গাবতীর প্রবেশ।)

কালা। নিরঞ্জন!—নিরঞ্জন!—ভাই! তুই কি আমায় ত্যাগ ক'রবি?

নির। তোমায় ত্যাগ ক'রব, কালাচাঁদ! তা' হ'লে পৃথিবীতে কি নিয়ে থা'কব ভাই?

কালা। ভাই! সব শু'নেছ?

দুর্গা। বাবা! আমরা সব শু'নেছি, তোমার কোন দোষ নাই। তুমি কর্ত্তব্য কর্ম্মই ক'রেছ।

কালা। মা! তোমার কথায় আমি নব জীবন লাভ ক'রছি, এত দিন আমি জীবন্মৃত ছিলুম! এখন আদেশ কর, মা! আমি কি ক'রব?

দুর্গা। বাবা! আমরা যদিও সব বু'ঝতে পে'রেছি, কিন্তু সমাজ ত বু'ঝবে না! আমাদের একঘরে হ'তে হ'য়েছে! গ্রামে শুধু আমাদেরই কথাই জটলা হ'চ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে নিরুকেও জাতে ঠে'লেছে!

কালা। সে কি! নিরঞ্জনের অপরাধ কি?

নির। আমি তোমার হ'য়ে দু'টো কথা ব'লেছিলুম। ব্যাস, পরাশর, ভীমসেন প্রভৃতির দোহাই দিয়ে, অসবর্ণ বিবাহ যে হিন্দুদিগের মধ্যে প্রচলিত ছিল, এই কথার অবতারণা ক'রেছিলুম, বাপ্পা রাওয়ের যবনী বিবাহের কথাও ভুলি নি।

কালা। এই অপরাধে?

নির। এই অপরাধে অভিসম্পাত—অজস্র গালি বর্ষণ—পরে একঘরে হওন!

কালা। আশ্চর্য্য!

নির। আশ্চর্য্য কিছুই নয়, কালাচাঁদ! আমাদের অধঃপতনেই হিন্দুর আজ এই দশা! ব্রাহ্মণ যদি পূর্ব্বের ন্যায় ধর্ম্মনিষ্ঠ, শাস্ত্রজ্ঞ, নিষ্ঠাবান, নির্লোভ ও জিতেন্দ্রিয় থা'কতেন, তা' হ'লে

অপর জাতীর সাধ্য কি, যে তা'রা কদাচারী হয়! তা হ'লে আফগানের সাধ্য কি যে সিন্ধুনদ পার হয়!

দুর্গা। ও সব কথা এখন ছেড়ে দাও, বাবা! আমরা সমাজে বাস করি, সুতরাং সমাজের আদেশ পালন ক'রতে আমরা বাধ্য!

কালা। আমাকে কি ক'রতে হ'বে—তুমি আজ্ঞা কর মা!

দুর্গা। বাবা! আমার ইচ্ছা, তুমি অগ্রে রীতিমত প্রায়শ্চিত্ত কর,—তার পর শ্রীক্ষেত্রে গমন ক'রে, জগন্নাথ দেবের প্রত্যাদেশ লাভ কর।

কালা। মা! তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হ'বে—তোমার আদেশ আমার শিরোধার্য্য!

দুর্গা। বৎস! পরম পরিতুষ্ট হ'লেম। বাবা নিরঞ্জন! এস—তোমার সঙ্গে এ বিষয়ে পরামর্শ করি গে।

[নিরঞ্জন ও দুর্গাবতীর প্রস্থান।

কালা। সরমা!—সরমা! এ অধমকে কি ক্ষমা ক'রবে?

সর। প্রিয়তম! নাথ! ইষ্টদেব। এ কি কথা ব'লছ? আমি যে তোমার পদসেবার দাসী মাত্র!

কালা। আমি কি ক'রলুম, প্রিয়তমে!

সরমা। তুমি উচিত কর্ম্মই ক'রেছ!

কালা। প্রাণ যাওয়াও যে ছিল ভাল, সরমা! শেষে যবনী বিবাহ ক'রলুম!

সরমা। যবনী! কে ব'ললে সে যবনী? সে শাপভ্রষ্টা দেবী। নইলে তোমার প্রেম লাভ করে!

কালা। সরমা! তোমার হৃদয় এত উচ্চ!

সরমা। আমি আর কিছু বুঝি না।—শুধু এই টুকু বুঝি, সে রূপবতী—সে গুণবতী—সে ভাগ্যবতী! তার প্রেমের তুলনা নাই! তোমার জন্য সে নিজের প্রাণ বিসর্জ্জন ক'রতে গিয়েছিল! ধন্য ধন্য যবনি! আমি তোমার পদ সেবারও যোগ্যা নই।

কালা। কি কথা ব'লছ সরমা!

সরমা। আমি ঠিক কথা ব'লছি! মূর্খ নারী আমি, শাস্ত্র জানি না—কিছু জানি না, তবে আজন্মার্জ্জিত স্বাভাবিক জ্ঞানে এই টুকু জানি, জগতে যা তোমার প্রিয়—তা' আমার প্রিয় হ'তেও প্রিয়তর, যা' তোমার ঘৃণ্য, তা' আমারও ঘৃণ্য! আমি যবনকে ঘৃণা করি—কেন তা' জানি না, কিন্তু অন্তরের সহিত ঘৃণা করি তা'দের ছায়া স্পর্শ করাকেও আমি পাপ ব'লে মনে করি, কিন্তু এ যবনী নিজ প্রাণ তুচ্ছ ক'রে তোমার প্রাণ বাঁচিয়েছে, তোমাকে ভালবেসেছে, তোমার ভালবাসা পেয়েছে—এ আমার পূজ্যা—এ আমার ইষ্টদেবী—এ আমার ধ্যানের জিনিষ—এ আমার আদর্শ!

কালা। সরমা! সে রূপবতী, গুণবতী সন্দেহ নাই, তা'র প্রেমও খুব গভীর সত্য, কিন্তু তোমাদের উভয়ের মধ্যে একটা বিশেষ পার্থক্য দে'খতে পাই। দুলারির প্রেম বর্ষাকালের মহানন্দার ন্যায় দু'কুল ভাসিয়ে চ'লে যায়—তোমার প্রেম ধীর, স্থির, নির্ম্মল জাহ্নবীর ন্যায় তর তর ক'রে ব'হে যায়—দুলারির রূপ দিবাকরের প্রফুল্ল কিরণের ন্যায় উজ্জ্বল—তোমার রূপ বড় মধুর বিধুর রজত ধারা! দুলারি-প্রস্ফুটিত গোলাপ—তুমি আধ বিকসিত যূথিকা!

সরমা। ও সব কথা ছেড়ে দাও। সে ভাগ্যবতীকে কি এক বার আমি দেখ্‌তে পাই না?

কালা। সরমা! বল, তুমি আমাকে ঘৃণা ক'রবে না?

সরমা। তোমাকে ঘৃণা ক'রব! সে দিন যেন সরমার মৃত্যু হয়, সে দিন যেন সরমার নাম পর্য্যন্ত এ পৃথিবী থেকে লুপ্ত হয়!

কালা। তা' নয়—ব'লছি—ব'লছি—

সরমা। সতিনীর জন্যে? আমি হিন্দু নারী, তোমার সঙ্গে আমার সম্বন্ধ ত দৈহিক নয়—শুধু ইহ জীবনের নয়! পরকালেও আমাদের সম্বন্ধ অটুট থা'কবে। সেখানে তোমার পার্শ্বে স্থান আমারই, যবনীর নয়!

কালা। সরমা—সরমা!

তৃতীয় দৃশ্য

প্রাসাদস্থ কক্ষ

মুকুন্দদেব ও আনন্দরাম।

মুকুন্দ। নারায়ণ! পুরুষোত্তম!

আনন্দ। আহা মহারাজ! পুরুষোত্তমই বটে। কিযে পুরুষ—আর কিযে উত্তম! আমি কিন্তু মহারাজ! আপনাকেই ওই পুরুষোত্তম ব'লে জানি।

মুকুন্দ। ছিঃ ছিঃ—অমন কথা ব'ল না, আনন্দ! ওতে পাপ হয়। আমি নরাধম কীটাণুকীট, আর তিনি অগতির গতি দয়াময়!

আনন্দ। আহা তা'ই বটে! কিন্তু আমরা আপনাকেই অগতির গতি—আপনাকেই দয়াময় ব'লে জানি!

মুকুন্দ। দিন যে গেল, আনন্দ!

আনন্দ। এ্যাঁ—দিন গেল! দূর ছাই, আমার আবার চ'খের দোষ হ'য়েছে! আমার মনে হ'চ্ছে, বুঝি এখনও রোদ চড়্‌-চড়্‌ ক'রছে!

মুকুন্দ। তা' নয়, আনন্দ! ভব-খেলা ত সাঙ্গ হ'য়ে এল!

আনন্দ। আজ্ঞে—এর মধ্যে খেলা সাঙ্গ হ'বে কেন? আপনার কিসের বয়স? খেলাধূলোর সময়ই ত এই!

মুকুন্দ। তা' নয় মূর্খ! ভবখেলা – জীবলীলা।

আনন্দ। আজ্ঞে লীলা খেলা ত অনেক ক'রেছেন আর এখনও ক'রছেন!

মুকুন্দ। তাঁ'কে ত কই পেলুম না!

আনন্দ। কা'র কথা মনে ক'রছেন? আমায় ইসারায় একটু বলুন না—দাস এখনই তা'কে হাজির ক'রে দেবে।

মুকুন্দ। এ সব তত্ত্বকথা, আনন্দ! তুমি বু'ঝতে পা'রবে না।

আনন্দ। সে কি কথা, মহারাজ! আপনার কাছে দিন রাত্রি আছি, তত্ত্বকথা শু'নছি,আর আমি বু'ঝব না! হুকুম করেন—আপনার ধর্ম্মসঙ্গিনীদের ডাকি। তা'দের কলকণ্ঠে ভক্তিরস এসে বৈতরণী হ'য়ে বহে যা'ক! ওগো কুমারীরা! এক বার এস। আমাদের ভক্তির ফোয়ারা গোমুখী হ'য়ে ছুটিয়ে দাও। নশ্বর জীবনে কিছুই কিছু নয়, তোমরাই সব!

(কুমারীগণের প্রবেশ।)

নাও ধর! "শেষের সে দিন" গোছ এক খানা চটক্‌দার তেড়ে ফুড়ে ধর দেখি!

মুকুন্দ। নারায়ণ! পুরুষোত্তম হে! পার কর দয়াময়!

কুমারীগণ। (গীত)

মা কুরু ধন-জন-যৌবন-গর্ব্বং, হরতি নিমেষাৎ কালঃ সর্ব্বং।
মায়াময়-মিদ-মখিলং হিত্বা, ব্রহ্মপদং প্রবিশাশু বিদিত্বা॥
কা তব কান্তা কস্তে পুত্রঃ, সংসারোঽয়-মতীব বিচিত্রঃ।
কস্ত্বং বা কুত আয়াতঃ, তত্ত্বং চিন্তয় তদিদং ভ্রাতঃ॥
অঙ্গং গলিতং পলিতং মুণ্ডং দন্তবিহীনং জাতং তুণ্ডং।
করধৃত-কম্পিত-শোভিত-দণ্ডং, তদপি ন মুঞ্চত্যাশাভাণ্ডং.
কামং ক্রোধং লোভং মোহং, ত্যক্ত্বাত্মানং পশ্যতি কোঽহং।
আত্মজ্ঞান-বিহীনা মূঢ়াঃ, তে পচ্যন্তে নরক-নিগূঢ়াঃ

(জনৈক প্রহরীর প্রবেশ।)

প্রহরী। মহারাজ! কোটাল সবিনয়ে দর্শন কামনা করেন.

আনন্দ। বল গে—এখন দেখা আর সাক্ষাতের অবসর নেই। মহারাজ এখন ধর্ম্মকর্ম্মে ব্যাপৃত!

প্রহরী। বিশেষ প্রয়োজন! মহারাজ!

আনন্দ। ভ্যালা গ্রহ! প্রয়োজন পরে হ'বে।

প্রহরী। সঙ্গে এক বঙ্গদেশীয় বন্দী।

আনন্দ। বন্দী থাকে, কারাগারে রা'খতে বল। এখানে কেন?

মুকুন্দ। মধুসূদন! নারায়ণ! পুরুষোত্তম!

প্রহরী। কি আদেশ, ধর্ম্মাবতার?

আনন্দ। ওরে! তোর গুষ্টির পায়ে পড়ি, এখন স'রে যা বাবা!

প্রহরী। মহারাজ! রাজনৈতিক ব্যাপার।

মুকুন্দ। রাজনৈতিক ব্যাপার! নারায়ণ! আনন্দ! ধর্ম্ম সঙ্গিনী-দের বিদায়।

আনন্দ। ও সব বাজে কথা, মহারাজ! ওদিকে আপনি কাণ দেবেন না। দিন ত যায়, আর একটু তাঁ'র নাম—

মুকুন্দ। ওদের বিদায় দাও।

আনন্দ। হা তোর কোটাল রে! তো বেটার কি সময় অসময় জ্ঞান নেই! বেটা অনামুখো—কোথা থেকে এসে সব মাটি ক'রলে গা!

মুকুন্দ। তোমরা এক্ষণে বিদায় লাভ কর।

আনন্দ। ওগো! তোমরা একেবারে আঁধার ক'রে যেও না। পাশের ঘরে থে'ক। অনামুখো বেটা বিদায় হ'লেই ডা'কছি। যাও—আর কি—কোটালচন্দরকে আন। তা'র গুম্ফরাজী দর্শনেই পরিতৃপ্ত হওয়া যা'ক্!

[প্রহরীর প্রস্থান।

হা রে অদৃষ্ট!

কোটাল। মহারাজের জয় হ'ক।

আনন্দ। বন্দী সঙ্গে ক'রে মহারাজের ধর্ম্মকর্ম্মে ব্যাঘাত দিতে এলে কেন, বাপু?

মুকুন্দ। কে ও বন্দী?

কোটাল। এ ব্যক্তি পুরুষোত্তমের প্রত্যাদেশ লাভ ক'রবার ছলে আজ তিন দিন নাট্যমন্দিরে হত্যা দি'য়েছে।

আনন্দ। তা তুমি বন্দী কর কেন? তোমার পূজার কি কিছু কসুর হ'য়েছিল?

কোটাল। এ ব্যক্তি গুপ্তচর।

আনন্দ। বাপু! তুমি অতি আহাম্মুখ! এঁর পূজো আগে দিলে তোমায় আর এ ভোগটা ভু'গতে হ'ত না!

মুকুন্দ। গুপ্তচর! কার?

কোটাল। গৌড় বাদসা সোলেমানের।

মুকুন্দ। প্রমাণ কি?

কোটাল। এ ব্যক্তি মুসলমান।

আনন্দ। লোকে রাতকাণা হয় জা'নতুম, কিন্তু তুমি কি বাপু দিন কাণা? এর কোন পুরুষে মুসলমান নয়! এ'ত বাঙ্গালী হিন্দু!

কোটাল। ছদ্মবেশ মাত্র!

মুকুন্দ। সে কি?

কোটাল। এ ব্যক্তি গৌড় বাদসাহের জামাতা।

মুকুন্দ। এঁ্যা—বল কি!

কোটাল। দাস যথার্থ নিবেদন ক'রছে।

মুকুন্দ। বন্দি! এ সমস্ত অভিযোগ কি সত্য?

কালাচাঁদ। অধিকাংশই মিথ্যা।

মুকুন্দ। তুমি গুপ্তচর?

কালা। না।

মুকুন্দ। তুমি মুসলমান?

কালাচাঁদ। না।

মুকুন্দ। তুমি সোলেমানের জামাতা?

কালা। হাঁ মহারাজ! আমি তাঁ'র কন্যাকে বিবাহ ক'রেছি।

মুকুন্দ। তবে তুমি মুসলমান নও কিরূপে?

কালা। তবু আমি মুসলমান নই—আমি হিন্দু, ব্রাহ্মণ।

আনন্দ। ছোক্‌রা! তুমি আমাকে তাজ্জব ক'রলে! কাঁঠালের আমসত্ব শুনেছিলুম—তুমি আজ দেখিয়ে দিলে! মুসলমানের জামাতা শুধু হিন্দু নন—ব্রাহ্মণ!

মুকুন্দ। যুবক! তুমি কি বাতুল?

কালা। আমি সত্য কথা ব'লেছি, মহারাজ!

মুকুন্দ। তুমি যবনীজায়া গ্রহণ ক'রে পুরুষোত্তমের মন্দির অপবিত্র ক'রলে কেন?

কালা। আমি যথা রীতি প্রায়শ্চিত্ত ক'রে, পুরুষোত্তমের প্রত্যাদেশ লাভ ক'রতে এসেছি!

মুকুন্দ। যবন সোলেমানের শ্যেন দৃষ্টি বহু দিন হ'তে উড়িষ্যার উপর নিপতিত। পাপিষ্ঠ দুই বার আমার সহিত যুদ্ধে পরাজিত হ'য়েছে। এক্ষণে নীচ কৌশলে স্বার্থসিদ্ধি তা'র অভিপ্রায়। তুমি নিশ্চয়ই গুপ্তচর! গুপ্তচরের দণ্ড গ্রহণে তুমি প্রস্তুত হও।

কালা। আপনার বিচার আমার শিরোধার্য্য, কিন্তু একটি ভিক্ষা আমাকে প্রদান করুন। আমাকে অগ্রে জগন্নাথ দেবের প্রত্যাদেশ নিতে দিন। তার পর যে দণ্ড ইচ্ছা—আপনি আমাকে প্রদান ক'রবেন।

মুকুন্দ। আমাকে এত দূর নির্ব্বোধ মনে ক'রছ কেন, যুবক? যদি আমি এতটা মূর্খ হ'তেম, তা' হ'লে এত দিন উৎকলের স্বাধীনতা রক্ষা ক'রতে সক্ষম হ'তেম না। তা হ'লে গৌড় বাদসা বার বার আমার নিকট পরাভূত হ'তেন না। কোটাল! নিয়ে যাও।

কালা। মহারাজ! আপনি ধার্ম্মিক—আপনি হিন্দুর আদর্শ—আপনিই হিন্দুর এক মাত্র আশা দীপ। আপনি ত হিন্দুর প্রাণের ব্যথা বুঝেন! বড় আশা ক'রে বহু দূর থেকে ছুটে এসেছি। আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত ক'রতে এসেছি। আমায় দয়া করুন—আমায় প্রত্যাদেশ লাভ ক'রতে দিন। তা'র পর আপনার যে দণ্ড ইচ্ছা—দেবেন। মহারাজ! হিন্দু হ'য়ে হিন্দুর ধর্ম্মকার্য্যে ব্যাঘাত দেবেন না!

মুকুন্দ। যে যবনী বিবাহ ক'রেছে, তা'কে আমি যবন ভিন্ন অন্য কিছুই মনে করি না।

কালা। হ'তে পারে। কিন্তু যিনি সৃষ্টিস্থিতি প্রলয় করেন, যিনি সর্ব্ব জীবের সৃষ্টি ও পালন কর্ত্তা, সেই প্রত্যক্ষ ভগবান নারায়ণের কাছে হিন্দু যবনে ত প্রভেদ নেই, মহারাজ!

মুকুন্দ। এ বাচালতার স্থান নয়, যুবক! তোমার ছলনা এখানে কার্য্যকরী হ'বে না।

কালা। মহারাজ! এখনও আমার প্রার্থনা গ্রাহ্য করুন।

আনন্দ। এ ত বাপু, তোমার বেজায় আবদার দে'খছি! এক ত আমাদের সব ভণ্ডুল ক'রলে,—আর ল্যাঠা জড়াও কেন? যাও—লক্ষ্মী ছেলের মত কারাগার আলো কর গে।

কালা। মহারাজ! আদেশ করুন।

মুকুন্দ। কোটাল! বন্দীকে অন্ধকূপে নিক্ষেপ কর।

(সৈন্যগণের কালাচাঁদকে ধারণে উদ্যোগ।)

কালা। সাবধান, ফেরুপাল!

(কালাচাঁদ কর্ত্তৃক সৈন্যগণকে ধাক্কা প্রদান ও তাহাদের পতন।)

শোন, মুকুন্দদেব ! তোমার সৈন্যগণের সাধ্য নাই, যে আমাকে বন্দী করে। আমি চ'ললুম। এ বার দে'খব নারায়ণ আমায় দয়া করেন কি না। যদি না করেন—

মুকুন্দ। অকর্ম্মণ্য-ভীরু ! দে'খছ কি ? বন্দী কর !

আনন্দ। তাই ত কোটালচন্দর ! বন্দী কর না !

কালা। শোন, মুকুন্দদেব ! তোমার নিষ্ঠুর ব্যবহারে—তোমাদের সঙ্কীর্ণতায়—আমার ধর্ম্মবন্ধন শিথিল ক'র না ! আমাকে ধর্ম্ম পরিত্যাগে বাধ্য ক'র না। তোমার সর্ব্বনাশ—তোমার দেশের সর্ব্বনাশ—হিন্দুজাতির সর্ব্বনাশকে সমাদরে আহ্বান ক'র না ! আমি অনেক সয়েছি, এখনও সহ্য ক'রছি। কিন্তু সহের একটা সীমা আছে। আমি চ'ললুম—পুরুষোত্তমের পদপ্রান্তে এই শেষ বার লুটিয়ে প'ড়তে চ'ললুম ! যদি না তিনি কৃপা করেন, যদি না তিনি আমাকে চরণে স্থান দেন, তা' হ'লে আমার ভবিষ্যৎ—তোমার ভবিষ্যৎ—হিন্দুর ভবিষ্যৎ অতি ভয়ঙ্কর !

আনন্দ। কি হে বাপু কোটালচন্দর ! বেড়ে সঙের মত দাঁড়িয়ে র'ইলে ত !

মুকুন্দ। শোন, কোটাল ! যত ইচ্ছা সৈন্য নাও, ওকে বন্দী কর—সমুদ্রে নিক্ষেপ কর—আগুনে পোড়াও—প্রাণে বধ কর ! আমার আদেশ—এখনি পালন কর ! নইলে তোমার প্রাণদণ্ড নিশ্চিত !

কোটাল। যথাদেশ।

[প্রস্থান।

আনন্দ। ধর্ম্মসঙ্গিনীগণকে আহ্বান ক'রব কি ?

মুকুন্দ। তুমি দূর হও!

[প্রস্থান।

আনন্দ। হায় রে বরাত! ওগো—ওগো—এ দিকে এস।
একখানা বাংলা লপেটি গোছ ধর দেখি—শুনে প্রাণটা
ঠাণ্ডা করি!

গীত।

আর একা থাকা ভার হ'ল।
এমনি ক'রে আশার আশে, জনমটা যে ব'য়ে গেল ॥
ফোটে ফুল বিজন বিপিনে ঝ'রে যায় শুকিয়ে চেয়ে আকাশের পানে,
যদি কেউ আদর ক'রে বুকে ধরে, তবেই ফোটা সার হ'ল ॥
মণি থাকে আঁধার খনিতে, তা'র কদর বাড়ে এলে মহীতে,
নয় ত যুগ কে'টে যায়, কে দেখে তা'য়, তারে যতন কেবা ক'রে বল ॥

চতুর্থ দৃশ্য

জগন্নাথদেবের নাট্যমন্দির

কালাচাঁদ।

কালা। দেব! তুমি না বাঞ্ছাকল্পতরু! তুমি না ভক্তের মনোবাঞ্ছা
পূর্ণ কর! আজ যে আমি তিন দিন নিরম্বু অবস্থায় তোমার
দ্বারে প'ড়ে আছি! দয়া কর দেব—দয়া কর! তুমি ত অন্ত-
র্য্যামী—তুমি ত আমার মনের কথা সব জান! আমি বড়

বিপাকে প'ড়েছি—আমার প্রতি মুখ তুলে চাও। আমার জীবন সরমাময়! সরমা আমার ধ্যান—সরমা আমার জ্ঞান—সরমা আমার সর্ব্বস্ব—সরমা আমার জীবনের ধ্রুবতারা! কিন্তু আমি দুলারিকেও পরিত্যাগ ক'রতে পা'রব না। দুলারির রূপ—দুলারির গুণ—দুলারির প্রেম—দুলারির জ্বলন্ত আত্ম-ত্যাগ—আমার মর্ম্মে মর্ম্মে ক্ষোদিত আছে! দয়াময়! আমার দু'দিক রক্ষা কর—আমাকে দয়া কর! আজ যদি আমাকে দয়া না কর, তোমার পদতলে আমি হৃৎপিণ্ড ছিঁড়ে ফে'লব। দয়াময়! পুরুষোত্তম!! জগন্নাথ!!!

[শয়ন।

(কোটাল ও সৈন্যগণের প্রবেশ এবং কালাচাঁদকে বন্দী করণ ও প্রহার।)

কোটাল। আর জগন্নাথে কায নেই—এখনি তোমার প্রাণ যাবে!

কালা। যায় যাবে, কিন্তু আমায় আগে প্রত্যাদেশ নিতে দাও।

কোটাল। ন্যাকামো পে'য়েছ, বটে! মহাপ্রভু, যবনকে কখনও প্রত্যাদেশ দেন না!

কালা। তাঁ'র কাছে হিন্দু যবন নেই—ব্রাহ্মণ শূদ্র নেই, সব সমান—সব এক! যদি তিনি ভেদাভেদ করেন, তবে তিনি মহাপ্রভু নন! রামচন্দ্র চণ্ডালকে কোল দি'য়েছিলেন এ কথা কি তুমি শোন নি, কোটাল?

কোটাল। আ ম'ল! বেটা একেবারে ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির এল! ধর্ম্মের বক্তৃতা পরে শোনা যাবে। এখন বাপের সুপুত্তুর হ'য়ে চ'লে এস। এই—খুব হুঁসিয়ার!

কালা। এ কি অত্যাচার! সত্য আমি অপরাধ ক'রেছি, কিন্তু অপরাধের কি মার্জ্জনা নেই? নারায়ণ! এত ক'রে ডা'কছি,—সকাতরে মার্জ্জনা ভিক্ষা চাইছি—তবু কি তোমার দয়া হ'বে না? পুরুষোত্তম! আমায় কৃপা কর—আমায় মার্জ্জনা কর! তুমি যে দয়ার সাগর! তুমি না দয়া ক'রলে আমার কি হ'বে, প্রভু! তোমার ভক্তবৎসল নাম রাখ। আমার পাপভার লাঘব কর। বড় আশায় আমি অনেক দূর থেকে তোমার কাছে এসেছি! আমায় নিরাশ ক'র না, দয়াময়!

কোটাল। এই—দাঁড়িয়ে আছিস কি? টেনে নিয়ে আয়!

কালা। কোটাল! হিন্দু তুমি—তোমাকে জোড় করে মিনতি ক'রছি, আমার ধর্ম্মকার্য্যে ব্যাঘাত ক'র না। ব্রাহ্মণ আমি—এই পুরুষোত্তমের সাক্ষাতে প্রতিজ্ঞা ক'রছি, যে আমার কার্য্য শেষ হ'লেই, তোমাকে স্ব ইচ্ছায় ধরা দেব; তা'র পর তোমাদের যে দণ্ড ইচ্ছা—প্রদান ক'র!

কোটাল। খুব বলা হ'য়েছে! পালাবার চমৎকার উপায় পাবে! বোকা পেয়েছ, না? তুমি পালাও, আর আমার গর্দ্দানটা যাক! বেড়ে যুক্তি, না?

কালা। আমি ত প্রতিজ্ঞা ক'রেছি।

কোটাল। আরে রেখে দে তোর প্রতিজ্ঞা। মুসলমানের আবার প্রতিজ্ঞা! নিয়ে আয় শালাকে—টনে নিয়ে আয়!

কালা। নারায়ণ! নারায়ণ! তোমার পদে ভক্তি অবিচলিত রেখে, এ সমস্ত অত্যাচার আমি এখনও নীরবে সহ্য ক'রছি! তুমি না ভক্তের ভগবান? তবে ভক্তের প্রতি এত নির্য্যাতন কি ক'রে স্থির হ'য়ে দে'খছ? দোহাই প্রভু! আমার ভক্তি

ডোর ছিন্ন ক'র না—আমার ধর্ম্মবিশ্বাস কে'ড়ে নিও না—আমার অন্তর্নিহিত পৈশাচিক বৃত্তিচয়কে জাগরিত ক'রে, জগতের অনিষ্ট সাধন ক'র না! এখনও আমার নির্য্যাতনের শেষ কর, নচেৎ তুমি দারুব্রহ্ম নও—পুরুষোত্তম নও – নারায়ণ নও!

কোটাল। দাঁড়িয়ে আছিস্ কি? নিয়ে আয়!

সৈন্য। চল্ শালা—চল্!

কালা। নারায়ণ! শেষে এই ছিল!

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য

পুরীর রাজপথ।

নিরঞ্জন।

নির। এ কি! কালাচাঁদ কোথায় গেল! নাট্যমন্দিরে ত তা'কে দে'খতে পেলুম না! বাসাতেও যায় নি! কি হ'ল কিছু বু'ঝতে পা'রছি না! পথিমধ্যে শু'নলুম, কে একজন মুসলমান শ্রীমন্দিরে হত্যা দিয়েছিল ব'লে, মুকুন্দদেবের সৈন্যগণ তা'কে ধ'রে নিয়ে গেছে। তা'ই কি? কালাচাঁদকে কি তবে বন্দী ক'রে নিয়ে গেল! যা হ'ক, দে'খতে হ'ল!

[প্রস্থান।

(দুইজন ব্রাহ্মণের প্রবেশ)

বিদ্যা। কি হে বাচস্পতি! মজাটা কেমন হ'ল ?

বাচ। উত্তম হ'য়েছে, বিদ্যারত্ন! উত্তম হ'য়েছে! বেটার যেমন অহঙ্কার, তেমনি হ'য়েছে!

বিদ্যা। বেটাকে জাতঃপাত করা গেল, তবুও অহঙ্কার কত! শ্রীমন্দিরে এসেছেন প্রত্যাদেশ নিতে!

বাচ। পাষণ্ড—ব্যভিচারী—যবন! উনি আবার শাস্ত্র জ্ঞানের বড়াই ক'রতেন!

বিদ্যা। আমার সঙ্গে শাস্ত্রীয় তর্ক ক'রতে সাহস ক'রতেন!

বাচ। একটার ত দফা রফা করা গেল! আর একটাকে ঠিক ক'রতে পা'রলে তবে নিশ্চিন্ত হওয়া যায়!

বিদ্যা। তুমি কিন্তু পাণ্ডা বেটাদের ব'লে দিয়ে উত্তম ক'রেছ!

বাচ। তাতেও তত সুবিধা হ'ত না! তোমার বুদ্ধি অত্যন্ত প্রখর বিদ্যারত্ন! তুমি যদি কোটালকে গিয়ে না ব'লতে, যে ও বেল্লিকটা গৌড় বাদসাহের জামাতা, গুপ্তচর বেশে এ দেশে এসেছে, তা না হ'লে কি আর কোটাল এসে বেটাকে বন্দী করে!

বিদ্যা। যা' ব'ললে! বেটা পাণ্ডাদের কাছে মার ধ'র খে'য়ে আবার চক্ষু বুজে প'ড়ে ছিল!

বাচ। ও বেটার আর একটা সহকারী আছে ব'লে, ও নিরে ছোঁড়াটারও দফা রফা করা গেল!

বিদ্যা। উত্তম হ'য়েছে! কিন্তু সে ছোঁড়া যতক্ষণ না ধরা প'ড়ছে, ততক্ষণ আমার ছমছমানি যা'চ্ছে না! বেটা ঘোর দুর্দ্দান্ত।

বাচ। তা'র জন্য চিন্তা নেই, বিদ্যারত্ন! তা'কে আক্রমণ ক'রবার জন্যও সৈন্য প্রেরিত হ'য়েছে!

বিদ্যা। কেলেটা এখন বেশ টের পা'চ্ছেন। একে কয় দিনের নিরম্বু উপবাস—তার উপর নান'রূপ উৎপীড়ন চ'লছে! গাত্রে বিছুটি ঘর্ষণ—নখপ্রান্তে সূচিকাগ্র প্রবেশিত করণ! করুন—আমার সহিত তর্ক করুন! আমায় কি না বলে শাস্ত্রজ্ঞানহীন!

বাচ। তা'তেও পার ছিল হে, বিদ্যারত্ন! কিয়ৎ পূর্ব্বে শ্রুত হ'লেম, যে তাহার পদদ্বয় উর্দ্ধভাবে এক বৃক্ষ শাখায় বন্ধন করত, উত্তপ্ত সাঁড়াশি সংযোগে গাত্রচর্ম্ম ছিন্ন হইতেছে।

বিদ্যা। গুপ্তচরের যোগ্য দণ্ড—গুপ্তচরের যোগ্য দণ্ড!

বাচ। আমাদের এ প্রদেশে আর অধিক বিলম্ব করা কর্ত্তব্য নহে। চল—আমরা দ্রুতগতিতে এ স্থানে ত্যাগ করি।

বিদ্যা। ভায়া, বড়ই বিভীষিকা!

বাচ। তাই ত ভায়া

(নিরঞ্জনের প্রবেশ।)

নির। বাচস্পতি মহাশয়! বিদ্যারত্ন মহাশয়! আপনারা এ প্রদেশে! আপনারা কালাচাঁদের কোন সংবাদ জানেন?

বাচ। কালাচাঁদ কে? নয়ান দাদার পুত্র?

বিদ্যা। কালু কি এখানে এসেছে না কি? তা' বাবা নিরু! তোমারও কি ঐ সঙ্গে আগমন হ'য়েছে?

নির। শু'নলেম কালাচাঁদকে যবন ব'লে বন্দী ক'রেছে—গৌড় বাদসাহের গুপ্তচর ব'লে তা'কে বিষম উৎপীড়ন ক'রুছে!

বিদ্যা। কি অত্যাচার!

নির। আরও শু'নলেম—তাদের দেশীয় কে দুই জন ব্রাহ্মণ কোটালের নিকট এই মর্ম্মে অভিযোগ ক'রেছে!

বিদ্যা। এও কি সম্ভব! কি বল হে, বাচস্পতি!

নির। আপনারা তবে অনুগ্রহ ক'রে এক বার আমার সঙ্গে আসুন, বিপন্ন কালাচাঁদকে উদ্ধার করুন!

বাচ। আমরা!

বিদ্যা। এঁ্যা—আমরা!

নির। আজ্ঞে হাঁ—আপনারা! আপনারা আমাদের দেশীয়—আপনারা আমাদের আত্মীয়—আপনারা আমাদের সাহায্য না ক'রলে, আর কে ক'রবে?

বাচ। আমরা বাটী প্রত্যাগমনের জন্য যাত্রা ক'রেছি!

নির। না হয় দু'দণ্ড পরে যা'বেন!

বিদ্যা। আমাদের আবশ্যক অত্যন্ত গুরুতর!

নির। বলেন কি! আপনাদের দেশীয়—আত্মীয়—বিদেশে এরূপ ঘোরতর বিপদে পতিত, নিরপরাধে এরূপ কঠিন নির্য্যাতন ভোগ ক'রছে, আর বাটী গমনের এক দণ্ড বিলম্ব হ'বে ব'লে, আপনারা অনায়াসে তা'কে এই বিপদে ফে'লে চ'লে যা'চ্ছেন! আপনারা কি মানুষ!

বাচ। কে হে বাপু তুমি—লম্বা লম্বা কথা ক'ইছ!

বিদ্যা। তোমার যে বড় স্পর্দ্ধা দে'খতে পাই!

নির। ক্ষমা করুন—যুবকের উদ্ধত আচরণ ক্ষমা করুন! পিতৃতুল্য আপনারা, আপনাদের পায়ে ধ'রছি, এক বার আমার সঙ্গে চলুন—কালাচাঁদের প্রাণ রক্ষা করুন!

বাচ। যাও—যাও, তোমার কথা আমরা শু'নতে বাধ্য নই!

বিদ্যা। এ বেল্লিকটার মুখ দর্শনেও পাপ হয়! চল বাচস্পতি!

নির। স্থির হ'ন!

বাচ। কেন—তোমার হুকুম নাকি!

বিদ্যা। এ কি অত্যাচার!

নির। আপনারা নয়ানচাঁদ রায়ের ব্রহ্মত্র ভোগ করেন না? এখনও কালাচাঁদ আপনাদের মাসিক বৃত্তি দেয় না?

বাচ। ওঃ—তবেই আর কি, মাথা কিনে রে'খেছেন!

নির। এত ক্ষণে আমি সব বু'ঝতে পা'রলুম। এখন বু'ঝতে পা'রছি, কে সে দুই জন—কালাচাঁদের দেশীয় ব্রাহ্মণ—যা'রা কোটালের নিকট মিথ্যা অভিযোগ উপস্থাপিত ক'রেছে! ছি, ছি, ছি! আপনারা এমন নীচ—এমন স্বার্থপর—এমন ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞানহীন! একটা নিরঅপরাধ লোকের এই রূপে সর্ব্বনাশ ক'রলেন—এক জন উপকারীর এই রূপে প্রত্যুপকার ক'রলেন! বাঃ, বাঃ! যথার্থই আদর্শ বাঙ্গালী আপনারা! কালাচাঁদ! এস—তোমার জাতীয়তা দেখে যাও।

বাচ। এ সব মিথ্যা কথা!

বিদ্যা। আমরা অভিযোগ ক'রেছি—তোমায় কে ব'ললে?

নির। আপনাদের চ'খ—মুখ—আর কম্পিত কণ্ঠস্বর! আপনারা তবে কোটালের নিকট আ'সতে ভয় ক'রছেন কেন?

বাচ। চল বিদ্যারত্ন! একটা বর্ব্বরের সহিত অর্থহীন বাক্যে আমরা বৃথা সময় নষ্ট ক'রতে প্রস্তুত নই!

নির। একটা কথা—আপনারা প্রাণের ভয় করেন?

বাচ। সে কি কথা?

নির। কালাচাঁদ এখন কোথায় কি ভাবে আছে—শীঘ্র বলুন!

বিদ্যা। আমরা কি জানি?

নির। দেখুন—আমার মেজাজ এখন ভাল নেই! আপনাদের সহিত বাগ্‌বিতণ্ডার সময় নেই! শীঘ্র বলুন, নচেৎ—

বাচ। নচেৎ কি—আমাদের ভয় দেখাও!

নির। নচেৎ এই তীক্ষ্ণ অসি এখনি আপনাদের মস্তক দ্বিখণ্ডিত ক'রবে!

বিদ্যা। তুমি ব্রহ্মহত্যা ক'রবে?

নির। ব্রহ্মহত্যা!—ব্রাহ্মণ কে? যে নীচ ব্যক্তি বিনা দোষে উপকারী আত্মীয়ের প্রাণ বিনাশে প্রবৃত্ত হয়, সে ব্রাহ্মণ! তোমরা ব্রাহ্মণ নও—তোমরা চণ্ডাল! কুক্কুরের ন্যায় তোমাদের হত্যা ক'রব! প্রস্তুত হও!

বাচ। ব'লছি বাবা—ব'লছি!

বিদ্যা। নারায়ণ! রক্ষা কর!

নির। সাবধান! নারায়ণের পবিত্র নাম তোমার কলঙ্কিত জিহ্বায় উচ্চারণ ক'র না, জিব খ'সে যাবে! শীঘ্র বল।

বাচ। সমুদ্রতীরে কালাচাঁদের প্রাণবধের উদ্‌যোগ হ'চ্ছে!

নির। দূর হও নরকের কীট! নরকেও তোদের স্থান নেই! কালাচাঁদ!—কালাচাঁদ! কোথায় তুমি?

[প্রস্থান।

বাচ। গেছি ভায়া—কোমরটা একেবারে ভেঙ্গে গে'ছে!

বিদ্যা। আমারও তদ্রূপ ভায়া—আমারও তদ্রূপ! ব্রাহ্মণ হত্যার চেষ্টা! হিঁদুয়ানী আর থাকে না!

[উভয়ের প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য

সমুদ্রতীর।

(উৎকলী বালিকাগণ সমুদ্রজলে দীপ ভাসাইতে নিযুক্তা)

গীত।

ধন্য দেখিলি এই সরোবড় কি সুন্দর।
কেত্তে জড় নাহি পংক কেত্তে বা অটে গভীড়॥
কে পখুরি দিয়ন্তা কহি স্নান করন্তি যাই,
মুক্তাশুক্তি অছি তঁহি পদ্মপুষ্প নাই,
কুড় পাড় দিশু নহি ভয় কড়ি তাঙ্কু,
হাঙ্গড় কুম্ভীড় অছি, পশিবা কু মাড়ু অছি জড়॥
অস্থিড়ে মাড়ুছি বড়-সে ঢেউ লহড়ী,
নাগড় আসিবে কবে সিন্ধু ডিঙ্গি লা চড়ি,
কহ হে হৃদানন্দ শুন আড়ে ও গোবিন্দ,
কিমতি বাঁচিবি মোড়া, হানিছে ও কুসুমেড়ি শড়॥

[প্রস্থান।

(বন্ধনাবস্থায় কালাচাঁদকে লইয়া কোটাল ও সৈন্যগণের প্রবেশ।)

কালা। জলধি! তুমি ত আমার প্রাণের কথা জান। কৃতজ্ঞতায় আদ্র হ'য়ে, আমি একটা কায ক'রেছি। কুকায কি সুকায, তা' আমি জানি না। কিন্তু যা' ক'রেছি, এ জগতে কে মানুষ আছে, যে আমার অবস্থায় প'ড়লে তা না ক'রত! সেই রূপ—সেই গুণ—সেই জলন্ত আত্মত্যাগের প্রতিদান দিয়ে, আমি

কি মহাপাতক ক'রেছি, তা বুঝতে পা'রছি না। কিন্তু যদিই কোন পাপ ক'রে থাকি, তোমার পূত সলিল কি আমায় পবিত্র ক'রতে পা'রলে না! মাতার আদেশে আমি তোমার দ্বারে অতিথি হ'লেম, নারায়ণের পদপ্রান্তে আত্মসমর্পণ ক'রলেম! কিন্তু প্রত্যাদেশ পাওয়া ত দূরের কথা, ভীষণ নির্য্যাতনে আমার প্রাণসংশয় হ'য়েছে! ভেবেছিলুম—আবার আমি হাসিমুখে ফিরে গিয়ে জননীকে প্রণাম ক'রব, সরমাকে বক্ষে ধারণ ক'রব', দুলারির মুখচুম্বন ক'রব—সে আশা ত বৃথা! তোমার উত্তালতরঙ্গময় ফেনিল সলিলেই বুঝি প্রাণ যায়!

কোটাল। শালা! ঘুঘু দে'খেছ, ফাঁদ দেখ নি! উৎকলে এসেছিলে গুপ্তচরগিরি ক'রতে! এখন মজাটা দেখ!

কালা। আমি বার বার ব'লেছি, যে আমি বাদসাহের কন্যা বিবাহ ক'রেছি—এ কথা সত্য; সেইজন্যই জগন্নাথ দেবের প্রত্যাদেশ গ্রহণ ক'রতে এসেছি। নতুবা আমি যবন নই—আমি গুপ্তচর নই!

কোটাল। গুপ্তচর নও—তোর বাবা গুপ্তচর! (প্রহার)।

কালা। কি ব'লব—আমার হাত পা বাঁধা—চা'র দিন নিরম্বু উপবাসে আমি দুর্ব্বল—অসহ্য নির্য্যাতনে দেহ অবসন্ন, নচেৎ পদাঘাতে তোদের মাথগুলা গুঁড়ো ক'রে ফে'লতুম!

কোটাল। শালা মুসলমান! পদাঘাত ক'রবি? কর—কর! (প্রহার)।

কালা। মা গো!—যাই যে নারায়ণ (মূর্চ্ছা)।

কোটাল। মূৰ্চ্ছার ঢঙ্ ক'রলে ছা'ড়ছি না! ও সব এখানে চ'লবে না!

কালা। জল—জল—এক ফোঁটা জল! কে কোথায় আছ, এক বিন্দু জল দাও—নইলে আমার প্রাণ যায়! আজ কয় দিন আমি নিরম্বু উপবাসী, এক ফোঁটা জল দাও!

কোটাল। জল দেবে—তোকে ছাতু দেবে—শালা যবন!

কালা। হই যবন—তবু একটু জল দাও! তৃষ্ণায় আমার ছাতি ফেটে যাচ্ছে! হিন্দু তোমরা—এ দৃশ্য কেমন ক'রে দে'খছ?—আমার উপর কেমন ক'রে এই অত্যাচার ক'রছ? এই কি তোমাদের ধর্ম্মের বড়াই—এই কি তোমাদের হিন্দুয়ানী! নারায়ণ!—দারুব্রহ্ম! আমাকে রক্ষা কর, নইলে আমার বিশ্বাস যায়—আমার ধর্ম্ম যায়—আমার ইহকাল পরকাল সব যায়!

কোটাল। তোমার শেষ মুহূর্ত্ত আগত! পৃথিবীতে যদি তোমার কিছু প্রিয়বস্তু থাকে, জন্মের শোধ ভেবে নাও!

কালা। কি সুন্দর! রাজা বিচার করেন না—হিন্দুধর্ম্ম মানেন না, দেবতা প্রার্থনা শুনেন না! চমৎকার জাতি—চমৎকার শাস্ত্র—আর সকলের চেয়ে চমৎকার—এই ধর্ম্ম! ধর্ম্মের দোহাই দিয়ে এত অত্যাচার! আর স্বচ্ছন্দে জলদগম্ভীর স্বরে ঘোষণা কর—যবন বড় অত্যাচারী!

কোটাল। চিতায় আগুন দাও—আর বিলম্ব ক'র না।

কালা। তোমরা কি হিন্দু! তোমরা কি ধর্ম্ম মান? বিনা দোষে মানুষের উপর এই অমানুষিক অত্যাচার ক'রছ!

কোটাল। মোরা হিন্দু নই ত কি, তোর মত যবন?

কালা। তোমাদের তুলনায়, যবন দেবতা!

(সৈন্যগণ কর্ত্তৃক অগ্নি প্রজ্বলিত করণ।)

কালা। অদৃষ্টে এই ছিল! কি পাপে আজ আমার এই দশা! আমি কি অপরাধ ক'রেছি? শুদ্ধ নারায়ণের প্রত্যাদেশ লাভ ক'রবার জন্য মন্দিরে হত্যা দি'য়েছিলুম—তা'র কি এই ফল! নারায়ণ! যদি তুমি থাক, ত এখনও আমায় রক্ষা কর! নইলে বু'ঝব তুমি মিথ্যা—হিন্দুধর্ম্ম মিথ্যা—দেবতা মিথ্যা—জগৎ মিথ্যা!

(সৈন্যগণের কালাচাঁদকে ধারণ)

সৈন্য। শালা আবার জোর করে! তোর জোরের নিকিছু ক'রেছে!

কালা। পা'রলুম না—আত্মরক্ষা ক'রতে পা'রলুম না! দুর্ব্বল শরীরে বন্ধনাবস্থায় আর কি ক'রব? নারায়ণ! নিশ্চয়ই তুমি নেই—দারুব্রহ্ম কাঠের পুতুল—হিন্দুধর্ম্ম সব্ মিথ্যা! যদি কোন রূপে প্রাণ পাই, এ ধর্ম্ম ত্যাগ ক'রব—জগন্নাথমন্দির চূর্ণ ক'রব—মুকুন্দদেবকে হত্যা ক'রব—উৎকলে হিন্দুত্ব লোপ ক'রব!

কোটাল। দে—ফে'লে দে!

(কালাচাঁদকে বহন করিয়া সৈন্যগণের অগ্নিতে ফেলিবার উপক্রম।)

কালা। নিরঞ্জন!—নিরঞ্জন! কোথায় তুমি?

(নিরঞ্জনের প্রবেশ।)

নির। এই যে ভাই—এই যে আমি! ছেড়ে দে, দুরাচারেরা!

(নিরঞ্জন কর্ত্তৃক সৈন্যগণকে আক্রমণ, কালাচাঁদের উদ্ধার ও তাহার বন্ধন মোচন ।)

কোটাল । মার—মার এশালাকে মার !

নির । নরপিশাচ ! তোদের পশুর মত হত্যা করি দে'খ !

(যুদ্ধ করিতে করিতে কালাচাঁদ ব্যতীত সকলের প্রস্থান ।)

কালা । এই প্রতিদান ! আজীবন হিন্দুধর্ম্মে অচলা ভক্তি রাখার এই পুরস্কার ! তিন দিন নিরম্বু অবস্থায় জগন্নাথের দ্বারে প'ড়ে তাঁ'কে ডাকার এই প্রতিফল ! ধর্ম্ম নেই—ঈশ্বর নেই—দেবতা নেই—ব্রাহ্মণ নেই ! এই যজ্ঞোপবীত আমি খণ্ড খণ্ড ক'রে ফে'ললুম । হিন্দুধর্ম্ম সব ভূয়ো—অতি জঘন্য—শুধু চতুর ব্রাহ্মণদের স্বার্থসিদ্ধির দ্বার ! আজ হ'তে আর আমি হিন্দু নই—আমি মুসলমান ! দেবতা নেই—সব মিছে ! সমস্ত দেব-মূর্ত্তি চূর্ণ ক'রব - সমস্ত হিন্দুকে বলপূর্ব্বক মুসলমান ক'রব—হিন্দুর অস্তিত্ব লোপ ক'রব ! আর দারুময় জগন্নাথ ! উড়িষ্যার চৌর্য্যবৃত্তির প্রধান সহায় তুমি—তোমাকে দগ্ধ ক'রে সেই অঙ্গাররাশি সাগরজলে ভাসিয়ে দেব ! যদি আমি নয়ানচাঁদ রায়ের পুত্র হই, উড়িষ্যার হিন্দুরাজ্য আগে মুসলমান অধিকারে আ'নব—দেশ শ্মশানে পরিণত ক'রব—ছেলে বুড়ো সকলকে তলোয়ারের মুখে অর্পণ ক'রব ! কে কোথায় অশরীরী আছ—কে কোথায় নরকের পিশাচ আছ, এস—আমার সহায় হও ! নিষ্ঠুরতা ! মূর্ত্তি গ্রহণ ক'রে আমার অনুবর্ত্তিনী হও, আজ হ'তে কালাচাঁদ আর মানুষ নয়—মূর্ত্তিমান পিশাচ ।



চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

কালাচাঁদের বাটীর অলিন্দ

দুর্গাবতী।

দুর্গা। এ আমার কি সর্ব্বনাশ হ'ল! শ্যামসুন্দরজী! আমার অদৃষ্টে কি শেষে এই ছিল! এ বংশগরিমা অতল জলে ভে'সে গেল! রায়বংশ নির্ব্বংশ হ'ল! হায়! হায়! এক মাত্র পুত্র ধর্ম্ম ত্যাগ ক'রলে! আমি লোকের কাছে মুখ দেখা'ব কি ক'রে! সারা গ্রামে এ বিষয়ে আলোচনা হ'চ্ছে! নিন্দা ও বিদ্রূপ লক্ষকণ্ঠে ধ্বনিত হ'চ্ছে! কত পাপ ক'রেছিলুম, তা'ই শেষ দশায় তা'র প্রতিফল পে'লুম; আর বউ মা! বউ মার আমার কি হ'বে? স্বামী সত্ত্বেও সে বিধবা হ'ল! অমন লক্ষ্মীসদৃশী মেয়ের অদৃষ্টে এই হ'ল! তা'র পানে চা'ইব কি ক'রে! বড় যাতনা—বড় যাতনা,—আর সহ্য হয় না! নারায়ণ। নারায়ণ! আমায় মৃত্যু দাও!

(জনৈক দাসীর প্রবেশ।)

দাসী। মা! জমাদার দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে আছে।

দুর্গা। জমাদার!—জমাদার কি জন্যে?

দাসী। তা' জানি না, ব'ললে—বড় দরকার, মাজীর সঙ্গে দেখা ক'রব।

দুর্গা। আ'সতে বল।

(দাসীর প্রস্থান ও জমাদারের প্রবেশ।)

দুর্গা। কি জমাদার। কি সংবাদ? আমার আদেশ মনে আছে?

জমা। হাঁ মাজী! ইয়াদ হ্যায়! বাবু আনেসে কোঠিমে ঘুসনে নেই দেগা। হাম ত উসিকা ওয়াস্তে আয়া!

দুর্গা। কেন—কি হ'য়েছে?

জমা। বাবু ত আগয়া, দেউড়ীমে খাড়া হ্যায়!

দুর্গা। ভগবন্! ভগবন্! হৃদয়ে বল দাও, মাতৃস্নেহ! দূর হও, মন! পাষাণে পরিণত হও! নইলে ধর্ম্মে পতিত হ'ব! কর্ত্তব্য পালন ক'রতে পা'রব না! চক্ষু! তুমি মানা মান না কেন?

জমা। হাম হাত জোড় করকে, হুজুরকো আপকা হুকুম বোল দিয়া।

দুর্গা। উত্তম ক'রেছ। তোমার কার্য্যের যোগ্য পুরস্কার পা'বে।

জমা। বকসিস্ দিবি, মায়ি?

দুর্গা। হাঁ দেব—এখন তুমি ত'াকে বল গে, যে এ হিন্দুর বাড়ী—ব্রাহ্মণের বাড়ী—রায়বংশের বাড়ী! মুসলমানের সম্মুখে এ দ্বার কখন উদ্ঘাটিত হ'বে না!

জমা। এমন কথাটি হামি উকে কেমন ক'রে ব'লবে! এত টুকু

উমরসে হামি উকে কোলে ক'রে মানুষ ক'রেছি, আর তা'র বাড়ীর তুয়ার থেকে হামি তা'রে চলি যাতি ব'লবে? মা! হামায় বকসিস্ দিবি ব'লেছিস, হামায় বকসিস্ দে— একবার তু উহার সাথে দেখা কর—এক বার তু উহারে কালা বলি কোলে টানি নে! মা - মা! হামি কালু বাবুর আঁখিমে পানি দে'খে আ'সছি,আমার পরাণটা ফাটি যাতিছে!

দুর্গা। হৃদয়! আরও দৃঢ় হও - বজ্রসম কঠিন হও!

জমা। মা! বোল—তাকে লিয়ে আসি। তুহার আঁখিমে হামি পানি দে'খছি!

দুর্গা। জমাদার! আমার আদেশ পালন কর—দেউড়ির দ্বার অর্গল বন্ধ কর!

জমা। মা! কালু যে তোর লেড়কা!

দুর্গা। আমার পুত্র মুসলমান নয়!

জমা। তু কি মা ন'স?

দুর্গা। না আমি মা নই, আমি রাক্ষসী--আমি পিশাচী! যাও জমাদার! আমার আদেশ পালন কর।

জমা। মায়ি! গোসা করিস্ না—এ কামটি হামি পা'রবে না!

দুর্গা। কি! তুমি আমার আদেশ অমান্য কর! এত দূর অবাধ্যতা! এত সাহস তোমার!

জমা। তু যেত দিন মা ছিলি, হামি তুহার হুকুম শু'নেছে, হামি কালুকো দেউড়ীপর খাড়া রা'খকে তুহার কাছে আইছে। আউর হামি তুহার হুকুম শু'নবে না—তু আর মা ন'স্।

দুর্গা। কি!

জমা। আঁখ দৈখাস্ কাকে মায়ি! হামার দাড়ী তুহার বাড়ীতে

সফেদ হোগয়া। লেকেন হামি তুহার নকরি আর ক'রবে না। হামি কালুকে বুকে ধরি দেশ ছাড়ি চলি যাবে!

দুর্গা। মৃত্যু!—মৃত্যু! কোথা তুমি? এক বার এস,—এই মুহূর্ত্তে দয়া ক'রে এস। আমার বুক যে ফেটে যায়—আমার বুক যে ফেটে যায়! কালাচাঁদ!—কালাচাঁদ! আর কি তোকে দে'খতে পা'ব না? আর কি তুই আমায় মা ব'লে ডা'কবি না? আর কি তোরে বুকে ধ'রে সব জ্বালা ভু'লতে পা'রব না।

(কালাচাঁদ ও নিরঞ্জনের প্রবেশ।)

কালা। মা! মা! এই যে অধম সন্তান তোমার পদতলে।

নির। মা! মা! এক বার কালুকে বুকে তুলে নাও। তোমার বড় আদরের পুত্র যে তোমার পদতলে!

দুর্গা। পুত্র! কে আমার পুত্র! আমার পুত্র নেই—আমার পুত্র ম'রেছে—আমি নির্ব্বংশ হ'য়েছি—

নির। মা! অমন নিষ্ঠুর কথা ব'ল না!

কালা। সত্যই আমি কুলাঙ্গার—দেশদ্রোহী স্বধর্ম্মত্যাগী! আমার মরণই মঙ্গল!

নির। মা! কালু না বুঝে ক্রোধের বশে একটা কায ক'রে ফেলেছে। যে মহাপাতক ক'রেছে, তার প্রায়শ্চিত্ত নাই! তবু কালাচাঁদকে ক্ষমা কর। তুমি না ক্ষমা ক'রলে তা'র কি হ'বে?

দুর্গা। ক্ষমা! এ পাপের ক্ষমা নাই! ও মুসলমানী বিবাহ করেছিল, তা'তে আমি ক্ষমা ক'রেছি। কিন্তু ধর্ম্মান্তর গ্রহণ! ওঃ! এর ক্ষমা নাই! ওই দেখ পামর! স্বর্গ হ'তে তোর

পিতা অশ্রু বর্ষণ ক'রছেন! যাও—তুমি আমার সম্মুখ হ'তে দূর হও!

কালা। মা! তোমার ধর্ম্মবিশ্বাস, তোমার তেজস্বিতা আমি বেশ জানি। তুমি যে আর কখনও আমার মুখ দর্শন ক'রবে না, তা'ও জানি। কিন্তু মা! কি মর্ম্মান্তিক যাতনায় জ্ঞান-শূন্য হ'য়ে আমি এ মহাপাতক ক'রেছি, তা' শু'নলে তুমিও আমায় ক্ষমা ক'রবে!

দুর্গা। আমি তোর কোন কথা শু'নতে চাই না। ধর্ম্মত্যাগের ক্ষমা নেই! তুই আমার সম্মুখ থেকে দূর হ!

কালা। মা! যা' ক'রেছি, তা'র ত আর উপায় নেই। যা' হারিয়েছি, তা' আর ফি'রবে না। তবুও প্রাণের টানে আমি তোমার কাছে এসেছি! একবার শেষ দেখা দে'খতে এসেছি! জন্মশোধ এক বার মা ব'লে ডা'কতে এসেছি!

দুর্গা। আমি মা নই—আমি ডা'কিনী! আমার পুত্র নেই—আমার পুত্র ম'রেছে!

[প্রস্থান।

নির! মা! মা! কোথা যাও—কোথা যাও?

[প্রস্থান।

কালা। হা ঈশ্বর! এ আমার কি ক'রলে? মৃত্যুই আমার মঙ্গল!

(ধীরে ধীরে সরমার প্রবেশ, কালাচাঁদের আলিঙ্গনোদ্যোগ এবং সরমার দূরে গমন।)

কালা। সরমা! সরমা! তুমিও আমাকে ঘৃণা ক'রলে—তুমিও আমাকে ত্যাগ ক'রলে?

সরমা। তোমায় ঘৃণা ক'রব—তোমায় ত্যাগ ক'রব? তবে কা'র স্মৃতি নিয়ে এ পৃথিবীতে থা'কব!

কালা। তবে তুমি আমাকে ক্ষমা ক'রবে?

সরমা। ক্ষমা! কি ব'লছ তুমি? তুমি যা ভাল বু'ঝেছ ক'রেছ, তা'র ভাল মন্দ বিচারের ভার আমার নাই!

কালা। তবে এস—আমার হৃদয়ে এস—আমার তাপিত বক্ষ শীতল কর! এ কি—তুমি দূরে সরে যাচ্ছ কেন?

সরমা। ক্ষমা কর, প্রভু! তুমি আমার ধ্যান—তুমি আমার জ্ঞান—তুমি আমার ইহকাল—তুমি আমার পরকাল—তুমি আমার ইষ্টদেব! তোমার স্মৃতিই আমার জীবনের সম্বল! কিন্তু ইহ জীবনে আর আমি তোমাকে স্পর্শ ক'রতে পা'রব না!

কালা। যদি তুমি ধর্ম্মই মান, তা' হ'লে আমার ধর্ম্মই কি তোমার ধর্ম্ম নয়?

সরমা। প্রভু! আমি শাস্ত্র জানি না—তর্ক জানি না—যুক্তি জানি না। মনে মনে তোমার পূজা ক'রব—মনে মনে তোমার চরণ ধ্যান ক'রব, কিন্তু এ জীবনে তোমাকে আর স্পর্শ ক'রতে পা'রব না—আজন্মার্জ্জিত সংস্কার ত্যাগ ক'রতে পা'রব না! আমি হিন্দুর মেয়ে, হিন্দুই থা'কব!

কালা। সরমা! তুমি আমার জীবনের ধ্রুব তারা! আমি তোমাকে ছেড়ে থা'কতে পা'রব না! তোমায় না পে'লে আমি জ্ঞান হারা হ'ব—উন্মত্ত হ'ব!

সরমা। দেব! আমায় ক্ষমা কর।

কালা। সরমা! এখনও বোঝ। আমায় উন্মত্ত ক'র না—আমায় নিষ্ঠুর ক'র না—আমায় পিশাচ ক'র না। তোমার এই

কুসংস্কারের জন্য, হিন্দুধর্ম্মকে কঠিন মূল্য দিতে হ'বে, হিন্দু জাতিকে ঘোরতর নির্য্যাতন ভোগ ক'রতে হ'বে! তোমার আমার বন্ধন ত ছিন্ন হ'বার নয়!

সরমা। নিশ্চয়ই নয়—আমাদের বন্ধন, শুধু ইহজীবনের নয়। আমি পূর্ব্বে ব'লেছি, আবার ব'লছি, পরলোকে তোমার পার্শ্বে স্থান আমার—যবনীর নয়!

কালা। তবে ইহলোকে এই শেষ দেখা!

সরমা। কখন নয়! তোমায় আমায় আবার দেখা হ'বে। যদি আমি সতী হই, কায়মনোবাক্যে যদি শুধু তোমার পদই ধ্যান ক'রে থাকি, ধর্ম্মে যদি আমার অচলা ভক্তি থাকে, তবে তোমায় আমায় আবার দেখা হ'বে! যখন তোমার মনে যথার্থই অনুতাপ হ'বে, নিশ্চয় জে'ন, সে সময় তোমায় আমায় আবার দেখা হ'বে! এই আশায় আমি ম'রব না,—এই আশায় আমি বেঁচে থা'কব।

কালা। নিশ্চয় জে'ন, এ কুসংস্কারপূর্ণ ধর্ম্মের আমি লোপ ক'রব —এ জাতি আমি ধ্বংস ক'রব।

সরমা। তোমার সাধ্য কি? স্বয়ং নারায়ণ যে ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক, তুমি কোন্ কীটানুকীট যে সে ধর্ম্মের অস্তিত্ব লোপ ক'রতে চাও!

কালা। ভাল! দেখা যা'বে, তোমার নারায়ণ কি রূপে এ ধর্ম্ম রক্ষা করেন!

(দুর্গাবতী ও নিরঞ্জনের প্রবেশ।)

দুর্গা। কি! তুই এখনও দূর হ'স্ নি? তোর পাদস্পর্শে এখনও এ পবিত্র ভবন কলুষিত ক'রছিস্!

কালা। মা! মা!

দুর্গা। কে তোর মা। আমি তোর মা নই—আমি যবনের মা নই—তুই আমার পুত্র ন'স্! আমার ছেলে ম'রেছে।

কালা। সত্যই কালাচাঁদ ম'রেছে! আমি তার প্রেতমূর্ত্তি! জগৎ আমার কাছে প্রেতের কার্য্য ভিন্ন আর কিছুই আশা ক'রতে পারে না!

দুর্গা। নিরঞ্জন! যদি তোর আমার উপর একটু মাত্র ভক্তি শ্রদ্ধা থাকে, তা হ'লে এই যবনটাকে এখনি দূর ক'রে দে!

নির। মা! কি ব'লছ? তুমি পাগল হ'লে নাকি?

দুর্গা। হাঁ, সত্যই আমি উন্মাদিনী! আমার জ্ঞান নেই, কিন্তু আমি কর্ত্তব্য ভুলি নি। আমার পুত্র ম'রেছে, যখন তা'র দেহ পাওয়া গেল না, কুশপুত্তলিকা দাহ ক'রতে হ'বে! বউ মা! তুমি তোমার স্বামীর শেষ কার্য্য ক'রবার জন্য প্রস্তুত হও, তার মুখাগ্নি ক'রে বিধবার ব্রত ধারণ কর।

সরমা। মা! মা! অমন কথা ব'ল না। আমার স্বামীর অকল্যাণ ক'র না!

দুর্গা। হতভাগিনি! তোমার স্বামী যে ম'রেছে!

সরমা। বালাই—বালাই! ওই যে আমার স্বামী!

দুর্গা। তুমি ব্রাহ্মণকন্যা, রায়বংশের পুত্রবধু, তোমার স্বামী কখনও যবন হ'তে পারে না! তুমি কখনও আমার সাম্‌নে স্বামীর সঙ্গে কথা কও নি। আজ একটা যবন—পরপুরুষের সাক্ষাতে লজ্জা হীনার ন্যায় ব্যবহার ক'রছ?

সরমা। মা! যবন জানি না, হিন্দু জানি না; উনিই আমার দেবতা—উনিই আমার স্বামী—উনিই আমার গুরু!

আমার ইহজীবনের সব ঘু'চেছে, কিন্তু ওঁর অকল্যাণ ক'র না, মা!

দুর্গা। বালিকা! কল্যাণ অকল্যাণ তুমি আমাকে শিক্ষা দাও? তোমার স্বামী কি আমার পুত্র নয়? যাও—বিধবার বেশ ধারণ ক'রে কুশপত্তলী দাহ কর।

সরমা। তোমার পায়ে পড়ি, মা! অমন কঠিনা হ'য় না।

দুর্গা। বিনা বাক্যব্যয়ে আমার আদেশ পালনে প্রস্তুত হও!

সরমা। মা! আমি অবোধ বালিকা; অত ধর্ম্মবিশ্বাস আমার নেই—অত কর্ত্তব্যজ্ঞান আমার জন্মায় নি। শুদু এই টুকু ব'লতে পারি যে, আমার জীবন থা'কতে কখনও হাতের নোয়া আর সিঁথির সিঁদূর ত্যাগ ক'রতে পা'রব না!

দুর্গা। কি—এত স্পর্দ্ধা! স্থির জে'ন, তা হ'লে আমার বাটীতে যবনীর স্থান নেই!

কালা। উঃ! এত দূর—এত কুসংস্কার—এত অন্ধবিশ্বাস—এত সঙ্কীর্ণতা! আজ আমি উচ্চকণ্ঠে প্রতিজ্ঞা ক'রে ব'লছি, এ ধর্ম্ম আমি ঘোচাব, এ জাতির অস্তিত্ব আমি লোপ ক'রব।

নির। কালাচাঁদ! তুমিও কি ক্ষে'পলে?—

কালা। স্থির হও, নিরঞ্জন! স্নেহময়ী মাতা স্নেহশূন্যা—প্রেমময়ী পত্নী প্রেমশূন্যা! আমায় সকলে পরিত্যাগ ক'রেছে! আমিও সকলকে পরিত্যাগ ক'রব। এ সমস্তর মূল যে ধর্ম্ম, সে ধর্ম্ম রেণুরেণু ক'রে আকাশে মিশিয়ে দেব! নিষ্ঠুরতার মূর্ত্তি গ্রহণ ক'রে, সমস্ত হিন্দু জাতিকে নিপীড়িত ক'রব, হিন্দু নাম ভারত থেকে লোপ ক'রব!

নির। কালাচাঁদ!—কালাচাঁদ!

কালা। কা'কে ব'লছ? ওই প্রাচীরকে সম্বোধন কর—তরু-রাজীকে উপদেশ দাও—শৈলশ্রেণীকে মিনতি কর। আমি বধির—আমি পাহাড়—আমি সংজ্ঞারহিত! যে ধর্ম্মের প্রবর্ত্তনায় আমি এরূপ ব্যবহার প্রাপ্ত হ'লেম, সেই ধর্ম্মকে—সেই জাতীকে এর প্রতিদান লাভের জন্য প্রস্তুত কর! আমি কা'রও ঋণ কখন রাখি নি—এ ঋণও রা'খব না—সুধ সমেত শোধ ক'রব!

নির। স্থির হও, কালাচাঁদ—স্থির হও!

কালা। কে কালাচাঁদ! আর আমি কালাচাঁদ নই, তা'র প্রেতমূর্ত্তি! আমি কালাপাহাড়!!

[প্রস্থান।

নির। দাঁড়াও—দাঁড়াও—স্থির হও!

[প্রস্থান।

সরমা। ভগবান্!

দুর্গা। চ'লে গেল! কোথায় গেল! আর দে'খতে পা'ব না! ও হোঃ! কি হ'ল?

দ্বিতীয় দৃশ্য

গৌড় দরবার।

সোলেমান, উজীর, চাঁদ খাঁ, ও বামা খুড়ো।

সোলে। উজীর! আজ আমার বড় আনন্দের দিন! আমার আজ্ঞা পালিত হ'য়েছে?

উজীর। বর্ণে বর্ণে প্রতিপালিত হ'য়েছে, জাঁহাপনা! সমস্ত নগরী পুষ্পমালায় ও দীপাবলীতে সজ্জিত হ'য়েছে। বিজয়তোরণ ও বিজয়বাদ্য সনাতন ইস্‌লাম ধর্ম্মের জয় ঘোষণা ক'রছে, কোষাগারের দ্বার উন্মুক্ত ক'রে, অনাথ কাঙ্গালদের ধন বিতরিত হ'চ্ছে!

সোলে। উত্তম,—বড় সুখী হ'লেম!

বামা। জনাবালি! আজ আমার দু' হাত তুলে ধেই ধেই ক'রে না'চতে ইচ্ছে ক'রছে!

সোলে। কেন। পণ্ডিতজি!

বামা। এক রকম চুকে বুকে গেল, বাঁচা গেল। এত দিন দু'লায়ে পা দিয়ে বাবাজী আমার সোণার পাথর বাটি সেজে ব'সে ছিলেন ত? জাঁহাপনা! আমাকেও কল্‌মা প'ড়িয়ে দিন।

সোলে। এ কি কথা! তুমি পণ্ডিতজী, তা'য় বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ!

বামা। ও বুড়ো হ'লে কি হ'বে, জনাব! যত দিন না কয়লা হ'তে পা'রছি, তত দিন ছমছমানি যা'চ্ছে না। উজির মশাই! আপনার নাতনি টাতনি নেই?

সোলে। চাঁদ খাঁ আপনি নীরব যে? কালাচাঁদের ইস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণে আপনি কি আনন্দিত নন?

চাঁদ। জনাবালি। সত্যই আমি আনন্দিত নই।

সোলে। কেন—এর কারণ কি?

চাঁদ। কালাচাঁদ যদি স্থিরচিত্তে আমাদের ধর্ম্মের উৎকর্ষ এবং সারত্ব অনুধাবন ক'রে, এই পবিত্র ধর্ম্মে দীক্ষিত হ'ত, আমি সাদরে তা'কে আলিঙ্গন ক'রতেম!

সোলে। আপনি কি মনে করেন, কালাচাঁদ এ সমস্ত না বুঝেই ধর্ম্মান্তর গ্রহণ ক'রেছে?

চাঁদ। দাসের বিশ্বাস এই রূপ।

সোলে। আপনার এ অপরূপ বিশ্বাসের কারণ কি?

চাঁদ। পূর্ব্বাপর পর্য্যালোচনা ক'রলে জনাবও আমার সহিত একমত হবেন। যে কালাচাঁদ যবনীকে বিবাহ করার চেয়ে মৃত্যু শ্রেয়স্কর বিবেচনা ক'রেছিল,—যে কালাচাঁদ সাজাদীকে বিবাহ ক'রেও হিন্দুত্ব অক্ষুণ্ণ রে'খেছিল, যে কালাচাঁদ হিন্দুরাজ্য আক্রমণ করা অবিধেয় বিবেচনায়, জাঁহাপনার অনুরোধ রক্ষা ক'রতে অসম্মত হ'য়েছিল, সেই স্বধর্ম্মনিষ্ঠ কালাচাঁদ আজ ধর্ম্ম ত্যাগ করে কেন, এটা কি ভা'ববার কথা নয়?

সোলে। আপনি কিরূপ মনে করেন?

চাঁদ। অধমের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে মনে হ'চ্চে, যে ক্রোধ ও জিঘাংসার বশবর্ত্তী হ'য়ে উদ্ধত যুবা ধর্ম্ম পরিত্যাগ ক'রেছে!

সোলে। যা'ই হ'ক, যখন সে মুসলমান হ'য়েছে, তখন তার আত্মার কল্যাণ হ'বে।

চাঁদ। ক্ষমা ক'রবেন জনাবালি! সে মুসলমান হয় নি। কল্‌মা পড়লেই কি মুসলমান হয়,—গঙ্গা স্নান ক'রলেই কি হিন্দু হয়? আমার বিশ্বাস, সে হিন্দু ও নেই মুসলমানও হয় নি, সে নাস্তিক হ'য়েছে!

সোলে। কেন?

চাঁদ। যদি তা'র ঈশ্বরে বিশ্বাস থা'কত, তা' হ'লে সে কখনও ধর্ম্ম ত্যাগ ক'রত না। যে নামেই ডাকি না কেন, ঈশ্বর এক!

আর সকল ধর্ম্মেরই উদ্দেশ্য—শুধু তাঁ'কে লাভ করা—শুধু ভিন্ন পথ দিয়ে, একই গন্তব্য স্থানে উপনীত হওয়া!

বামা। জনাবালি! কথার উপর আমি একটা কথা বলি। আমার অস্থির চিত্ত-চকোর স্থৈর্য্য ধৈর্য্য মা'নছে না। বাবাজীর নাম ত শ্রীমান্ মহম্মদ ফার্ম্মুলি হ'ল! আমার কি নামকরণ হ'বে? দাদাশ্বশুর মশাই! আপনিই না হয় আমার একটা নামকরণ করুণ, তা'র পর না হয় অন্নপ্রাশন হ'বে!

(নেপথ্যে বাদ্যোদ্যম)

সোলে। ওই কালাচাঁদ আসছে!

(অভিনন্দন গীত গাহিতে গাহিতে নর্ত্তকীগণ ও তৎপরে কালাচাঁদের প্রবেশ।)

গীত।

এস সুন্দর, এস বীরবর, এস মনোহর বেশ ধরিয়ে।
এস সুধীজন মনোমহন, এস জোছনা-স্নাত হইয়ে॥
তুমি মলয় পবনে কুসুম-বাস, তুমি হিম ঋতু পরে বসন্ত মাস,
তুমি অমানিশা পরে, আধ চাঁদ সম, এস কনক কিরণ ছ'ড়ায়ে॥
তুমি পূর্ণিমা নিশীথে পাপিয়া-তান, তুমি কোয়েলা-কণ্ঠে মধুর গান,
তুমি আধ বিকশিত যূথিকার হাসি, এস জগৎ মাঝারে বি'লায়ে॥

সোলে। বৎস ফার্ম্মুলি! তুমি পবিত্র ইস্লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করাতে আমরা যে কি প্রীত, তা' ভাষায় প্রকাশ করা অসাধ্য! তুমি গৌড় সিংহাসনের ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারী! আমরা তোমাকে নবাব আমীর-ওল-ওমরাহ খেতাব প্রদান করলাম।

কালা। জাঁহাপনার অসীম অনুগ্রহ! এ অনুগ্রহের প্রতিদান

দিতে পারি, আমার সে ক্ষমতা নাই। তবে অসি স্পর্শ ক'রে প্রতিজ্ঞা ক'রছি, যে উড়িষ্যা গৌড় রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত ক'রব! জনাবালি! এক দিন আপনার অনুরোধ অগ্রাহ্য ক'রেছি আজ আমি মুকুন্দদেবের বিরুদ্ধে স্বইচ্ছায় সৈন্য চালনা ক'রবার অনুমতি প্রার্থনা করি।

সোলে। বৎস! তোমার প্রার্থনা আমরা পূর্ণ ক'রলাম। আজ হ'তে তুমি বঙ্গ রাজ্যের সর্ব্বপ্রধান সেনাপতিপদে অভিষিক্ত হ'লে। চাঁদ খাঁ তোমার সহকারী হ'লেন।

কালা। জনাবালি! জাঁহাপনা! দাসের প্রতি আপনার অপার করুণা!

সোলে। যাও বৎস! উড়িষ্যা আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হও। আল্লা তোমার মঙ্গল ক'রবেন!

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

কালাচাঁদের উদ্যান

নিরঞ্জন।

নির। হায় হায়! কি সর্ব্বনাশ হ'ল! ভগবান্! তুমি এ কি ক'রলে! কি গূঢ় অভিসন্ধি সিদ্ধি ক'রবার জন্য তুমি এমন দেবতাকে পিশাচে পরিণত ক'রলে! পরম হিন্দু কালাচাঁদ আজ ঘোরতর হিন্দুদ্বেষী মুসলমান! শুধু হিন্দুদ্বেষী নয়, হিন্দু ধর্ম্ম লোপ ক'রতে দৃঢ়সঙ্কল্প! ধর্ম্মান্ধ মূর্খ মুসলমানকে হিন্দুর

বিরুদ্ধে উত্তেজিত ক'রছে—হিন্দু বিগ্রহ ও দেবালয় চুর্ণ ক'রছে—হিন্দুকে ধ'রে বলপূর্ব্বক মুসলমান ক'রছে! কালাচাঁদের অমানুষিক অত্যাচারে ভদ্র মুসলমান পর্য্যন্ত লজ্জিত! ভদ্র মুসলমানগণ অনেক হিন্দুকে আশ্রয় দিয়ে তা'দের জাত কুল রক্ষা ক'রছেন। এর চেয়ে ক্ষোভের বিষয়—এর চেয়ে পরিতাপের বিষয়—আর কি হ'তে পারে! কালাচাঁদ হিন্দুর উপর এত অত্যাচার ক'রছে, বোধ করি সমগ্র মুসলমান জাতির অত্যাচার-সমষ্টি তদপেক্ষা অনেক কম! এর প্রতিবিধানের কি কোন উপায় নেই? হায় হিন্দুধর্ম্ম! তোমার কুসংস্কার ও সঙ্কীর্ণতাই যত অনিষ্টের মূল!

(মতিয়ার প্রবেশ।)

মতিয়া। তুমি কে গা?

নির। কেউ একজন হ'ব বোধ হয়!

মতিয়া। আরে ম'ল—ঢঙ্ দেখ! বলি—তুমি কে?

নির। মানুষ—আর কে?

মতিয়া। মানুষ নয়ত কি, আমি ব'লছি তুমি ওই চাঁপা গাছ থেকে নে'মে এসেছ!

নির। এই বার কতকটা এগিয়ে এসেছ বটে!

মতিয়া। অত ন্যাকরা হ'চ্ছে কেন! বল না তুমি কে? আর কি জন্যই বা বাগানের ভিতর এসেছ?

নির। তোমার চন্দ্রবদনখানি দে'খতে, আর চকোর হ'য়ে তা'র সুধা পান ক'রতে!

মতিয়া। মিন্‌সে পাগল না কি?

নির। আগে ছিলুম না, কিন্তু এখন হ'তে হ'ল বোধ হয়!

মতিয়া। কেন?

নির। তোমায় দে'খে।

মতিয়া। তুমি ঝাঁটা না খেয়ে নেহাৎ ছা'ড়বে না?

নির। আহা! এমন দিন কি আমার হ'বে। আমার চৌদ্দ পুরুষ কি সশরীরে বৈকুণ্ঠে যা'বে?

মতিয়া। চুলোমুখো! তোর মুখে নুড়ো জ্বেলে দিই।

নির। যাক্—একটা দুর্ভাবনা গেল! আমার ছেলে পুলে নেই, আর মুখাগ্নির জন্য ভা'বতে হ'বে না।

মতিয়া। ন্যাকা মিন্‌সে! তবু যদি ব'লবে, যে তুমি কে?

নির। আচ্ছা, তোর কি বোধ হয়?

মতিয়া। আমার বোধ হয়, তুমি রায়সাহেবের দেশের লোক, তাঁ'কে খুঁ'জতে এই বাগানে এসেছ।

নির। আহা! তোমার মেধা কি প্রখরা! যদি বুঝেইছ, তবে এত ক্ষণ এ ছলনা ক'রছিলে কেন?

মতিয়া। আমার ধারণা ঠিক কি না তাই জানবার জন্য।

নির। এখন জানা ত হ'য়েছে, স'রে প'ড়!

মতিয়া। কেন—স'রব কেন? তোমার হুকুম না কি?

নির। বাপ্‌রে! তোমাদের উপর হুকুম চালা'তে পারে, এমন লোক জন্মেছে কি না জানি না! তা' হ'লে আমি আসি—সেলাম।

মতিয়া। কেন—এত ব্যস্ত কেন? আমি বাঘ না কি!

নির। তা' হ'লেও তো বাঁচোয়া ছিল, একেবারে পেটে পুরে দিতে—নিশ্চিন্ত হ'তুম!

মতিয়া। তবে আমি কি?

নির। ভানুমতী! যারে মনে ক'রবে, ধ'রবে—আর বাঁদর নাচাবে!

মতিয়া। তুমি বুঝি রায় সাহেবের বন্ধু?

নির। এক কালে ছিলুম বটে, কিন্তু আর বন্ধুত্ব থা'কছে কই!

মতিয়া। কেন?

নির। মাঝ খানে মেয়ে মানুষ জুটেছে—বন্ধুত্বের গোড়ায় একেবারে কুড়ুল প'ড়ে গিয়েছে!

মতিয়া। তোমার নাম বুঝি নিরঞ্জন?

নির। এই রে সর্ব্বনাশ ক'রেছে! একেবারে কুষ্ঠী ধ'রে টান মেরেছে! দোহাই দেবতা! স'রে প'ড়। আমি মায়ের এক ছেলে।

মতিয়া। নিশ্চয়ই তোমার ছিট আছে!

নির। ছিল না কিন্তু গতিকে যেমন দাঁড়াচ্ছে, তা'তে বোধ হয়, এ ছিট ধোপে উ'ঠবে না!

মতিয়া। কি ব'লছ?

নির। আমার মাথা! আমার দেবতা বন্ধুকে তোমরা সয়তান ক'রেছ, আর এ গরীবের দিকে নেকনজর ক'র না!

মতিয়া। আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা ক'রতে পারি কি?

নির। একেবারে পর ক'রে দিচ্ছ নাকি?

মতিয়া। সে কি রকম?

নির। তুমি থেকে পদোন্নতি ত তুই, তা না হ'য়ে এক দম আপনি!

মতিয়া। আচ্ছা, না হয় তুমিই ব'ললুম। একটা কথা জিজ্ঞাসা ক'রতে পারি?

নির। তোমার মেহেরবাণী!

মতিয়া। শু'নেছি তুমি বীর, তাই কি উড়িষ্যা যুদ্ধে নবাব সাহেবের সহকারী হ'তে এসেছ?

নির। না।

মতিয়া। তবে হঠাৎ আগমনের অর্থ কি?

নির। বন্ধুর কাছে কি বন্ধুর আ'স্‌তে মানা?

মতিয়া। তা কেন? তোমার যদি ব'লতে কোন বাধা থাকে, আমি শু'নতে চাই না।

নির। না, ব'লছি শোন। কালাচাঁদ আমাদের জগন্নাথ বিগ্রহ ভস্মীভূত ক'রবার প্রতিজ্ঞা ক'রেছে। তা'র প্রতিজ্ঞা যা'তে কার্য্যে পরিণত না হয়, আমি সেই অনুরোধ ক'রতে এসেছি।

মতিয়া। নবাব সাহেব কি তোমার অনুরোধ রক্ষা ক'রবেন?

নির। আমার বিশ্বাস ত—ক'রবে। কারণ সে, জীবনে আমার কথা কখন অগ্রাহ্য করে নি।

মতিয়া। আর যদি আপনার কথা না রাখেন?

নির। আমার ক্ষুদ্র শক্তিতে যত টুকু সম্ভব, তা' ক'রব—আমি বিগ্রহ রক্ষা ক'রতে চেষ্টা ক'রব।

মতিয়া। নবাব সাহেবের বিরুদ্ধে!

নির। নবাব সাহেবের বিরুদ্ধে।

মতিয়া। সফল হ'বেন কি?

নির। সফল না হই, ম'রতে ত পা'রব!

মতিয়া। আবাল্য বন্ধুর বিরুদ্ধে অস্ত্র ধ'রবে?

নির। বন্ধু জানি না—আত্মীয় জানি না—পিতা জানি না—পুত্র জানি না—ব্রাহ্মণ জানি না—যবন জানি না, শুধু এই জানি,

ধর্ম্ম আমার সর্ব্বস্ব—ধর্ম্ম আমার প্রধান লক্ষ্য—ধর্ম্মই আমার ধ্যান জ্ঞান! যে সেই ধর্ম্মে ব্যাঘাত দেবে, বন্ধু ত তুচ্ছ কথা, সে যদি আমার জন্মদাতা পিতাও হয়, তা' তুল্য শত্রু আমার জগতে নেই! তুমি বুঝতে পা'রবে না, যদি তুমি হিন্দু হ'তে, আমার প্রাণের কথা বু'ঝতে, তা'হ'লে বু'ঝতে—ইহ জগতে ধর্ম্মের চেয়ে উচ্চতর লক্ষ্য হিন্দুর আর নেই। তা'হ'লে বু'ঝতে সংসারে সকল প্রিয় বস্তু, ধর্ম্মের জন্য হিন্দু অকাতরে ত্যাগ ক'রতে পারে।

মতিয়া। (স্বগত) আল্লা! আমায় হিন্দু কর নি কেন? কি উচ্চ হৃদয়—কি মহান প্রাণ! (প্রকাশ্যে) ওই রায়সাহেব আ'সছেন, আমি চ'ললুম! (স্বগত) যদি প্রাণ ঢেলে দিতে হয়, ত এর পায়ে!

[প্রস্থান।

(কালাচাঁদ ও বামাখুড়োর প্রবেশ)

কালা। নিরঞ্জন! নিরঞ্জন! তুমি কি এ হতভাগ্যকে ভুলে যাও নি? আজও কি আমার কথা তোমার মনে আছে?

বামা। আরে এ কে হে! কি মনে ক'রে? তুমিও যে গৌড়ে এসে জ'মলে দে'খতে পাই!

নির। আ'সতে কি নেই?

বামা। খুব আছে—খুব আছে! বাগিয়েও অনেকটা এনেছ, দে'খতে পেলুম।

নির। কি ব'লছ খুড়ো?

বামা। কেলেটার যেন চ'খ নেই, আমিও কি রাতকাণা বাবা।

নির। কি পাগলামি কর।

বামা। তা পাগলামি হ'বে বই কি! এতক্ষণ ওই মতিয়া বেটীর সঙ্গে যে বেড়ে জমায়েতি ক'রছিলে, তা' কি আমি দে'খতে পাই নি? বাবা! সাবাস থা'ক তোদের দু'বেটাকে, আর সাবাস থাক এই গৌড় নগরকে!

কালা। খুড়ো! সত্যি নাকি?

বামা। সত্যি নয় ত কি! মতিয়া ছুঁড়ী নিরের সঙ্গে এত ক্ষণ খুব মজাটি ক'রছিল, দূর থেকে আমাদের দেখে স'রে গেল। হায় গৌড় নগর! আমিই কি যত অপরাধ ক'রলুম!

কালা। কি ব'লছ, খুড়ো!

বামা। বলি বউমার কি কাফ্রি বাঁদীটাদী কেউ নেই? আমায় তাই একটা জুটিয়ে দাও। আমি এখনি কলমা প'ড়ব!

কালা। কেন—তোমার ত মতিয়া আছে!

বামা। আর কই আছে! তোমার বন্ধুপ্রবর ত আমাকে পক্ক রম্ভা দে'খালেন!

নির। খুড়ো কি কলমা প'ড়তে রাজী না কি?

বামা। নয় ত কি? হিঁদুয়ানি আবার একটা ধর্ম্ম! অন্য কোন ধর্ম্ম থেকে ত হিঁদু হ'বার যোই নেই, তার উপর যদি কেউ একটু পা পি'ছলে প'ড়ল ত অমনি নিকাল যাও! কেন রে বাপু! এত তেজ কিসের?

নির। খুড়ো। তুমি ঠিক কথা ব'লেছ। এটি আমাদের ধর্ম্মের বড় সঙ্কীর্ণতা। এই সঙ্কীর্ণতাই আমাদের ধর্ম্মের পসার বৃদ্ধি না ক'রে বরং ক্রমশঃই ক'মিয়ে দিচ্ছে!

কালা। নিরঞ্জন! বাড়ীর খবর কি?

নির। তোমার জননী উন্মাদিনী!

কালা। এ্যাঁ!

নির। তোমার শোকে।

বামা। আ মর্ মাগী! মাছের মা'র আবার পুত্রশোক! ছেলেকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিয়ে আবার ঢঙ্!

কালা। আর—আর—

নির। বউদিদি নিরুদ্দেশ!

কালা। নিরঞ্জন!—নিরঞ্জন!—

বামা। ছুঁড়ী চুলোয় যা'ক না, তাতে আমাদের কি? মুসলমান হ'তে পা'রলেন না, আবার ন্যাকামো ক'রে নিরুদ্দেশ হওয়া!

কালা। নিরঞ্জন! নিরঞ্জন! ভাই! আমার এ কি হ'ল! জননী উন্মাদিনী, পত্নী আমার জন্য গৃহত্যাগিনী! আর আমি! আমি বাদসার জামাই—আমি সেনাপতি—আমি বাঙ্গালার ভাগ্যবিধাতা!

নির। কি ক'রবে, কালাচাঁদ! এ সমস্তই আমাদের কর্ম্মফল!

কালা। কর্ম্মফল! কর্ম্মফল আমি মানি না। এ সমস্ত জঘন্য হিন্দু ধর্ম্মের নীচ স্বার্থপরতার ফল! যে ধর্ম্ম পবিত্র মাতৃস্নেহের লোপ করে, পতিপত্নীর প্রেমে চির বিচ্ছেদ ঘটায়, আত্মীয় স্বজনকে পর করে, সে কুসংস্কারপূর্ণ ধর্ম্মের নাম পর্য্যন্ত পৃথিবী হ'তে লোপ ক'রব!

নির। তুমি বিদ্বান—বিবেচক!

কালা। কোন কথা ব'ল না, নিরঞ্জন! আমার সমস্ত ঐহিক সুখ নষ্ট হ'য়েছে। আমি জগতে স্নেহময়ী জননীর পদারবিন্দ ছাড়া আর কিছুই জা'নতুম না, সে জননী আমায় ঘৃণাভরে ত্যাগ ক'রেছেন, আমার শোকে উন্মাদিনী হ'য়েছেন! সরমা—আমার

হৃদয়ের ধ্রুবতারা—আজ আমার জন্য দেশত্যাগিনী! কেন—কিসের জন্য? কে আমার জীবনকে মরুভূমি ক'রলে? কে আমার সোণার সংসারকে শ্মশান ক'রলে? তোমার ধর্ম্ম—তোমাদের জাতি! এ অত্যাচারের প্রতিশোধ আমি নেব না? এ নির্ম্মমতার প্রতিদান আমি দেব না? তুমি আমাকে নিরস্ত হ'তে বল? আমি কি মানুষ নই—আমার কি রক্ত মাংসের শরীর নয়।

নির। তুমি নিরপরাধ লোকের উপর যেরূপ ভাবে অত্যাচার সুরু ক'রেছ, তা'তে তোমার শরীরে দয়াধর্ম্ম আছে ব'লে বোধ হয় না!

কালা। দয়া! অনেক দিন বিদায় দিয়েছি, তার স্থানে নির্ম্মমতা ও নিষ্ঠুরতা রাজত্ব ক'রছে! যদি কখন মন আর্দ্র হ'বার উপক্রম হয়, আমি জননীর উন্মত্ততা আর সরমার অশ্রুসিক্ত নয়ন দুটি মনে ক'রব। আর মন কঠিন হ'তে কঠিনতর হ'বে। অত্যাচারের কথা কি ব'লছ, নিরঞ্জন! এই ত কলির সন্ধ্যা—এই ত অত্যাচারের আরম্ভ! আমি সমস্ত দেশ শ্মশান ক'রব—দেশে হাহাকার তু'লব—পৌত্তলিকতা দূর ক'রব—বিগ্রহাদি চূর্ণ ক'রব—দেবালয় গো-রক্তে প্লাবিত ক'রব! এরূপ অত্যাচার ক'রব, যে আমার মৃত্যু সহস্র বৎসর পরেও ইতিহাস জ্বলন্ত অক্ষরে আমার অমানুষিক অত্যাচারের সাক্ষ্য প্রদান ক'রবে—ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় কুসংস্কার ও সঙ্কীর্ণতা, হিন্দু প্রাণে প্রাণে অনুভব ক'রবে! কালাপাহাড়ের নামে সমগ্র হিন্দুহৃদয় কম্পিত হ'বে!

নির। কালাচাঁদ! তুমি আমার একটি প্রার্থনা গ্রাহ্য ক'রবে?

কালা। প্রার্থনা কি, নিরঞ্জন? আদেশ কর; তুমি আমার নিকট প্রার্থনা ক'রবে!

নির। তা নয় ত কি, কালাচাঁদ! তুমি এখন সেনাপতি—গৌড় রাজ্যের ভাবী বাদসাহ,তোমার নিকট কি বন্ধুত্বের দাবি চলে! যে দরিদ্র, বড় লোকের কাছে বাল্যবন্ধুত্বের পরিচয় দেয়, তা'র মত মূর্খ জগতে আর কেউ আছে ব'লে মনে করিনি!

কালা। নিরঞ্জন! তুমিও আমাকে ত্যাগ ক'রলে? এ কথা তোমার কাছে শু'নব, তা' যে কখন স্বপ্নেও ভাবি নি।

নির। আমিও যে তোমার মুখে এই সব শু'নব—তোমার এই সব কার্য্য প্রত্যক্ষ ক'রব—তা' স্বপ্নেও কখন ভাবি নি।

কালা। ভাই! ভাই! আমার সব গেছে! আছে শুধু খুড়ো, আর তুমি। তোমরা আমাকে ত্যাগ ক'র না' ভাই!

নির। এখন বল—আমার একটি কথা রা'খবে?

কালা। বল—বল, আমার প্রাণ দিয়েও তোমার অনুরোধ রক্ষা ক'রব!

নির। তুমি উড়িষ্যা আক্রমণ ক'রছ—কর, ক্ষতি নাই। উড়িষ্যা বঙ্গ রাজ্যভুক্ত কর—লুণ্ঠন কর—হত্যা কর—অগ্নি প্রদান কর—দেশ শ্মশান কর—আপত্ত নাই;—কিন্তু—

কালা। জগন্নাথ দেবের মন্দির অপবিত্র ক'র না—দারুব্রহ্ম ভস্মীভূত ক'র না—এই কথা ত?

নির। এই আমার অনুরোধ।

কালা। তোমার অনুরোধ রক্ষায় আমি অক্ষম! জগন্নাথের বিগ্রহ ভস্মীভূত করাই আমার উড়িষ্যা আক্রমণের মুখ্য উদ্দেশ্য।

নির। তা' হ'লে আমার কথা রা'খবে না?

বামা। বাপু হে' তোমার জগন্নাথ যদি নারায়ণই হ'ন, তিনি নিজেই নিজেকে রক্ষা করুন না কেন? তিনি কি বাতে পঙ্গু হ'য়েছেন যে তাঁর রক্ষার জন্য তোমাকে ওকালতি ক'রতে হবে।

কালা। ঠিক ব'লেছ খুড়ো! যদি তিনি দেবতাই হ'ন, যদি তাঁ'র ক্ষমতাই থাকে, তিনি নিজেকে নিজেই রক্ষা করুন!

নির। উত্তম—তবে বিদায়!

কালা। বিদায়—এর মধ্যে! কোথায় যাবে?

নির। উড়িষ্যায়।

কালা। উড়িষ্যায় কেন?

নির। তোমার বিরুদ্ধে পুরুষোত্তমের মন্দির রক্ষা ক'রতে। হিন্দু আমি—ব্রাহ্মণ আমি—আজ হ'তে যথাসাধ্য তোমার অত্যাচার নিবারণের চেষ্টা ক'রব। পুরুষোত্তমে তোমার সহিত খড়্গে খড়্গে সাক্ষাৎ হ'বে।

কালা। উত্তম—নিরঞ্জন! মনে আমার বরাবর এক ক্ষোভ আছে, যে কখন সমকক্ষ যোদ্ধা বৈরীরূপে পেলুম না। এই বার বুঝি আমার সেই সাধ পূর্ণ হয়!

নির। আমার উদ্দেশ্য সফল হ'বে না জানি, কিন্তু তবুও যথাশক্তি তোমাকে বাধা দেবার চেষ্টা ক'রব। যদি মরি, প্রাণে শান্তি থা'কবে যে স্বধর্ম্ম রক্ষা ক'রতে এই ছার প্রাণ ত্যাগ ক'রেছি!

কালা। বেশ নিরঞ্জন! আমি তোমার এ প্রস্তাব সমর্থন করি। এক্ষণে এস—তুমি ক্লান্ত, বিশ্রামাদি ক'রবে এস।

নির। বিশ্রাম!—তোমার বাটীতে! যদি কখন তোমার অত্যা-

চারস্রোত নিবারিত হয়, যদি কখন ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুর ধর্ম্মের আঘাত দিতে নিবৃত্ত হও, যদি কখন তোমার মনে অনুতাপের উদয় হয়, সেই দিন তোমায় আবার আলিঙ্গন ক'রব। শোন কালাচাঁদ! আজ হ'তে নিরঞ্জন আর তোমার বন্ধু নয়—তোমার মহাশত্রু!

[প্রস্থান।

কালা। নিরঞ্জন!—নিরঞ্জন!

[প্রস্থান।

বামা। কেমন বেটি! থাক জিব বার ক'রে—এই বার জিব টেনে ছিঁড়ে ফে'লুক। বেটা আমার, বেঁকে চুরে ত্রিভঙ্গ হ'য়ে আছেন—দিক বাঁকা সোজা ক'রে, আমি মনের সাধে দেখি!

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

কালাচাঁদের বাটীর কক্ষ

দুলারি ও মতিয়া।

দুলারি। এ কি হ'ল মতিয়া! এমন দেবচরিত্র স্বামীর এ অপরূপ পরিবর্ত্তন কেন হ'ল? কেন উনি আমাকে বিবাহ ক'রলেন? বিবাহ ক'রলেন ত ধর্ম্মত্যাগ ক'রলেন কেন?' ধর্ম্মত্যাগ ক'রলেন ত হিন্দুর উপর এ নির্য্যাতন কেন? সহস্র

কণ্ঠের অভিশাপ, দিবানিশি আমার মস্তকের উপর বর্ষিত-হ'চ্ছে। না জানি আমার অদৃষ্টে কি আছে!

মতিয়া। এ সমস্ত অত্যাচার নিবারণ কর্ত্তে, তুমি রায় সাহেবকে অনুরোধ কর না কেন?

দুলারি। অনুরোধ ক'রব! কত বার সকাতরে অনুরোধ করেছি—তাঁর পায়ে ধ'রে কেঁদেছি, কিন্তু তিনি পাষাণ! কোন কথাই কাণে তোলেন নি, বরং তাঁ'র বিরক্তি উৎপাদন ক'রেছি মাত্র!

মতিয়া। তবে কি হবে?

দুলারি। আমি ত কোন উপায়ই দে'খছি না! স্বধর্ম্মীর উপর বিজাতীয় ক্রোধই এই অমানুষিক অত্যাচারের কারণ। উনি সর্ব্বদাই চিন্তাযুক্ত, রাত্রে নিদ্রা হয় না, যদি বা হয়—ত 'সরমা সরমা' শব্দে চীৎকার ক'রে জেগে উঠেন! কখন বা মা'র নাম উচ্চারণ ক'রে শিশুর ন্যায় ক্রন্দন করেন! কি হ'বে মতিয়া! আমার কি হ'বে?

মতিয়া। তাই ত, সাজাদি! কি হ'বে?

দুলারি। মতিয়া! তুই ত খুব বুদ্ধিমতী, তুই, ও কি এর কোন উপায় ক'রতে পারিস না?

মতিয়া। কি উপায় ক'রব, সাজাদি!

দুলারি। আচ্ছা মতিয়া! ক'দিন থেকে তুই যেন কেমন কেমন হ'য়েছিস কেন বল দেখি?

মতিয়া। কি আবার হ'ব!

দুলারি। যেন তুই কি ভাবিস? তোর সে স্ফূর্ত্তি নেই, চ'খের কোণে কালি, সদাই যেন ছম্‌ছমে ভাব!

মতিয়া। তোমার এক কথা! ওই খুড়ো আ'সছে। রায় সাহেব খুড়োকে খুব মান্য করেন। বোধ হয় উনি যদি অনুরোধ করেন, তা' হ'লে এ সমস্ত অত্যাচার নিবারিত হ'তে পারে। তুমি এক বার ওঁকে ব'লে দেখ দেখি!

(বামা খুড়োর প্রবেশ।)

বামা। কি রে ছুঁড়ি! বড় যে চেত্তা খে'য়ে চ'লতিস? এখন গুমোর ভা'ঙ্গল ত?

দুলারি। কি হ'য়েছে খুড়ো?

বামা। ওই মতিয়া ছুঁড়ী—গুমোরে ধরা শরা দে'খতেন! কেমন, এখন হ'ল?

মতিয়া। কি হ'ল?

বামা। আ মর্—ভাঙ্গে ত মচকায় না! কেমন, লটুকে প'ড়লে ত! বুড়োর কথা ফ'লল ত!

দুলারি। মতিয়া! সত্যিই ম'জেছিস না কি? কে সে ভাগ্যবান্?

মতিয়া। কেন শোন ওর কথা! ও মিন্সের ওই রকম ঠাট জান না?

বামা। ঢা'কবার চেষ্টা ক'রলে কি হ'বে রে ছুঁড়ি! তোর চ'খ যে সব ব'লে দিচ্ছে!

দুলারি। তাই বটে! মতিয়াকে ক'দিন থেকে কেমন কেমন দে'খছি, কে সে খুড়ো!—যা'র পায়ে মতিয়া প্রাণ ঢেলে দিয়েছে?

বামা। মেয়ে মানুষ মজাবার মন্ত্র জগতে আর কে জানে বল? জানেন শুধু তোমার উনি—আর ওঁর সেই প্রাণের বন্ধুটি!

দুলারি। তবে কি নিরু ঠাকুরপো এসেছেন? আহা! তাঁ'কে দে'খবার আমার বড় ইচ্ছা। বেশ হ'য়েছে, মতিয়া সুপাত্রেই আত্মসমর্পণ ক'রেছে! এ কথা আমাকে এত দিন ব'লিস নি কেন, মতিয়া? কই—নিরু ঠাকুরপো কোথায়? তাঁ'কে এক বার ডেকে আন না, খুড়ো!

মতিয়া। আমি চ'ললমু।

দুলারি। যাবি এখন, দাঁড়া না!

বামা। আর যে'তে হ'বে না—সে দফায় এখন গয়া! সে কেলের মত অমন বেতরিবৎ নয়, যে মনে ক'রলেই অমনি পে'ড়ে ফে'লবি। দাঁড়া—আগে শূল টুলের বন্দোবস্ত হ'ক!

দুলারি। আচ্ছা, তুমি তাঁ'কে এক বার আ'সতে বল না।

বামা। সে পগার পার—পত্র পাঠ বিদায়!

দুলারি। কেন—কি হ'ল? তিনি কোথায় গেলেন?

বামা। উড়িষ্যায়।

দুলারি। উড়িষ্যায়! সেখানে কেন?

বামা। প্রিয় বন্ধুকে তরোয়ালের বহর দেখাতে!

দুলারি। সর্ব্বনাশ!

মতিয়া। আমার কায আছে—আমি চ'ললুম!

[প্রস্থান।

বামা। উনি ব'ললেন, জগন্নাথ পুড়িও না, ইনি ব'ললেন পোড়াবই। আর কি—তিনি অমনি জগন্নাথ রক্ষা ক'রতে ছু'টলেন! দুটোই বোকা—দুটোই হাঁদারাম! আমি জা'নতুম নিরে ছোঁড়ার একটু ছিটে ফোঁটা বুদ্ধি শুদ্ধি আছে। তা' হ'বে কোথা থেকে? ও দুটোই যে যণ্ডামার্ক! তোদের ক্ষমতাই বা

কি বল ত ! একটা হেঁচকির ওয়াস্তা ! এইতেই হেন করেঙ্গা— তেন করেঙ্গা ! হে'সে আর বাঁচি নি। পোড়াবিই বা কাকে— আর রক্ষা ক'রবিই বা কাকে ? দূর হতভাগারা !

তুলারি। খুড়ো ! তুমি ত হিন্দু—তুমি ত ব্রাহ্মণ—তোমাকে ত উনি মান্য করেন, এই সমস্ত অত্যাচার নিবারণ ক'রবার জন্য তুমি কেন ওঁকে অনুরোধ কর না ! তোমার চ'খের উপর, তোমাদের দেবতার উপর অত্যাচার হ'চ্ছে, আর কি ওঁকে এক কথাও ব'লবে না ?

বামা। আমার ব'য়ে গেছে ! যে সমস্ত দেবতার আত্মরক্ষা ক'রবার ক্ষমতা নেই, সে সমস্ত দেবতার নাম পৃথিবী হ'তে লোপ পাওয়াই উচিত !

তুলারি। কি ব'লছ ?

বামা। তাঁ'রা যদি সক ক'রে মানুষের অত্যাচার স'ন, কে কি ক'রবে ?

তুলারি। তবু তুমি কি একটা কথাও ব'লবে না ?

বামা। একটা কথাও না ! এ যে প্রথম জোয়ারের মুখ—এ স্রোত ফেরায় কা'র সাধ্য ! দু'দিন বাদে ধাক্কা খেয়ে আপনিই ফি'রবে। কা'কেও কিছু ব'লতে হ'বে না।

(কালাচাঁদের প্রবেশ।)

কালা। তাই ত খুড়ো ! নিরঞ্জন এল আর চ'লে গেল ! আমার মনটা বড় খারাপ হ'য়ে গেছে ! দুনিয়ার সকলেই আমায় ত্যাগ ক'রলে, বাকি শুধু তুমি !

বামা। তা' আমার একটা ব্যবস্থা না ক'রলে আমিও আর থা'কছি কই!

কালা। তোমার আবার কি ব্যবস্থা?

বামা। ছিল একটা মতিয়া ছুঁড়ী—তা'র সঙ্গে দুটো প্রেমালাপ ক'রে দিন কাটাতুম, তা' সেটাও ত পরনারী হ'য়ে গেল!

কালা। পরনারী কি?

বামা। আর কি—তোমার বন্ধুবরের জন্যে ত তা'র প্রাণ যায়!

কালা। হ্যাঁ! দুলারি এ কথা সত্য?

দুলারি। খুড়ো ব'লেছেন বটে! তা' হ্যাঁগা, ঠাকুরপো এল আর, আমার সঙ্গে দেখা না ক'রেই চ'লে গেল!

কালা। হ্যাঁ—সে উড়িষ্যায় আমার সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে দারুব্রহ্ম রক্ষা ক'রতে গেল!

দুলারি। না হয় বন্ধুর মানই রা'খলে—জগন্নাথের মূর্ত্তি না হয় ধ্বংস নাই ক'রলে!

কালা। জগন্নাথের মূর্ত্তি নাশ আমার সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন!

দুলারি। তুমি কি আমাকে ওই ভিক্ষাটি দেবে না?

কালা। আর কি দেব? আমি যে তোমার চরণে আমার সর্ব্বস্ব অর্পণ ক'রেছি! স্নেহময়ী জননীকে উন্মাদিনী ক'রেছি, প্রাণসমা পত্নীকে দেশত্যাগিনী ক'রেছি, প্রিয়বন্ধুকে শত্রু ক'রেছি, আত্মীয় স্বজনকে পর ক'রেছি, ধর্ম্মত্যাগ ক'রেছি, নিজের জীবন শ্মশান ক'রেছি! আর কি আছে? আর কি চাও? বাকি শুধু প্রাণ! বল ত নিজের হাতে হৃৎপিণ্ড ছিঁড়ে তোমার চরণে অর্পণ করি। দুলারি!—প্রিয়তমে! কেঁদ না; আমি না বুঝে তোমায় রূঢ় কথা ব'লেছি, আমায়

ক্ষমা কর! আমি একরূপ উন্মত্ত, পাগলের কথায় তুমি রাগ ক'র না, দুলারি!

দুলারি। রাগ ক'রব? কেন, তোমার অপরাধ কি? আমিই এ সমস্ত সর্ব্বনাশের কারণ! আমি তোমার জীবন অশান্তিপূর্ণ ক'রেছি, মার কোল থেকে ছেলে কেড়ে নিয়েছি, সতীর বুক হ'তে স্বামী নিয়েছি, তোমায় ধর্ম্মচ্যুত ক'রেছি, তোমার স্বজাতির উপর অত্যাচারের কারণ হ'য়েছি! আমায় বধ কর—তোমার পায়ে ধরি আমায় বধ কর, এ বিষবল্লরীকে সমূলে ছেদন কর।

কালা। দুলারি!—দুলারি!—প্রিয়তমে! অমন কথা ব'ল না, তোমার পবিত্র প্রেমেই এই সংসারমরুতে আমার এক মাত্র শান্তিপাদপ—আমার অন্ধকারময় জীবনে তুমিই এক মাত্র ধ্রুব-তারা! মাঝে মাঝে যখন আমার আত্মনাশের ইচ্ছা বলবতী হয়, শুধু তোমার মুখখানি মনে ক'রেই আমি সব ভুলে যাই, আবার আমার জীবনে মমতা আসে।

দুলারি। তা' যদি হয়, প্রিয়তম! তবে রাজ্যের আশা ত্যাগ কর—ঐশ্বর্য্য ত্যাগ কর—পদমর্য্যাদা ত্যাগ কর! চল আমরা দূরে—বহু দূরে—সৃষ্টির শেষপ্রান্তে—জনকোলাহলের বাইরে চ'লে যাই!

কালা। যাব—কিন্তু বিলম্ব আছে। তুমি মনে ক'র না, যে আমি শুধু জিঘাংসার বশবর্ত্তী হ'য়ে হিন্দুর উপর এই অত্যাচার ক'রছি। তুমি ত জান, দুলারি! আমি প্রাণে প্রাণে হিন্দু! এখনও আমরা দু'জনে হবিষ্যান্ন ভিন্ন অন্য কিছু আহার করি না।

দুলারি। তবে হিন্দুর উপর এ অত্যাচার কেন ?—তাদের বলপূর্ব্বক মুসলমান ক'রছ কেন ? তাদের ধর্ম্মে আঘাত দিচ্ছ কেন !

কালা। শু'নবে—শু'নবে কেন ? ভারতবর্ষে [illegible] ও হিন্দু দুই জাতির স্থান নাই। থা'ক—সে কথা এখন নয়। কারণ আছে—কার্য্য আছে—কর্ত্তব্য আছে !

বামা। হাঃ—হাঃ—হাঃ—আমার ত ইচ্ছে আমি রাজা হ'য়ে পায়ের উপর পা দিয়ে বসি। তা'র জন্য কত ফন্দি করি—কত জালজুচ্চুরি ফেরেববাজি করি—কত লোকের গলা কাটি ! মনে করি হ'য়ে এল, ব'স—কোথা থেকে কি হ'ল, সব ফেঁসে গেল ! হাঃ—হাঃ—হাঃ—আমরা আবার বুদ্ধির বড়াই করি ! ও যত জারিজুরি, তাঁ'র কাছে কিছু টেঁকে না—কিছু টেঁকে না ! আমরা জলের বুদ্‌বুদ বই ত নয়—জলেই মিশিয়ে যাব !

কালা। দুলারি ! চাঁদ খাঁকে আমি ডা'কতে পাঠিয়েছি, তিনি এখনি আ'সবেন। তুমি অন্তঃপুরে গমন কর। খুড়ো ! আমি কেন তোমার মত চিন্তাশূন্য সদানন্দ হ'তে পারলুম না !

(দুলারির প্রস্থান ও চাঁদ খাঁর প্রবেশ।)

বামা। এ কি রকম কথা হ'ল বাবাজি, তোমার ধনদৌলত, সৈন্যসামন্ত, হাঁকডাঁক, ডাইনে বাঁয়ে চিনির নৈবেদ্য আমার লক্ষ্মী সরস্বতী বউমাদ্বয়, এততেও তুমি আমার অবস্থায় ঈর্ষান্বিত ! তারিফ আছে বাবা !

চাঁদ। সেলাম নবাব সাহেব ! সেলাম পণ্ডিতজি !

কালা। আইয়ে খাঁ সাহেব! মেজাজ সরিফ্!

চাঁদ। অসময়ে আমাকে স্মরণ ক'রবার কারণ কি?

কালা। বিশেষ প্রয়োজন আছে। উড়িষ্যা অভিযানের সমস্ত প্রস্তুত?

চাঁদ। আমি ত পূর্ব্বেই নিবেদন ক'রেছি, যে আরও এক সপ্তাহ সময় আবশ্যক!

কালা। তা' হ'বে না, খাঁ সাহেব! আমি আর তিন দিন মাত্র সময় নষ্ট ক'রতে পারি। অধিক বিলম্ব ক'রলে উড়িষ্যা জয় বড় সহজ হ'বে না!

চাঁদ। কেন—এর কারণ কি?

কালা। আমার প্রিয়বন্ধু নিরঞ্জন আমার বিরুদ্ধে জগন্নাথদেবের মন্দির রক্ষা ক'রবার জন্য যাত্রা ক'রেছেন। নিরঞ্জনের তুল্য যুদ্ধবিশারদ বীর এখন বঙ্গে কেউ আছে ব'লে আমি জানি না। আমি তা'কে মুকুন্দদেবের সৈন্যগণকে শিক্ষিত ক'রে নেবার সুযোগ দিতে ইচ্ছা করি না।

চাঁদ। উত্তম—তিন দিনের মধ্যেই আপনি সমস্ত প্রস্তুত পা'বেন।

কালা। আর এক কথা! আমরা দুই দিক হ'তে আক্রমণ ক'রব। আমি রাজধানী আক্রমণ ক'রে মুকুন্দদেবকে নিযুক্ত রা'খব, আপনি ঐ সুযোগে নিরঞ্জনকে আক্রমণ ক'রে মন্দির ধ্বংস ক'রবেন। আর বিশেষ অনুরোধ—দারুময় বিগ্রহ অগ্নিতে ভস্মীভূত ক'রবেন!

চাঁদ। আমার ইচ্ছা, রাজধানী আক্রমণের ভার আমায় প্রদান ক'রে, শেষোক্ত কার্য্য আপনি নিষ্পন্ন করুন।

কালা। কেন, খাঁ সাহেব! মন্দির ধ্বংসই ত সহজ কার্য্য।

শিক্ষিত সৈনিকের অধিকাংশই, রাজধানীরক্ষার্থ নিযুক্ত থা'কবে, একথা নিশ্চয়।

চাঁদ। বিপদজনক কার্য্যে চাঁদ খাঁ কখন ভীত নয়!

কালা। তবে আপনার আপত্ত কি?

চাঁদ। কারণ নাই বা শু'নলেন, নবাবসাহেব! মন্দির ধ্বংস ক'রতে আমি অপারক!

কালা। আপনি আমার অনুরোধ উপেক্ষা করেন?

চাঁদ। এ শিক্ষা ত আপনারই নিকট লাভ ক'রেছি, নবাব সাহেব। এক দিন আপনিই উড়িষ্যা আক্রমণ ক'রতে বাদসাহের অনুরোধ উপেক্ষা ক'রেছিলেন!

কালা। তখন আমি হিন্দু ছিলেম, কিন্তু আপনি ত মুসলমান।

চাঁদ। হ্যাঁ—আমি যথার্থ মুসলমান, নিজের ধর্ম্মে বিশ্বাস রাখি, সেই জন্য অপরের ধর্ম্মে আঘাত দিতে প্রস্তুত নই! আমি নিজের দেবালয়কে ভক্তির চক্ষে দেখি, তাই অপরের দেবালয় অপবিত্র করাকে—আমি পাপ ব'লে মনে করি।

কালা। নিশ্চয়ই আপনি মুসলমান ন'ন।

চাঁদ। আমি মুসলমান বটে, তবে আপনার মত নাস্তিক নই!

কালা। কি চাঁদ খাঁ!

চাঁদ। ধীরে—নবাব সাহেব! ধীরে। আমি আবার মুক্তকণ্ঠে ব'লছি, আপনি হিন্দু ন'ন—মুসলমান ন'ন—আপনি নাস্তিক! যদি কোন ধর্ম্মভাব আপনার মনে থা'কত, তা'-হ'লে আপনি কখন কোন জাতির ধর্ম্মে এরূপ আঘাত দিতে পা'রতেন না—তা' হ'লে বোধ হয়, এরূপ অমানুষিক অত্যাচারে কখন লিপ্ত হ'তে পা'রতেন না!

কালা। চাঁদ খাঁ!—চাঁদ খাঁ! পিতৃবন্ধু তুমি; কিন্তু মানবধৈর্য্যেরও একটা সীমা আছে। এখনও সাবধান হও! নইলে তোমার শ্বেত শ্মশ্রুর সম্মান আমি ভুলে যাব!

চাঁদ। কা'কে ভয় দেখাও তুমি, কালাচাঁদ! চাঁদ খাঁ জীবনে ভয় কথা কখন শোনে নি। আজ একটা স্বধর্ম্মত্যাগী নাস্তিক সয়তানকে ভয় ক'রবে!

কালা। অসহ্য!—অস্ত্র লও, বৃদ্ধ!

(অসি নিষ্কাশন)

চাঁদ। স্থির হও, উদ্ধত যুবক! এখনও আমি বাদসাহের ভৃত্য—এখনও তুমি আমার উপরিতন কর্ম্মচারী—এখনও তোমার সহিত আমার দ্বন্দ্বযুদ্ধ নিষিদ্ধ। এই নাও তোমাদের কলঙ্কিত তরবারি! আর আমি বাদসাহের ভৃত্য নই, আমি উড়িষ্যায় চ'ললুম, যবন হয়ে হিন্দুর দেবালয় রক্ষা ক'রতে চ'ললুম! আশা করি, সেই স্থানে সেনাপতির সহিত এ বৃদ্ধের বল পরীক্ষা হ'বে!

[প্রস্থান।

কালা। তাই ত! চাঁদ খাঁ ও নিরঞ্জন একত্রিত হ'য়ে সৈন্য চালনা ক'রলে যুদ্ধজয় ত সহজ হ'বে না! আর মুহূর্ত্ত মাত্র বিলম্ব না ক'রে কা'ল প্রাতেই যাত্রা ক'রব। অতর্কিতে উড়িষ্যার বুকে বাজের মত প'ড়ব!

[প্রস্থান।

বাম্না। বেটা বুঝি পাসমোড়া দিয়ে শুচ্ছে,—আত্মরক্ষার একটু

একটু যোগাড় ক'রছে দে'খতে পাই ! দেখা যা'ক—কতদূর কি হয় !

[প্রস্থান ।

পঞ্চম দৃশ্য

দুলারির কক্ষ

দুলারি ও মতিয়া

দুলারি । মতিয়া ! তুই হ'লি কি ? ভেবে ভেবে কি শরীরটে মাটি ক'রবি ! তোর সে বর্ণ নেই, সে চঞ্চলতা নেই, মুখের সে সদা প্রফুল্ল হাসি নেই ! আছে শুধু অনন্ত ভাবনা—শ্বেত শুষ্ক হাসি—আর বিষাদের ঘন ছায়া ! ছিঃ—ও রকম ক'রলে ক'দিন বাঁ'চবি ?

মতিয়া । উপদেশ দেওয়া বড় সোজা, সাজাদি ! আমিও এক দিন ঐ রকম ক'রে উপদেশের ছড়া আওড়েছিলুম, মনে আছে কি ?

দুলারি । কিছু ভুলি নি, বোন ! তোর অবস্থা আমি যে রকম বু'ঝব এমন আর কেউ পা'রবে না । আমি ওকে সমস্ত কথা খু'লে ব'লেছি ।

মতিয়া । ছিঃ ছিঃ ছিঃ—কি লজ্জা !

দুলারি । আগে প্রাণে বাঁচ, তা'র পর লজ্জা করিস্ । শু'নে তি

বড় আহ্লাদিত হ'য়েছেন। এখন তোদের দু'হাত এক ক'রে দিতে পা'রলে বাঁচি।

মতিয়া। তা' হয় না, সাজাদি!

দুলারি। কেন হয় না!

মতিয়া। আমি যে যবনী!

দুলারি। আর আমি বুঝি ব্রাহ্মণকন্যা ছিলুম!

মতিয়া। ইনি নবাব সাহেবের মত ন'ন। স্বধর্ম্মের জন্য প্রাণের বন্ধুর সঙ্গে যুদ্ধ ক'রতে গেলেন!

দুলারি। তোর নবাব সাহেবের ভিরকুটিই কি ভুলে গেছিস না কি?

মতিয়া। না সাজাদি! আমি সম্মত নই, আমি যেমন আছি তেমনি থা'কব। চাই শুধু মাঝে মাঝে তাঁকে দে'খতে, তাঁ'র দু'টো কথা শু'নতে, আর তাঁ'র প্রিয় কার্য্য ক'রতে। আর কিছু চাই না—আর কিছু চাই না!

দুলারি। নাও কথা! এ ধারে প্রাণ ফেটে ম'রছেন। আমি তৃষ্ণার জল দিতে চাই, তা'তেও রাজী ন'ন!

মতিয়া। জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত যে আমার সম্মুখে, সাজাদি! একজন যবনী বিবাহ ক'রে যা' হ'য়েছেন, তা' ত দেখ্‌তে পাচ্ছি! আর কেন? একটা জাতির সর্ব্বনাশের উপর আরও সর্ব্বনাশ করি কেন? তা'র চেয়ে আমার ক্ষুদ্র স্বার্থ বিসর্জ্জন দেওয়াই কি ঠিক নয়?

দুলারি। মতিয়া—মতিয়া! তুই দেবী—মানবী ন'স! এ কথা আমি বুঝি নি কেন? তুই আগে আমায় বলিস নি কেন?

মতিয়া। তখন ত আমার এ জ্ঞান হয় নি সাজাদি! এখন দেখে শিখেছি!

(নেপথ্যে গীত।)

(আমি) কোথা থেকে এসে, কোথা যাই ভে'সে,

কি আশার আশে জানি না।

দুলারি। আহা! কি সুন্দর গান! কে গাইছে?

মতিয়া। বোধ হয় কোন ভিখারী।

দুলারি। এক জন বাঁদীকে বল, ভিখারীকে যেন আমার কাছে ডেকে আনে।

[মতিয়ার প্রস্থান।

(নেপথ্যে গীত।)

মরমের তার গিয়াছে ছিঁড়িয়া,

মরমে সহিতে বেদনা॥

দুলারি। এমন গান ত কখনও শুনি নি! কে এই ভিখারি?

(ভিখারীবালকবেশে সরমা সহ মতিয়ার পুনঃ প্রবেশ।)

দুলারি। থে'ম না—থে'ম না, গাও—গাও।

গীত।

(আমি) কোথা থেকে এসে, কোথা যাই ভেসে,

কি আশার আশে জানি না।

মরমের তার গিয়াছে ছিঁড়িয়া,

মরমে সহিতে বেদনা।

সুখ সাধ সব ফুরায়ে গিয়াছে,

হৃদয় আমার শ্মশান হ'য়েছে,

(সেই) শ্মশান ধ'রিয়ে থাকিব প'ড়িয়ে,

তাতে কেউ বাদ সে'ধ না।

স্মৃতির যাতনা আর ত সহে না,

তবু কেন মন বুঝেও বুঝে না,

এ যাতনা বুঝি মধুতে মাখানা

স্মৃতিটুকু মোর মুছে দিও না।

তুলারি। সুন্দর—অতি সুন্দর! এ গান তুমি কোথায় পেলে? যেন প্রাণের তার আপনি বেজে উঠ'ছে। তুমি কে?

সরমা। আমি ভিখারী বালক।

তুলারি। এও কি সম্ভব! তুমি ভিখারী সেজেছ বটে, কিন্তু তুমি কখনও ভিখারী নও! ওরূপ নধর দেহ—ওরূপ কোমল বদন—ওই উজ্জ্বল প্রশান্ত নয়ন—কখন ভিখারীর হয় না! তুমি সত্য পরিচয় দাও।

সরমা! পরিচয়ে আপনার লাভ?

তুলারি। যদি তোমার কোন উপকার ক'রতে পারি।

সরমা। আপনার সখীকে স্থানান্তরে গমন ক'রবার আদেশ দিন।

তুলারি। মতিয়া!

[মতিয়ার প্রস্থান।

তুলারি। এই বার তোমার পরিচয় দাও।

সরমা। সত্যই আমি ভিখারী নই—আপনার সহিত সাক্ষাৎ ক'রবার জন্য ভিখারী সেজেছি মাত্র।

তুলারি। কেন?

সরমা। আমার কোন প্রার্থনা আছে।

তুলারি। বল।

সরমা। আপনি বোধ হয় অবগত আছেন, যে আপনার স্বামীর এক হিন্দু স্ত্রী আছে।

দুলারি। জানি। তাঁ'র সঙ্গে দেখা ক'রতে, তাঁ'র সেবা ক'রতে আমার বড় সাধ যায়! কিন্তু তিনি নিরুদ্দেশ! শত সন্ধানেও তাঁ'র কোন সংবাদ পাওয়া যা'চ্ছে না। তাঁ'র জন্য আমার স্বামীর জীবন অশান্তিময়!

সরমা। (স্বগত) হৃদয়! ধীরে স্পন্দন কর! (প্রকাশ্যে) আমি তাঁ'র ভ্রাতা, তাঁ'রই নিকট হ'তে এক প্রার্থনা নিয়ে আপনার নিকট উপস্থিত হ'য়েছি।

দুলারি। ভাই—ভাই! বল—আমার বহিন কোথায় বল, আমি স্বয়ং গিয়ে, পায়ে ধ'রে তাঁ'কে নিয়ে আসি।

সরমা। ব্যস্ত হ'বেন না, সাজাদি! সময়ে তাঁ'র সাক্ষাৎ পা'বেন। এক্ষণে এ সমস্ত কথা, যেন কোন দ্বিতীয় ব্যক্তির কর্ণগোচর না হয়, এই আমার সকাতর প্রার্থনা!

দুলারি। তা'ই হ'বে। এক্ষণে বহিনের আদেশ আমায় জ্ঞাপন কর।

সরমা। আপনি দয়াবতী, কিন্তু হিন্দুর উপর আপনার স্বামীর এই সমস্ত অমানুষিক অত্যাচার নিবারণের চেষ্টা করেন না কেন?

দুলারি। ক'রেছি—অনেক চেষ্টা ক'রেছি, তাঁ'র পায়ে ধ'রে কেঁ'দেছি কিন্তু কোন ফলই হয় নি!

সরমা। আপনার আত্মত্যাগের কথা আমার ভগিনী তাঁ'র স্বামীর কাছে শু'নেছেন, আপনার উচ্চ হৃদয়ের অনেক নিদর্শন তিনি পে'য়েছেন। তাই তিনি সাহস ক'রে আমার দ্বারায় আপনার নিকট একটি প্রার্থনা ক'রেচেন।

দুলারি। প্রার্থনা নয়, ভাই! আদেশ বল। আমি তাঁ'কে স্বামী সঙ্গ-বঞ্চিতা ক'রেছি—তাঁ'র স্বামী কে'ড়ে নি'য়েছি—সুখের সংসার মরুভূমি ক'রেছি—সুখসুপ্ত দম্পতীর মাঝে চিরবিচ্ছেদের

ব্যবধান সৃজন ক'রেছি! আমি তাঁ'র নিকট বিশেষ অপরাধী, আমি তাঁ'র দাসী—আমি তাঁ'র ছোট বহিন্! বল ভাই! তিনি কি চান?

সরমা। আপনার সাহায্য।

দুলারি। বল—বল, আমার প্রাণ দিয়েও যদি তাঁ'র তৃপ্তি হয়, আমি এখনই প্রস্তুত! যদি উনি ধর্ম্ম পরিত্যাগ না ক'রতেন, আমি তাঁ'র স্বামী তাঁ'কে দিয়ে, হা'সতে হা'সতে ম'রতে পা'রতুম!

সরমা। (স্বগত) যবনি! তুমি দেবী! আমি তোমার পদসেবারও যোগ্যা নই!

দুলারি। বল ভাই! আমায় কি ক'রতে হ'বে?

সরমা। নবাব সাহেব উড়িষ্যা আক্রমণে যা'চ্ছেন, জগন্নাথের বিগ্রহ ধ্বংসই তাঁ'র মুখ্য উদ্দেশ্য! তাঁ'র আবাল্যবন্ধুর অনুরোধ তিনি অগ্রাহ্য ক'রেছেন!

দুলারি। শু'নলুম বটে, তিনি বিগ্রহ রক্ষা ক'রতে বন্ধুর বিরুদ্ধে উড়িষ্যায় যাত্রা ক'রেছেন।

সরমা। তাঁ'র সে আশা বৃথা! অর্দ্ধশিক্ষিত উৎকলী সৈন্য নবাব সৈন্যের বিরুদ্ধে কত ক্ষণ দণ্ডায়মান হ'বে?

দুলারি। তবে কি উপায় হ'বে?

সরমা। আমি বিগ্রহ রক্ষা ক'রব। কিন্তু আপনার সাহায্যের প্রয়োজন।

দুলারি। তুমি!—তুমি বিগ্রহ রক্ষা ক'রবে?

সরমা। আশ্চর্য্য হ'চ্ছেন কেন, সাজাদি!

দুলারি। তুমি কোমলাঙ্গ বালক মাত্র!

সরমা। সত্য আমি বালক, কিন্তু আমি হিন্দু! ধর্ম্মবিশ্বাস বালকের

বাহুতে মত্ত হস্তীর বল প্রদান ক'রবে, বালকের প্রাণে সিংহের সাহস প্রদান ক'রবে। বলুন, আপনি আমাকে সাহায্য ক'রবেন ?

তুলারি। ক'রব। আমি প্রতিজ্ঞা ক'রছি, যে তোমাদের বিগ্রহ রক্ষা ক'রতে যদি আমাকে প্রাণও দিতে হয়, কিম্বা তা'র চেয়েও যা' কষ্টকর—যদি আমাকে স্বামী পরিত্যাগও ক'রতে হয়, আমি তা'ও ক'রব।

সরমা। ভগবান আপনার মঙ্গল করুন, এক্ষণে বিদায়।

তুলারি। না—তুমি যেও না। আমার সহিত তুমি উড়িষ্যায় যাবে। আমি তোমাকে আমার পাঞ্জা দেব, আমাদের সৈন্য তোমার কোন অনিষ্ট ক'রতে পা'রবে না! তা'র পর দু'জনে পরামর্শ ক'রে কার্য্য ক'রব!

সরমা। তবে তা'ই হ'ক—আপনার আজ্ঞা আমার শিরোধার্য্য!

তুলারি। এক্ষণে বিশ্রাম ক'রবে এস।

সরমা। চলুন।

[প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য

শ্রীমন্দিরের সম্মুখস্থ পথ

নির। শুন, উৎকলী বীরগণ! আর্য্যাবর্ত্তে উৎকলই এক মাত্র স্বাধীন রাজ্য। উৎকলই এখন সমগ্র হিন্দুর গর্ব্বের সামগ্রী—

আশা ভরসার স্থল! তা'র উপর উৎকলই স্বয়ং পূর্ণব্রহ্মের লীলাক্ষেত্র! আজ যবন তোমাদের সেই সাধীনতা লুপ্ত ক'রতে আ'সছে—তোমাদের শান্তি হরণ ক'রতে আ'সছে—তোমাদের ধনরত্ন লুণ্ঠন ক'রতে আ'সছে—তোমাদের স্ত্রীকন্যাভগিনীর মাননাশ ক'রতে আ'সছে! তোমরা কি এই সমস্ত নীরবে সহ্য ক'রবে? সমগ্র আর্য্যাবর্ত্তের আশাদীপ কি এই রূপে নির্ব্বাপিত হ'বে?

উৎকলী। কখন না—কখন না!

নির। যবন শুধু তোমাদের স্বাধীনতা হরণ ক'রেই তুষ্ট হ'বে না, —ধনরত্ন গ্রহণ ক'রেই নিবৃত্তি হবে না। তোমাদের প্রাণের প্রাণ—হৃদয়ের সুসার পূর্ণব্রহ্ম পুরুষোত্তমের শ্রীমন্দির চূর্ণ ক'রবে—তাঁ'র বিগ্রহ অগ্নিতে ভস্ম ক'রবে!

উৎকলী। যবনকে হত্যা কর—হত্যা কর!

নির। এ দৃশ্য দেখার চেয়ে মৃত্যু প্রার্থনীয় নয়?

উৎকলী। দেশের জন্য আমরা প্রাণ দিব!

নির। সকলে মহাপ্রভুর নাম স্মরণ ক'রে প্রতিজ্ঞা কর, যে প্রাণ থা'কতে যুদ্ধে পশ্চাৎপদ হ'বে না—শত্রুকে কখন পৃষ্ঠ প্রদর্শন ক'রবে না!

উৎকলী। জয় প্রভু জগন্নাথ—জয় প্রভু জগন্নাথ!

(চাঁদ খাঁকে বন্ধন করিয়া জনৈক প্রহরীর প্রবেশ।)

নির। এ কি! খাঁ সাহেব যে!

চাঁদ। সেলাম, রায় সাহেব!

নির। খাঁ সাহেবের বন্ধন উন্মোচন কর।

(বন্ধন উন্মোচন করণ।)

নির। আপনিই উৎকল অভিযানের সহকারী সেনাপতি। এরূপ সময়, এ দেশে মহাশয়ের আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা ক'রতে পারি কি?

চাঁদ। আগমন আপনার নিকট।

নির। আমার এ সৌভাগ্যের কারণ কি?

চাঁদ। আমার অসিকে আপনার আজ্ঞাধীন ক'রবার জন্য?

নির। কি ব'লছেন, খাঁ সাহেব!

চাঁদ। আমি সত্য কথাই ব'লছি, রায় সাহেব! নবাব সাহেব আমাকে পুরীর মন্দির ধ্বংস ক'রবার আদেশ প্রদান করেন আমি অসম্মত হই। এই কারণে তিনি আমায় অপমান করেন। পাঠান, অপমান কখন নীরবে সহ্য করে না! এ অপমানের প্রতিশোধ ল'ব—বন্ধুপুত্রের সহিত অসির ধার পরীক্ষা ক'রব—শেষে হিন্দুর দেবালয় রক্ষা ক'রতে জীবন বিসর্জ্জন ক'রব!

১ম উৎ-সৈন্য। আপনি মুসলমান হ'য়ে হিন্দুর মন্দির রক্ষা ক'রবেন, এ কেমন কথা!

চাঁদ। দেবালয় মাত্রেই পবিত্র, এতে হিন্দু মুসলমান নেই—পার্শি খৃষ্টান নেই। সকলেরই উদ্দেশ্য এক—সেই জগৎপিতা ঈশ্বরের আরাধনা।

২য় উৎ-সৈন্য। আপনি যে গুপ্তচর নন্, এ কিরূপে বু'ঝব?

চাঁদ। যোদ্ধার অসি ও বৃদ্ধের শ্বেত শ্মশ্রুই তা'র প্রকৃষ্ট প্রতিভূ।

৩য় উৎ-সৈন্য। সেনাপতি! যবনের চতুরতা আপনার অজ্ঞাত নয়, এর কথায় বিশ্বাস ক'রবেন না!

নির। স্থির হও! বিশ্বাস ক'রে মরাও ভাল। এস সেনাপতি!

—এস খাঁ সাহেব।—আপনাকে আলিঙ্গন করি। আপনার উদারতায় আমি মুগ্ধ! যদি সকল যবন আপনার মত হন, তা' হ'লে কি হিন্দু যবনে কখন বিবাদ হয়?

চাঁদ। রায় সাহেব! আপনি দিবারাত্র প্রস্তুত থাকুন। আপনি নবাব সাহেবকে জানেন না, কিন্তু আমি বিলক্ষণ জানি। তিনি আর মুহূর্ত্তকাল বিলম্ব ক'রবেন না—অতি শীঘ্র অতর্কিতে আপনাদের আক্রমণ ক'রবেন। এখন যদি সংবাদ আসে, যে যবনসৈন্য পুরীর দ্বারদেশে, তা'তেও আমি বিস্মিত হ'ব না!

(দূতের প্রবেশ।)

নির। কি দূত! এত ব্যস্ত কেন? সংবাদ কি?

দূত। আমাদের পরাজয় হ'য়েছে, মহারাজ প্রাণত্যাগ ক'রেছেন।

নির। এ্যাঁ—মুকুন্দদেব নিহত! রাজধানী শত্রুকরগত!

সকলে। হায় প্রভু জগন্নাথ!—হায় প্রভু জগন্নাথ!

দূত। কালাপাহাড় পুরী আক্রমণ ক'রতে আসছে।

নির। বল কি! এত শীঘ্র?

(জনৈক সৈনিকের প্রবেশ।)

সৈনিক। কালাপাহাড় আ'সছে—কালাপাহাড় আ'সছে!

নির। বীরগণ! প্রস্তুত হও। শ্রীমন্দির রক্ষার জন্য—স্ত্রীকন্যার মান রক্ষার জন্য প্রস্তুত হও। দেখ সকলে, গৌড়বাদসার একজন প্রধান সেনাপতি আজ তোমাদের স্বপক্ষে যুদ্ধ ক'রবেন! যবন আজ হিন্দুর দেবালয় রক্ষা ক'রতে প্রাণ বিসর্জ্জন ক'রতে এয়েছে! তোমরা হিন্দু হ'য়ে কি, জগন্নাথ দেবের জন্য অকাতরে প্রাণ দেবে না!

সকলে। নিশ্চয় দিব—নিশ্চয় দিব!

নির। তবে অগ্রসর হও, ব্যাঘ্রের ন্যায় অকুতোভয়ে শত্রুকটক ভেদ কর!

সকলে। জয় প্রভু জগন্নাথ—জয় প্রভু জগন্নাথ!

নির। খাঁ সাহেব! আপনার স্থান সৈন্যের পুরোভাগে।

চাঁদ। অগ্রসর হও—অগ্রসর হও।

সকলে। জয় জগন্নাথ—জয় পুরুষোত্তম!

[সকলের প্রস্থান।

(যবন সৈন্যগণের প্রবেশ।)

যবন-সৈ। আল্লা আল্লা হো!

(উৎকলী সৈন্যগণের প্রবেশ।)

উৎ-সৈ। জয় প্রভু জগন্নাথ!

[উভয় পক্ষের যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান।

(চাঁদ খাঁর প্রবেশ।)

চাঁদ। পলায়ন ক'র না—পলায়ন ক'র না! পলায়ন ক'রে কালাপাহাড়ের হাত হ'তে পরিত্রাণ পাবে না। হয় প্রাণ যাবে, নয় মুসলমান হ'তে হ'বে! দেখ, আমি মুসলমান হ'য়ে তোমাদের দেবালয় রক্ষা ক'রতে এসেছি! তোমরা হিন্দু, হিন্দুর মান রাখ প্রাণ দিয়ে দেবতার মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখ!

[প্রস্থান।

(নেপথ্যে সৈন্যগণ) মার—মার—যবন মার!

(কালাচাঁদের প্রবেশ।)

কালা। এ কি বীরগণ! শত সমরেও তোমরা পর্ব্বতের ন্যায় অটল। তোমাদের বাহুবলেই আজ গৌড়সম্রাট ভুবন

বিজয়ী! তোমরা সামান্য উড়িয়াদের সমরে আজ কম্পিত হ'চ্ছ! এই যে দু'দিন পূর্ব্বে তোমরা রাজধানী দখল ক'রেছ—মুকুন্দদেবকে নিহত ক'রেছ—মস্তকে বিজয় মুকুট ধারণ ক'রেছ! তবে আজ তোমরা হ'ঠছ কেন? বিশ্বাসঘাতক কাফের চাঁদ খাঁর মুণ্ড নখে ক'রে ছিঁড়ে ফে'ল—বাঙ্গালী ব্রাহ্মণটাকে রসাতলে দাও—সিংহবিক্রমে অগ্রসর হও—কাফেরদের মন্দির চূর্ণ কর—সনাতন ইসলাম ধর্ম্মের মান রক্ষা কর! এ পবিত্র কার্য্যে দেহত্যাগ ক'রলে—তা'কে হুরীরা হাত ধ'রে বেহস্তে নিয়ে যাবে, যুদ্ধে পশ্চাৎপদ হ'লে—ভাগ্যে অনন্ত দোজাক্!

[প্রস্থান।

(নেপথ্যে) আল্লা আল্লা হো!

(নিরঞ্জনের প্রবেশ।)

নির। সাবধান, উৎকলী বীরগণ! রণে ভঙ্গ দিও না। কালাপাহাড়ের গর্ব্ব চূর্ণ কর—শ্রীমন্দির রক্ষা কর! যবনকে দেখাও, হিন্দু ম'রতে জানে—ধর্ম্ম রক্ষা ক'রতে জানে! কি—তবু শু'নছ না! যে পৃষ্ঠ দেখাবে, আমি স্বহস্তে তা'র মুণ্ডচ্ছেদ ক'রব!

[প্রস্থান।

(বামা খুড়োর প্রবেশ।)

বামা। নারায়ণ!—নারায়ণ! এখনও নিদ্রা ত্যাগ কর—এখনও জাগরিত হও, নইলে হিন্দুধর্ম্ম লুপ্ত হয়!

(কালাচাঁদের প্রবেশ।)

কালা। আর কয়েক মুহূর্ত্ত—আমরা মন্দিরের দ্বারদেশে! এ কি

খুড়ো! তুমি এখানে? যাও—শিবিরে যাও, নইলে এখনি মারা যাবে!

বামা। মারা যাব?—গেলুমই বা! কিন্তু আজ দেখে যাব—নারায়ণ আছেন কি না?

(চাঁদ খাঁর প্রবেশ।)

চাঁদ। নবাব সাহেব! সেলাম!

কালা। বিশ্বাসঘাতক!—কাফের! পার যদি, আত্মরক্ষা কর!

চাঁদ। আমি প্রস্তুত!

(উভয়ের অসিযুদ্ধ, হঠাৎ হোঁচট লাগিয়া কালাচাঁদের পতন এবং বামা খুড়ো কর্ত্তৃক চাঁদ খাঁর হস্ত ধারণ।)

চাঁদ। ছেড়ে দাও, পণ্ডিতজি! আজ হিন্দুধর্ম্মের কণ্টক মোচন ক'রব—আজ অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণ ক'রব!

(হস্ত ছিনাইয়া লইয়া অসি উত্তোলন, হঠাৎ নিরঞ্জনের প্রবেশ ও আঘাত ব্যর্থ করণ।)

নির। ছি খাঁসাহেব! ভূপতিত শত্রুকে অস্ত্রাঘাত করা বীরের ধর্ম্ম নয়!

(কালাচাঁদের উত্থান।)

চাঁদ। বিশ্বাসঘাতক!—কাফের!

কালা। চাঁদ খাঁ! আমি প্রস্তুত!

চাঁদ। অপেক্ষা কর। অগ্রে এই বিশ্বাসঘাতক কুক্কুরটাকে বধ করি, তার পর তোমাকে হত্যা কর'ব। নিরঞ্জন রায়! পার যদি, আত্মরক্ষা কর!

(নিরঞ্জনকে আক্রমণ।)

নির। খাঁ সাহেব! নিরস্ত হ'ন। স্বপক্ষীয়ের সহিত যুদ্ধ ক'রবেন না! আমি শুদ্ধ আত্মরক্ষা ক'রছি, আপনাকে আঘাত করি নি।

চাঁদ। কাপুরুষ! তোকে পদাঘাত করি!

নির। কি!—এত স্পর্দ্ধা! তবে মর!

(চাঁদ খাঁর পতন ও মৃত্যু।)

কালা। আমাদের জয় হ'য়েছে! মন্দির চূর্ণ কর—দারুময় বিগ্রহ এই খানে আনয়ন কর!

(নেপথ্যে আল্লা আল্লা হো শব্দ।)

নির। সর্ব্বনাশ!—কি হ'ল!

(প্রস্থানোদ্যত)

কালা। কোথা যাও, নিরঞ্জন!

নির। ম'রতে!

[প্রস্থান।

কালা। নিরঞ্জন!—নিরঞ্জন!

বামা। কা'কে ডাক, কালাচাঁদ! তোমার আবাল্যবন্ধুকে?—যে তোমায় আসন্ন মৃত্যুর হস্ত থেকে এই মাত্র বাঁচিয়েছে তা'কে? বোধ হয় সে আর আ'সবে না—বোধ হয় তা'কে জীবনে আর দে'খতে পাবে না।

(জগন্নাথ দেবের বিগ্রহ লইয়া যবন সৈন্যগণের প্রবেশ।)

সৈন্য। এই নাও—সেনাপতি! সয়তানের কাঠের পুতুল।

কালা। উত্তম! তুমি না দারুব্রহ্ম? এখন পার যদি, আত্মরক্ষা কর! সৈন্যগণ! অগ্নি প্রজ্বলিত ক'রে কাষ্ঠ পুত্তলিকা দগ্ধ কর।

বামা। নারায়ণ!—নারায়ণ!

(যবন সৈন্যগণ কর্ত্তৃক অগ্নি প্রজ্বালন, সরমার স্কন্ধে ভর দিয়া রক্তাক্ত-কলেবর নিরঞ্জনের প্রবেশ।)

নির। পা'রলুম না!—রক্ষা ক'রতে পা'রলুম না! যবনের অপবিত্র করস্পর্শে দারুব্রহ্ম কলঙ্কিত হ'ল! মৃত্যু! কোথা তুমি? শীঘ্র আমাকে গ্রহণ কর!

কালা। নিরঞ্জন! নিরঞ্জন! তুমি সাংঘাতিক আহত! আমার শিবিরে চল!

নির। এক ভিক্ষা—বিগ্রহ আমাকে প্রদান কর! ভিক্ষা দাও—করযোড়ে প্রার্থনা ক'রছি, আমায় বিগ্রহ ভিক্ষা দাও!

কালা। দারুমূর্ত্তি অগ্নিতে নিক্ষেপ কর!

বামা। চক্ষু অন্ধ হও!

নির। নারায়ণ! তুমি কি নেই!

(প্রজ্বলিত অনলে যবন সৈনিকগণের মূর্ত্তি নিক্ষেপ।)

সরমা। নারায়ণ! হৃদয়ে বল দাও।

(হঠাৎ সরমার অগ্নিতে ঝম্প প্রদান ও বিগ্রহ লইয়া প্রস্থান।)

কালা। কাপুরুষ দল! কাষ্ঠপুত্তলিকার ন্যায় অচল কেন? শীঘ্র বিগ্রহ ছিনিয়ে নাও!

(অসিহস্তে দুলারির প্রবেশ।)

দুলারি। নিরস্ত হও! যে আর এক পদ অগ্রসর হ'বে আমি স্বহস্তে তা'কে বধ ক'রব!

সৈন্য। সাজাদি! সেলাম!

বামা। তবে না কি নারায়ণ নেই—তবে না কি দেবতা নেই—তবে না কি হিন্দুধর্ম্ম মিথ্যা!



পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

কালাচাঁদের অন্তঃপুরসংলগ্ন উদ্যান।

ব্রাহ্মণ।

ব্রাহ্মণ। এই সেই স্থান! শুনেছি প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে এই খানে বিচরণ করে। আজ যে রূপে হ'ক অভীষ্ট সিদ্ধ ক'রব। যে পিশাচীর জন্য অমন দেবতা রাক্ষস হ'য়েছে, যে রাক্ষসী সমস্ত দেশ শ্মশানে পরিণত ক'রেছে, যে যবনী আমাদের ধর্ম্মকর্ম্ম রসাতলে দিয়েছে, যে প্রেতিনী দেবদ্বিজের উপর এই অমানুষিক অত্যাচার ক'রছে, আজ তা'কে স্বহস্তে হত্যা ক'রে মনের জ্বালা মি'টাব। ওই না কে আ'সছে? যেরূপ অসামান্য রূপ দে'খছি, তা'তে ওই সেই মায়াবিনী, এ কথা নিশ্চয়! এই বার স্বকার্য্য উদ্ধার ক'রব! একটু অন্তরালে অপেক্ষা ক'রে সুযোগ অন্বেষণ করি।

[প্রস্থান।

(দুলারির প্রবেশ।)

দুলারি। ধিক্—আমায় সহস্র ধিক্! কি কুক্ষণে আমার জন্ম হ'য়েছিল, যে আমি একটা ধূমকেতুর ন্যায় জগতে শুদ্ধ অমঙ্গল বর্ষণ ক'রেই গেলুম! দিন দিন ওঁর অত্যাচার শত গুণ বৃদ্ধি পা'চ্ছে। ওঁর উচ্ছৃঙ্খল অমানুষিক অত্যাচারে সমগ্র মুসলমান শুদ্ধ—জগৎ ম্রিয়মাণ—যাঁ'কে দেবতা ভে'বে আমি চিরদিন পূজা করি—তাঁ'র ব্যবহারে আমারও ভক্তির ভিত্তি যে কেঁপে উ'ঠছে! কি কুক্ষণে ওঁকে দেখেছিলুম—কি কুক্ষণে ওঁর চরণে আত্মবলি দিয়েছিলুম—কি কুক্ষণেই ওঁর সঙ্গে আমার বিবাহ হ'য়েছিল। আমাকে বিবাহ না ক'রলে ত এমন হ'ত না! আমি সর্ব্বনাশীই যত অনিষ্টের মূল! ভগবান্! আমার কি মরণ নেই?

(ব্রাহ্মণের প্রবেশ।)

ব্রাহ্মণ। সত্যই কি তুমি ম'রতে চাও?

দুলারি। সত্যই আমি ম'রতে চাই। কিন্তু কে তুমি, তুমি কি-রূপে এ উদ্যানে প্রবেশ ক'রলে?

ব্রাহ্মণ। সে সব কথা জা'নবার আবশ্যক নেই। যদি ম'রবার ইচ্ছা থাকে—প্রস্তুত হও!

দুলারি। তুমি আমায় হত্যা ক'রবে?

ব্রাহ্মণ। হ্যাঁ—সেই উদ্দেশ্যেই এখানে এসেছি। তুমিই সমস্ত অনিষ্টের মূল! আজ সে মূল আমি স্বহস্তে উৎপাটন ক'রব।

দুলারি। হে ব্রাহ্মণ! তুমি আমার পরম বন্ধু! আত্মহত্যা মহাপাপ, নইলে বহুদিন পূর্ব্বে এ সর্ব্বনাশীর নাম জগৎ হ'তে বিলুপ্ত হ'ত। আমি প্রস্তুত, তোমার হস্তস্থিত ছুরিকা

অভাগিনীর বক্ষে আমূল বিদ্ধ ক'রে দাও—আমার সকল যাতনার অবসান হ'ক !

ব্রাহ্মণ। একি অপূর্ব্ব চরিত্র !

দুলারি। ব্রাহ্মণ! ইতস্ততঃ ক'রছ কেন ? আমাকে হত্যা কর—সকল অনিষ্ট নিরাকরণ কর—জগতে শান্তি আনয়ন কর !

ব্রাহ্মণ। একি ! আমার হাতের ছুরি কাঁপে কেন ! মন আর্দ্র হয় কেন !

দুলারি। বৃদ্ধ ! বিলম্ব ক'র না ! তোমাদের ধর্ম্মের—জাতির—দেবতার নির্য্যাতন ভুলে যেও না।

ব্রাহ্মণ। সত্য কথা ! কুহকিনীর কুহকে আমি মুগ্ধ হ'য়েছিলুম ! মন ! কঠিন হও—নারায়ণ ! আমার বাহুতে বল দাও !

(ছুরিকা উত্তোলন—সরমার বেগে প্রবেশ ও ব্রাহ্মণের হস্ত ধারণ ।)

সরমা। এরূপ পৈশাচিক কার্য্যে নারায়ণের সাহায্য প্রার্থনা ক'র না ! জিব খ'সে যাবে !

ব্রাহ্মণ। ছেড়ে দাও—আমার হাত ছেড়ে দাও !

(হাত ছাড়াইবার চেষ্টা ও সরমার উষ্ণীষ ভূপতিত হওন।)

দুলারি। একি—একি অপূর্ব্ব শোভা! উষ্ণীষবিহীন মস্তকে ধরণীচুম্বনকারী জলদজালনিভ নিবিড় কেশরাশি কোথা থেকে এল ! আমি কি স্বপ্ন দে'খছি—না কোন ঐন্দ্রজালিক ক্ষমতায় আমার দৃষ্টিশক্তি আবদ্ধ হ'য়ে, আজ চক্ষের উপর এই মনোহারিণী দেবীমূর্ত্তি প্রতিফলিত ক'রে দিচ্ছে ! বল—বল ভাই ! কে তুমি মানবরূপ ধারণ ক'রে আমায় ছলনা ক'রছ ?

ব্রাহ্মণ। কে তুই পাপিষ্ঠা—আমার পুণ্যকার্য্যে বাধা দিলি ?

সরমা। পুণ্যকার্য্য ব'ললে কি ক'রে ব্রাহ্মণ! গুপ্তহত্যা যদি পুণ্যকার্য্য হয় ত মহাপাতক কি তা' আমি জানি না! তুমি না হিন্দু ব'লে পরিচয় দাও—তুমি না স্কন্ধে যজ্ঞসূত্র ধারণ কর—তুমি না শাস্ত্র জান? আমায় ব'লতে পার—কোন্ শাস্ত্রমতে আজ চণ্ডালের ন্যায় এই নারীহত্যা ক'রতে এসেছ?

ব্রাহ্মণ। কেন এসেছি তুমি কি ক'রে বু'ঝবে, বালিকা! যে কালাচাঁদ রায় এক দিন আদর্শ হিন্দু ছিল, গোহত্যা নিবারণের জন্য—আমার বিধবা কন্যার ধর্ম্মরক্ষার জন্য—যে কালাচাঁদ রায় এক দিন প্রাণ পর্য্যন্ত পণ ক'রেছিল, যে কালাচাঁদ রায় এক দিন যবনীকে বিবাহ করার চেয়ে মৃত্যুকে শ্রেয়স্কর ব'লে বিবেচনা ক'রেছিল, সে কালাচাঁদ রায় এখন কি? সে কালাপাহাড়! সে এখন দেবমন্দির চূর্ণ করে—দেবমূর্ত্তি গোরক্তে স্নাত করায়—হিন্দুকে জোর ক'রে মুসলমান করে—তা'র সৈন্য হিন্দুললনার ধর্ম্ম নষ্ট করে—দেশে সে ধর্ম্ম-বিপ্লব উপস্থিত ক'রেছে! এ অদ্ভুত পরিবর্ত্তন কিসের জন্য? ওই মায়াবিনীর জন্য! তাই আমি ওকে হত্যা ক'রতে এসেছি—দেশের মঙ্গল ক'রতে এসেছি—হিন্দুর অকল্যাণ দূর ক'রতে এসেছি—কিছু পুণ্য সঞ্চয় ক'রতে এসেছি!

সরমা। ব্রাহ্মণ! স্বীকার ক'রলুম তোমার যুক্তি অভ্রান্ত! কিন্তু আমায় ব'লবে কি, কোন শাস্ত্র গুপ্তহত্যা সমর্থন করে? কোন্ শাস্ত্রানুসারে ম্লেচ্ছ বিনাশে পুণ্য হয়? কোন্ ধর্ম্ম নারীহত্যার পক্ষপাতী? নীরব কেন বৃদ্ধ! শাস্ত্র অন্বেষণ কর—দে'খতে পাবে, এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত নেই! ইতিহাস অন্বেষণ কর—দে'খতে পাবে, গুপ্তহত্যায় কখন দেশের বা জাতির উন্নতি হয়

না ! হয় অত্যাচারীর বিরুদ্ধে সগর্ব্বে দণ্ডায়মান হও—মানুষের কায কর; আর না পার, ভগবানের উপর নির্ভর ক'রে নীরবে সমস্ত সহ্য কর !

ব্রাহ্মণ। এঁ্যা—কি ব'লছ ?

সরমা। আমি শাস্ত্রকথাই ব'লছি। ব্রাহ্মণের হস্ত যাগযজ্ঞের জন্য—আশীর্ব্বাদের জন্য—গুপ্তঘাতকের কার্য্যের জন্য নয় ! ব্রাহ্মণ যদি এরূপ পতিত না হ'ত—এরূপ অনাচারী না হ'ত—ত হিন্দুর এত অধঃপতন হ'বে কেন ? যাও—যে পাপ ক'রতে উদ্যত হ'য়েছিলে, তার প্রায়শ্চিত্ত করগে।

ব্রাহ্মণ। কে মা তুই—আজ আমার জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত ক'রে দিলি ? ছিঃ ধিক্ আমায়—আত্মহত্যাই আমার এক মাত্র বিধান !

[প্রস্থান।

তুলারি। ভাই—ভাই !—কে তুমি ?

সরমা। কি আর ব'লব !

তুলারি। কি আশ্চর্য্য ! আমি কি এত দিন অন্ধ হ'য়েছিলুম ! রত্ন আমার আঁচলে বাঁধা, আর তা'র অন্বেষণে আমরা সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়েছি। যাঁ'র জন্য আমার স্বামীর জীবন অশান্তিময়—যাঁ'র বিহনে আমার দেবতা পতির দেবত্ব লুপ্ত হ'য়েছে—যাঁ'র উজ্জ্বল স্মৃতি তাঁ'র হৃদয়ের স্তরে স্তরে খোদিত র'য়েছে, সেই দেবী—সেই হারানিধি, আমাদের এত নিকটে থাকা সত্ত্বেও আমরা বু'ঝতে পারি নি ! চল সতীকুলশোভিনি—চল পতি-সোহাগিনি ! আজ স্বহস্তে তোমাকে তোমার প্রাণপতির করে অর্পণ ক'রে ধন্য হই ! তোমাদের লুপ্ত হাসি আবার সহস্রধারে ফুটে উঠুক !

সরমা। বোন্!—বোন্!

ভুলারি। বহিন! আমি তোমার কাছে সহস্র অপরাধে অপরাধিনী! আমি তোমার বুক থেকে তোমার স্বামী কেড়ে নিয়েছি—তোমাদের সোণার সংসারে আগুন জেলে দিয়েছি—তোমাদের পথের ভিখারিণী ক'রেছি! যে মহাপাতক ক'রেছি, আজ তা'র কথঞ্চিৎ প্রায়শ্চিত্ত ক'রব। তারপর আর আমি তোমাদের পথের কণ্টক হ'ব না। তোমার স্বামী তোমারই থা'কবে! কিন্তু বহিন্। তা'র আগে একবার বল, তুমি আমায় ক্ষমা ক'রবে? তোমার ক্ষমা না পেলে নরকেও আমার স্থান হ'বে না!

সরমা। ও সব কথা ছেড়ে দাও, বোন্! আমি তোমার কাছে বিদায় নিতে এসেছি।

ভুলারি। বিদায়! সে কি! কোথা যা'বে! আমি ত তোমায় ছেড়ে দেব না, বহিন্! তোমার কি আমার কাছে থা'কতে ইচ্ছা নেই?

সরমা। ইচ্ছা নেই! কি আর ব'লব! এই গৌড়ই আমার কাম্য—এই গৌড়ই আমার তীর্থ—এই গৌড়ই আমার স্বর্গ!

ভুলারি। তবে কেন যেতে চাও, বহিন্?

সরমা। আমার ত আরও কর্ত্তব্য আছে, বোন্! ইহকালে ত এই হ'ল, পরকালের কায ত ক'রতে হ'বে! মা এখন কাশীতে আছেন, তাঁ'র সেবা কি আমার প্রধান কর্ত্তব্য নয়?

ভুলারি। নিশ্চয়ই বহিন্!—আমাকেও সঙ্গে নাও! মা'র সেবা ক'রে আমিও ধন্যা হই!

সরমা। তা' কি হয়, বোন্ ওঁকে কা'র কাছে দিয়ে যাব?—

ওঁর সেবা কে ক'রবে? বোনটি আমার! আমি ওঁকে তোমায় দিয়েছি, ওঁর সেবা তোমার প্রধান কর্ত্তব্য, নইলে আমি যে স্থির হ'তে পা'রব না!

দুলারি। দিদি! দিদি!

সরমা। আরও এক কথা! পুণ্যতীর্থ বারাণসী ধ্বংস ওঁর যে ঐকান্তিক কামনা, তা' আমি বুঝেছি। মা সেখানে আছেন; যবনসৈন্য তাঁ'র উপর কোন রূপ না অত্যাচার করে, তা' দেখাও ত আমার প্রধান কর্ত্তব্য, বোন্!

দুলারি। বহিন্! তোমার যুক্তির সারবত্তা আমি সম্পূর্ণ সমর্থন করি। একটা কথা ব'লে রাখি—যদি উনি তোমাদের প্রধান তীর্থ বারাণসী ধ্বংসের চেষ্টা করেন, স্থির জে'ন দুলারি অসি হস্তে তা' যথাসাধ্য নিবারণের চেষ্টা ক'রবে!

সরমা। বোন্—বোন্—সত্যই তুমি দেবী!

দুলারি। আমি তোমার দাসী!

(উভয়ের আলিঙ্গনবদ্ধ হওন।)

দ্বিতীয় দৃশ্য

মন্ত্রণাকক্ষ

বামাচরণ।

বামা। আজ অধীনকে বাদসাহের তলপ কেন? ভাব ত কিছু বু'ঝতে পা'রছি না। যা হ'ক হাতে পাঁজি মঙ্গলবারের দরকার কি? ব্যাপার এখনি প্রকাশিত হ'বে! আচ্ছা বউ ছুঁড়ীটে

গেল কোথায়? কালাচাঁদ বাবাজী দাঁত থা'কতে দাঁতের মর্য্যাদা বুঝেন নি, এখন ছেড়ে দিয়ে তেড়ে ধ'রেছেন। চতুর্দ্দিকে পাতি পাতি ক'রে অনুসন্ধান হ'য়েছে, কিন্তু কিছু পাত্তা পাওয়া গেল না! ছুঁড়ীটে কি শেষে আত্মহত্যা ক'রলে? না—তা' হ'তেই পারে না! যা'র মনের এত বল—যে প্রাণসম পতি অনাচারী হওয়াতে স্বেচ্ছায় নিজেকে স্পর্শসুখে বঞ্চিত করে—সেই স্বধর্ম্মত্যাগী স্বামীর মঙ্গলকামনা অপরাধে যে গৃহ হ'তে বিতাড়িত হ'বার কষ্ট অবাধে সহ্য করে, সে মানবী নয়—দেবী! দেবী কখনও আত্মহত্যা করে না! দেব দর্শনের আকাঙ্ক্ষায় সে প্রাণ রা'খবেই রা'খবে! এই দেখ দেখি, আমরা কি মূর্খ! এই সামান্য কথাটা এত দিন বু'ঝতে পারি নি হাতের কাছে যে জিনিস র'য়েছে, তা'র সন্ধানে হিল্লি দিল্লি ক'রে, হেন কস্তূরি-মৃগের দশা প্রাপ্ত হ'য়েছি!

(সোলেমান ও উজীরের প্রবেশ।)

সোলে। এই যে পণ্ডিতজি! আপনি কত ক্ষণ?

বামা। এই কত ক্ষণ জনাব! অধীনকে স্মরণ ক'রেছেন কেন?

সোলে। বিশেষ প্রয়োজন আছে। পণ্ডিতজি! আমার একটি অনুরোধ রা'খবেন?

বামা। ওকি কথা ব'লছেন, জাঁহাপনা! সমস্ত গৌড় সাম্রাজ্য যাঁ'র পদানত, উড়িষ্যা ও আসাম রাজলক্ষ্মী যাঁ'র অঙ্কশোভিনী তাঁ'র একটা দীনদরিদ্র পাগলা বামুনকে কি অনুরোধ করা শোভা পায়?

সোলে। সত্য বটে, উড়িষ্যা ও আসাম আমার রাজ্যান্তর্ভূত হ'য়েছে

কিন্তু কি মূল্যে জান, ব্রাহ্মণ? আমার বড় সাধের এই গৌড় সিংহাসনের বিনিময়ে!

বামা। কি বলেন খামিন্? অধম ত কিছু বু'ঝতে পা'রলে না!

সোলে। বু'ঝতে পা'রলে না? আমার সিংহাসনের ভিত্তি প্রতি-দিন ক্ষয় প্রাপ্ত হ'চ্ছে! জীর্ণ অট্টালিকার ন্যায় কবে ভূমিসাৎ হ'বে—কে ব'লতে পারে? আমি দিব্যচক্ষে দে'খতে পা'চ্ছি, যে আমার সম্পর্কীয়—আমার বংশীয়—কোন লোককে গৌড় সিংহাসন আর বক্ষে ধারণ ক'রবে না! এ সিংহাসন চূর্ণ হ'বে—আমার বড় সাধের গৌড় রাজধানী ধ্বংস হ'য়ে শ্মশানে পরিণত হবে!

উজীর। কেন জনাব? এ অমাঙ্গলিক ধারণা কেন?

সোলে। কেন?—বু'ঝতে পা'রছ না কেন? অত্যাচার অমা-নুষিক অত্যাচার! প্রজার চক্ষের জলে সাগর সৃষ্টি হ'চ্চে—সে সাগরতরঙ্গ আমার রাজ্য ভা'সিয়ে দেবে। হিন্দুর উষ্ণ নিশ্বাসে দাবানল সৃষ্টি হ'চ্ছে—সে অগ্নি আমার সিংহাসন ভস্ম ক'রে দেবে! সতীর অভিসম্পাতে উল্কাপিণ্ড গঠিত হ'চ্ছে—সে বজ্র আমার প্রাসাদ চূর্ণ ক'রবে!

বামা। স্থির হ'ন, জাঁহাপনা!

সোলে। স্থির হ'ব—কি ব'লছ ব্রাহ্মণ? প্রজারঞ্জক সোলেমান আজ প্রজাপীড়ক! ধার্ম্মিক সোলেমান আজ ধর্ম্মদ্বেষী!—দয়ালু সোলেমান আজ শয়তানের ন্যায় মমতা হীন! কুক্ষণে আমি কালাচাঁদকে দে'খেছিলুম—কুক্ষণে আমি তা'র করে দুহিতা অর্পণ ক'রেছিলুম—কুক্ষণে আমি তা'কে আমার সমস্ত সৈন্যের অধিনায়ক করেছিলুম!

বামা। গত বিষয়ের অনুশোচনায় ফল কি, বাদসাহ?

সোলে। তা' সত্য, কিন্তু না ক'রে থাকি কি ক'রে, ব্রাহ্মণ? কালাচাঁদের অত্যাচারে সমগ্র মুসলমান সমাজ স্তম্ভিত! পুরুষোত্তমে অত্যাচার ক'রেছে—কামাখ্যা ছারখারে দিয়েছে—নবদ্বীপ ভস্মীভূত ক'রেছে! নরাধম আমাদের ইস্‌লাম ধর্ম্মের কলঙ্ক—মানবের অভিশাপ—সমাজের আবর্জ্জনা!

উজীর। চাঁদ খাঁ সত্য কথা বলেছিলেন, যে নবাব সাহেব কলমা প'ড়েছেন মাত্র—কিন্তু মুসলমান হন নি!

সোলে। তা' জানি! সে মুসলমানও নয়—হিন্দুও নয়! সে পর-চুলোর দাড়ী পরে, হবিষ্যান্ন খায়! সে দেবতা মানে না—মস্‌জিদেও যায় না! এক কথায় সে নাস্তিক!

বামা। আপনি কেন তা'র অত্যাচার নিবারণ করুন না!

সোলে। তা' যদি পা'রতুম, তা' হ'লে আর আক্ষেপ ক'রব কেন? সমস্ত সৈন্য তার বশীভূত— ধর্ম্মান্ধ মূর্খ মুসলমান তা'র কথায় উঠে বসে! আমার রাজ্যে, আমি কেউ নই—একটা পুত্তলিকা মাত্র! তাই ত তোমাকে ডে'কেছি, পণ্ডিতজি! কালাচাঁদ তোমাকে মান্য করে—ভক্তি করে। এই অমানুষিক অত্যাচার নিবারণ কর। পণ্ডিতজি! আমার শেষ কটা দিন শান্তিতে যেতে দাও!

বামা। নবাব! বিজ্ঞ আপনি—জ্ঞানি আপনি; আপনার মুখে এ কথা শোভা পায় না। অত্যাচার করে কে? আপনি— আমি—কালাচাঁদ? কোন্ কীটানুকীট আমরা? আমাদের সাধ্য কি? দড়ি ধ'রে এক বেটা আমাদের যেমন নাচাচ্ছে, আমরা তেমনি নাচ্ছি, আর সে বেটা ব'সে ব'সে তোফা মজা দে'খছে

মানুষের বুদ্ধির আর শক্তির দৌড় দে'খছে—আর হেসে লুটোপুটি খা'চ্ছে! কি যে গূঢ় অভিসন্ধি তাঁ'র মনে আছে, ক্ষুদ্র জীব আমরা—কুপমণ্ডুক আমরা—আমরা কি বু'ঝব? তবে এই টুকু ব'লতে পারি, তিনি যা করেন সমস্তই মঙ্গলের জন্য এই মূলমন্ত্রে যেন চিরদিন বিশ্বাস অটুট থাকে!

সোলে। তিনি যা করেন, সমস্তই মঙ্গলের জন্য?

বামা। সমস্তই মঙ্গলের জন্য! শিশু যেমন অনেক সময় কর্ত্তৃপক্ষের শুভ উদ্দেশ্য বু'ঝতে না পে'রে তাঁ'র উপর অযথা ক্রুদ্ধ হয়, তেমনি ক্ষুদ্র মানব আমরা—আমাদের সামান্য বুদ্ধিতে তাঁ'র মহান্ উদ্দেশ্য সম্যক হৃদয়ঙ্গম ক'রতে না পে'রে—তাঁ'কে অযথা দোষ প্রদান করি!

সোলে। বল কি, পণ্ডিতজি! হিন্দুর উপর কালাচাঁদের এ ভীষণ অত্যাচার তাঁ'র কি উদ্দেশ্য সিদ্ধ ক'রলে?

বামা। ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুর ধর্ম্মবন্ধন শিথিল হ'য়ে কতকগুলো সঙ্কীর্ণ গোঁড়ামীতে ধর্ম্ম আচ্ছাদিত হ'য়েছিল, কালাচাঁদের অত্যাচার সে সমস্ত আবর্জ্জনা পরিষ্কৃত ক'রে, হিন্দুর ধর্ম্মবন্ধন দৃঢ়ীভূত ক'রলে! শুনুন্ জাঁহাপনা! আপনাকে আমাকে কিছু ক'রতে হবে না; যখন ষোল কলা পূর্ণ হ'বে, তখন এক ধাক্কা মেরে সেই বেটাই সব ঠিক ক'রে দেবে! তাঁ'র ইচ্ছা—আপনার আমার শত চেষ্টাতেও নিবারিত হবে না?

সোলে। ব্রাহ্মণ—ব্রাহ্মণ! কে তুমি?

বামা। একটা মূর্খ পাগল!

সোলে। তুমি মূর্খ!—তুমি পাগল! তবে জ্ঞানী কে? তোমার সন্তোষ—তোমার বিশ্বাস—তোমার জ্ঞান লাভ ক'রতে

পা'রলে আমি অনায়াসে আমার সিংহাসন বিনিময় ক'রতে পারি!

বামা। জনাব! এক্ষণে আমি বিদায় লাভ করি।

সোলে। উত্তম! সময়ে আবার সাক্ষাৎ হ'বে।

[বামাচরণের প্রস্থান।

সোলে। উজীর! জৌনপুরের নবাব বার্বাক সা এবং দিল্লীর বাদসাহ বেলোল লোদির মধ্যে সমর আসন্ন। কালাচাঁদের অদ্ভুত বীরত্বে মুগ্ধ হ'য়ে উভয়েই কালাচাঁদের সাহায্য প্রার্থনা ক'রে আমার নিকট দূত প্রেরণ ক'রেছেন, এ কথা তুমি অবগত আছ। কালাচাঁদকে কা'র সাহায্যে প্রেরণ করা কর্ত্তব্য, সেই বিষয়ে আমি তোমার অভিমত ও উপদেশ চাই।

উজীর। দিল্লীকে জাঁহাপনা সাহায্য ক'রলে, জৌনপুর পরাজিত হ'বে এবং দিল্লীর ক্ষমতা প্রভূত পরিমাণে বর্দ্ধিত হ'বে। তখন গৌড়রাজ্য দিল্লীর অন্তর্ভুক্ত করা, দিল্লীর পক্ষে অসম্ভব হ'বে না কিন্তু আপনি জৌনপুরের সাহায্য ক'রলে, দিল্লী পরাভূত হ'বে এবং জৌনপুরও আপনার নিকট কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ হ'য়ে উভয় শক্তির মধ্যে রাজ্যরূপে অবস্থিত হ'বে। সুতরাং আর কিছু না হ'ক, গৌড় সাম্রাজ্যের সীমা অক্ষুণ্ণ থা'কবে।

সোলে। উজীর! আমি তোমার যুক্তিই গ্রহণ ক'রলেম। কালাচাঁদকে জৌনপুরের সাহায্যে প্রেরণ ক'রব। আর কিছু না হ'ক, বাঙ্গালা ত এখন কিছু দিন কালাচাঁদের অত্যাচার হ'তে অব্যাহতি পা'ক!

(প্রহরীর প্রবেশ।)

প্রহরী। জনাব! কয়েক জন ব্রাহ্মণ আপনার দর্শনপ্রার্থী।

সোলে। নিয়ে এস।

(প্রহরীর প্রস্থান ও ব্রাহ্মণগণের প্রবেশ।)

ব্রাহ্মণ। সম্রাট্—ধর্ম্মাবতার—জাঁহাপনা!

সোলে। আপনাদের কি কিছু প্রার্থনা আছে?

ব্রাহ্মণ। বঙ্গের ব্রাহ্মণসমাজের প্রতিনিধিরূপে আজ আমরা আপনার দরবারে সমাগত। সিংহদ্বারে লক্ষাধিক ব্রাহ্মণ অপেক্ষা ক'রছে!

সোলে। আপনাদের আবেদন পেশ করুন।

ব্রাহ্মণ। ব'লতে যে সাহস হয় না, সম্রাট্!

সোলে। আপনাদের অভিপ্রায় নিঃসঙ্কোচে ব্যক্ত করুন।

ব্রাহ্মণ। আমরা বহুদিন গৌড়রাজ্যে বাস ক'রছি, চির দিন শান্তিসুখ উপভোগ ক'রছি, বাদসাহ সোলেমানের রাজ্য আমরা রামরাজ্যের সহিত তুলনা ক'রে আ'সছি! আমরা আপনার প্রজা—আপনার সন্তান! আপনি আমাদের পালন-কর্ত্তা রক্ষাকর্ত্তা অন্নদাতা পিতা-সদৃশ! হিন্দুর চক্ষে রাজা দেবতা স্বয়ং ঈশ্বরের প্রতিভূ স্বরূপ! ভক্ত যেমন দেবতার চরণে প্রাণের ব্যথা জানায়, পুত্র যেমন পিতার নিকট অভিযোগ করে, সেই-রূপ লক্ষাধিক-ব্রাহ্মণ প্রাণের জ্বালায় আপনার কাছে ছুটে এসেছে! রক্ষা করুন সম্রাট্!—রক্ষা করুন!

সোলে। আমার শাসননীতি হিন্দু মুসলমানকে কখনও পৃথক নয়নে দেখে না!

ব্রাহ্মণ। তা' জানি সম্রাট্! সেই জন্যই সাহস ক'রে আপনার দ্বারে প্রতিকার প্রার্থনা ক'রতে এসেছি। আজ হিন্দুর চক্ষের জল

প্রস্রবণের ন্যায় প্রবাহিত হ'চ্ছে, হিন্দুর হাহাকারে বজ্রধ্বনি স্তব্ধ হ'চ্ছে—হিন্দুর দীর্ঘশ্বাসে সমীরণও স্থির হ'য়ে যাচ্ছে! তা'দের কুলনারীর মর্য্যাদা লুপ্ত—দেবমন্দির চূর্ণীকৃত—বিগ্রহ কলুষিত—ধর্ম্ম ম্রিয়মাণ!

সোলে। উজীর—উজীর! আর যে সহ্য হয় না!

ব্রাহ্মণ। এক দিন নিরঞ্জন রায়ের প্রার্থনায় তা'র এলেকায় গোহত্যা রোধ ক'রে আপনি সমগ্র হিন্দুর কৃতজ্ঞতা অর্জ্জন ক'রেছিলেন, আজ আমাদের প্রার্থনা গ্রাহ্য করুন—হিন্দু জাতিকে রক্ষা করুন! আপনি ত ধার্ম্মিক—আপনার ত মস্‌জিদ আছে—আপনার ত পীর পেগম্বর আছেন! ক্ষমা ক'রবেন সম্রাট্! কিন্তু এক বার মনে মনে আমাদের সঙ্গে অবস্থা বিনিময় ক'রে দেখুন দেখি! আপনি যদি হিন্দুর প্রজা হ'তেন, আর যদি কোন নরাধম হিন্দু আপনাদের মস্‌জিদ কলুষিত ক'রত—

সোলে। স্থির হও—স্থির হও, ব্রাহ্মণ! আর ব'লতে হ'বে না! প্রতিজ্ঞা ক'রছি, যে আজ হ'তে আমি হিন্দুকে রক্ষা ক'রব। এতে যদি বড় আদরের কন্যা-জামাতা পর হয়, আমার সিংহাসন যায়, ভিক্ষা ক'রেও উদরান্নের সংস্থান ক'রতে হয়, আমি তা'তে প্রস্তুত! প্রজার সন্তোষেই আমার সিংহাসনের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত, প্রজার সন্তোষেই সে ভিত্তি দৃঢ়ীভূত ক'রব। স্থির জে'ন আজ হ'তে স্বয়ং সোলেমান কোরাণী, অসি হস্তে তা'র মস্‌জিদের ন্যায় তোমাদেরও দেবমন্দির রক্ষা ক'রবে!

ব্রাহ্মণ। জয়—বাদসাহের জয়!

(নেপথ্যে লক্ষকণ্ঠে 'জয় বাদসাহের জয়" শব্দ।)

ব্রাহ্মণ। ওই শুনুন, সম্রাট্‌! আমাদের আনন্দ সংক্রামিত হ'য়েছে! সমস্ত বঙ্গ এই আনন্দে অনুপ্রাণিত হ'বে! খোদা আপনার মঙ্গল করুন! প্রজার আনন্দ কোলাহলই রাজার সৎকার্য্যের এক মাত্র পুরস্কার!

তৃতীয় দৃশ্য

লতাকুঞ্জ

মতিয়া।

মতিয়া। এ আমার হ'ল কি! মনে কোন চিন্তা ছিল না—প্রাণে কোন জ্বালা ছিল না—সদাই হেসে খেলে কাল কাটাতুম! কিন্তু এ আমার কি হ'ল! সদাই কিসের একটা অভাব আমার বুক যেন খালি ক'রে রে'খেছে! কিছু যেন ভাল লাগে না! ইচ্ছা হয়, সদাই বিরলে ব'সে ভাবি—প্রাণ খুলে কাঁদি! তা'কে ত পাবার নয়—সে ত আমার হ'বার নয়, তবে কেন সাধ ক'রে এই বিষের বাতি বুকের ভিতর জ্বা'ল্‌লুম? কেন তবে এই বিষ আকণ্ঠ পান ক'ল্লুম? এই কি প্রণয়! এরই নাম কি ভাল-বাসা? চিন্তাই কি প্রণয়ের সহায়—ক্রন্দনই কি প্রেমের অঙ্গ—হাহাকারই কি ভালবাসার সুখ! এ কি! হঠাৎ আমার এত ক্লান্তি বোধ হ'চ্ছে কেন? এ কি! চ'খ জড়িয়ে আ'সছে কেন? এ আমার কি হ'ল! (শয়ন।)

পঞ্চম অঙ্ক

(বামাচরণের প্রবেশ।)

বামা। তাই ত বাবা! ব্যাপার যে দে'খছি বেশ ঘনীভূত হ'য়ে দাঁ'ড়াল! এ মতিয়া বেটী ত অনেক দিন ম'রেছে! ভর সন্ধ্যা বেলা এ বেটী এখানে ওৎ পেতে আছে কেন? বাবাজীও এসে বাগানে ঢু'কলেন! ক্রমে যে ঘটনাক্রমে পদচারণা ক'রতে ক'রতে এই লতাকুঞ্জে এসে প্রবেশ ক'রবেন, এ কথা নিশ্চয়! তাই ত! হিন্দুর যা একটু আশা ভরসা ছিল, সবই ত যায়! আর অপরাধই বা কি? এই কাঁচা বয়সে বে'থা কিছুই ক'রলে না! তার পর আহত অবস্থায় মাগী ক'টার সেবাতেই বেঁ'চে উ'ঠল! তবে সেবাটা আঁতের টানে মতিয়া বেটীই বেশী ক'রে ক'রেছে। আরে বাবা, যম আর প্রেম এ দুইই সমান! এদের হাত কি মানুষে কখনও এড়াতে পারে? এই যে বাবাজী এই দিকেই আ'সছেন! দেখা যা'ক, কত দূর গড়ায়।

(নিরঞ্জনের প্রবেশ।)

বামা। কে হে—বাবাজি যে! ভর সন্ধ্যা বেলায় হঠাৎ অন্তঃপুরস্থ উদ্যানে উদয় কেন? ব্যাপারটা কি?

নির। কেন খুড়ো! প্রত্যহই সকাল সন্ধ্যা আমি ত এই উদ্যানে পদচারণা ক'রে থাকি!

বামা। তা' ত থাক, কিন্তু আজ যেন একটু কেমন কেমন দে'খছি না!

নির। সত্যই আজ আমি চিন্তাকুল!

বামা। চিন্তাটাই বা কিসের, আর আকুলটাই বা হচ্ছে কেন?-

নির। কালাচাঁদ ত জৌনপুরের নবাব বার্বাক সাকে সাহায্য ক'রতে গেল! তা' হঠাৎ সে দিল্লীর বাদসা বেলোল লোদীর পক্ষ হ'য়ে, জৌনপুর আক্রমণ ক'রলে কেন?

বামা। পথি মধ্যে লোদীর এক বিশ্বস্ত চতুর সেনাপতি, মীর আবুল হোসেন, আপনাদিগকে জৌনপুরের অভ্যর্থনাকারী সৈন্য ব'লে পরিচয় প্রদান করে। অতর্কিত কালাচাঁদ নিজ সৈন্য পশ্চাতে রে'খে তা'দেরই সহিত অগ্রসর হয়। তা'রাও স্থযোগ বুঝে কালাচাঁদকে বন্দী ক'রে দিল্লী নিয়ে যায়!

নির। তার পর তার পর?

বামা। লোদী কালাচাঁদের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেন এবং তা'কে সৈন্যাপত্যে বরণ ক'রে জৌনপুরের বিরুদ্ধে প্রেরণ ক'রেছেন। কালাচাঁদও সাহ্লাদে এ ভার গ্রহণ ক'রলে, কারণ এতে তা'র অভিসন্ধি সিদ্ধির স্থযোগ হ'ল!

নির। কি অভিসন্ধি! আমি ত কিছুই বু'ঝতে পা'রছি না!

বামা। অভিধান খানা এনে দেব?

নির। ঠাট্টা কেন, খুড়ো?

বামা। ঠাট্টা কিসের? সাদা কথা বু'ঝতে কষ্ট কিসের?

নির। কি অভিসন্ধি?

বামা। হিন্দুর সর্ব্বনাশ! কাশী, গয়া প্রভৃতি হিন্দুর প্রধান তীর্থ-সমূহ, বার্বাক সার অধিকারভুক্ত!

নির। এঁ্যা!

বামা। আর এঁ্যাটা কিসের? যাই—শেষ কটা দিন কাশীবাস করি গে!

নির। খুড়ো! আমিও যাব—কাল প্রত্যুষেই যাত্রা ক'রব।

বামা। উত্তম, কিন্তু পা'রলে হয়!

নির। কেন খুড়ো?

বামা। কিছু না! তা' হ'লে আমি এখন আসি। তুমি বোধ হয়, আরও একটু আছ?

নির। হ্যাঁ খুড়ো! একটু পরেই আমি তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রছি।

বামা। (স্বগত) বুঝেছি! সর্ব্বনাশ যে শিয়রে, তা'তে আর কোন সন্দেহই নেই! নারায়ণ! হিন্দুর শেষ আশাভরসাটুকু আর নষ্ট ক'র না!

(অন্তরালে গমন।)

নির। একি শু'নলুম ভগবন্! বাঙ্গালার—উড়িষ্যার—আসামের ত সব গেছে! কাশী, গয়া, মথুরা, বৃন্দাবন যে হিন্দুর পরম তীর্থ! কি হ'বে—কি হ'বে? কি রূপে এ সমস্ত তীর্থ রক্ষিত হ'বে? বারাণসী তুল্য পবিত্রতম স্থান হিন্দুর আর নেই! সুতরাং আমার বিশ্বাস বার্বাক সাকে পরাজিত ক'রে, কালাচাঁদ সর্ব্বপ্রথমে বারাণসীই আক্রমণ ক'রবে! সুতরাং সর্ব্বাগ্রে আমার কাশীধামে গমনই একান্ত প্রয়োজন। ও কে?—ওখানে শয়ন ক'রে কে ও? স্ত্রীলোক! এ কি অপূর্ব্ব মূর্ত্তি! সুরভিনিষেবিত নন্দনকানন তুচ্ছ ক'রে এ লতাকুঞ্জমাঝে কি অধমকে দর্শন দিতে এসেছ? আমার শৈশবস্মৃতি কি আমার হৃদয় হ'তে নিষ্ক্রান্ত হ'য়ে মূর্ত্তি পরিগ্রহ ক'রে আজ প্রস্তর বেদিকায় শায়িত! যে মূর্ত্তি আমি দিবানিশি

পূজা করি—যে মূর্ত্তি আমার অন্তরের অন্তস্তলে ক্ষোদিত—যে মূর্ত্তি আমার প্রিয় হ'তেও প্রিয়তর, নারায়ণ! সে স্নেহময়ী মাতৃমূর্ত্তি এখানে কি ক'রে এল? মা—মা! এক বার চ'ক মেলে চাও। এক বার কথা কও! অধম সন্তানকে এক বার স্নেহময় কোলে টেনে নেও!

মতিয়া। এঁ্যা—আমি কোথায়? কে তুমি?

নির। মা!—মা! অধম সন্তান তোমার পদতলে!

মতিয়া। এঁ্যা—তুমি! খোদা—খোদা! আমার বুক যে ফেটে যায়! আমি যে জ্ঞানহারা হই!

নির। শৈশবে জননীকে হা'রায়েছি, অনাবিল মাতৃস্নেহ—জ্ঞান হ'য়ে কখন পাই নি! তাই বুঝি বিধাতা সদয় হ'য়ে সেই স্বর্গের সুধা আমাকে আবার ফিরিয়ে দিলেন!

মতিয়া। কে তুমি, মহাপুরুষ? আমার জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত ক'রে দিচ্ছ? তুমি কি স্বয়ং খোদা?

নির। না মা! আমি তাঁর সন্তান—আমি তোমার সন্তান!

মতিয়া। না—নিশ্চয় তুমি খোদা, মূর্ত্তি পরিগ্রহ ক'রে আমায় ছলনা ক'রছ!

নির। আমি তাঁ'র অংশ মাত্র! তুমি কি খোদাকে দে'খতে চাও?

মতিয়া। কোথায় তাঁ'র দেখা পাব? তিনি যে নিরাকার!

নির। না—তিনি নিরাকার নন! তিনি সাকার—তিনি প্রত্যক্ষ—তিনি জাগ্রত!

মতিয়া। কই তিনি? কোথায় তাঁ'র দেখা পাব?

নির। মানুষই খোদা—খোদাই মানুষ! তিনি সর্ব্বত্র—তিনি

সর্ব্বভূতে—তিনি সর্ব্বজীবে বিরাজমান! যদি খোদার সেবা ক'রতে চাও, বিপন্নকে আশ্রয় দাও—ক্ষুধার্ত্তকে অন্ন দাও—আতুরের সেবা কর! প্রাণ ভ'রে যাবে—বেহস্তের সুখ পাবে! এ সেবা স্বয়ং খোদা গ্রহণ ক'রবেন!

মতিয়া। মহাপুরুষ!—দেবতা!—ইষ্টদেব! আজ হ'তে তুমি আমার সন্তান—আমি তোমার মা!

(বামাচরণের প্রবেশ।)

বামা। মা—মা! তুই বুড়োরও মা—বুঝি তুই জগতেরও মা! নিরঞ্জন!—নিরঞ্জন! তুই মানুষ ন'স—তুই দেবতা! আয় বাপ! তোকে এক বার প্রাণ ভ'রে আলিঙ্গন করি!

চতুর্থ দৃশ্য

বিশ্বেশ্বরের মন্দির

সায়ংকালীন আরতি।

দণ্ডী, সন্ন্যাসী ও কুমারীগণ।

(স্তোত্রং)

মহাদেব শিব শঙ্কর শম্ভো, উমাকান্ত হর ত্রিপুরারে।
মৃত্যুঞ্জয় বৃষভধ্বজ শূলিন্, গঙ্গাধর মৃড় মদনারে॥
শিব হর শঙ্কর গৌরীশম্, বন্দে গঙ্গাধরমীশং।
রুদ্রং পশুপতিমীশানং, কলিহর কাশীপুরীনাথম্॥
জয় শম্ভো জয় শম্ভো, শিব হর গৌরীশঙ্কর জয় শম্ভো।
জয় শম্ভো জয় শম্ভো, শিব হর গৌরীশঙ্কর জয় শম্ভো॥

(সন্ন্যাসি বালকগণের প্রবেশ।)

(স্তোত্রং)

প্রভুমীশ-মনীশ-মশেষগুণং গুণহীন-মহীশ-গণাভরণম্।
রণ-নির্জ্জিত-দুর্জ্জয়-দৈত্যপুরং, প্রণমামি শিবং শিবকল্পতরুম্॥
গিরিরাজসুতান্বিত-বামতনুং, তনুনিন্দিত-রাজিত-কোটিবিধুম্।
বিধিবিষ্ণুশিরঃস্থিত-পাদযুগং, প্রণমামি শিবং শিবকল্পতরুম্॥
শশলাঞ্ছন-রঞ্জিত-সন্মুকুটং, কটিলম্বিত-সুন্দর-কৃত্তিপটম্।
সুরশৈবলিনী-কৃতপুত-জটং, প্রণমামি শিবং শিবকল্পতরুম্॥
নয়নত্রয়-ভূষিত-চারুমুখং, মুখপদ্ম-বিনিন্দিত-কোটিবিধুম্।
বিধুখণ্ড-বিমণ্ডিত-ভালতটং, প্রণমামি শিবং শিবকল্পতরুম্॥

সকলে। হর হর মহাদেও! শিব শিব শিব শম্ভো! জয় বিশ্বনাথ বিশ্বেশ্বর!

(নিরঞ্জনের প্রবেশ।)

নির। ভাই সব! এ কি প্রাণের ডাক—এ কি মর্ম্মের ডাক—এ কি ভক্তির ডাক?

১ম দণ্ডী। কে তুমি উন্মাদ! আকারে দে'খছি হিন্দু, কিন্তু এ পবিত্র স্থানে অস্ত্র শস্ত্রে সজ্জিত হ'য়ে আসা যে মহাপাপ, তা' কি তুমি অবগত নও?

নির। আচার শিক্ষা ক'রতে এখানে ছুটে আসি নি! কিন্তু আমাকে ব'লতে পার কি, এই বিশ্বেশ্বরের জন্য—ও অন্নপূর্ণার জন্য—এই পবিত্র ধামের পবিত্রতা রক্ষার জন্য, তোমরা কি প্রাণ বিসর্জ্জনে প্রস্তুত?

২য় দণ্ডী। এ কথা জিজ্ঞাসা ক'রতে সাহস কর কে তুমি,

বাতুল? এমন হিন্দু কে আছে—যে বিশ্বেশ্বরের জন্য অকাতরে প্রাণ দিতে না পারে?

নির। তবে সকলে প্রাণ দানে প্রস্তুত হও!

সকলে। কি ব'লছ, যুবক?

নির। কে কোথায় হিন্দু আছ, এস—ছুটে এস! জাত রক্ষা কর—মান রক্ষা কর—ধর্ম্ম রক্ষা কর! তোমাদের বড় সাধের বিশ্বেশ্বর অন্নপূর্ণা আজ যবনস্পর্শে কলঙ্কিত হয়! এস, রক্ষা কর—রক্ষা কর!

১ম দণ্ডী। কি ব'লছ?

নির। কালাপাহাড় বারাণসী আক্রমণ ক'রেছে!

সকলে। এঁ্যা!

নির। সৈন্যগণ প্রাণপণে বাধা প্রদান ক'রছে, কিন্তু পরাজয় নিশ্চয়!

সকলে। হাম লোক সব, জান দেগা!

নির। এস দণ্ডী! তোমার দণ্ড নিয়ে এস! সন্ন্যাসী ত্রিশূল নিয়ে এস, চল—যে যে অস্ত্র পাও—শীঘ্র নিয়ে এস! আজ বিশ্বনাথের পাদমূলে সকলে একত্রে প্রাণ বিসর্জ্জন করি!

সকলে। হর হর মহাদেও! জয় বিশ্বনাথ বিশ্বেশ্বর! সব জান দেগা—সব জান দেগা!

নির। আমরা ম'রব—এ কথা নিশ্চয়! কিন্তু তা'র আগে বিশ্বেশ্বরকে যবনস্পর্শ হ'তে রক্ষা ক'রব! ভাই সব! এস—বিশ্বেশ্বরের লিঙ্গ জ্ঞানবাপীতে নিক্ষেপ করি!

সকলে। হর হর মহাদেও! জয় বিশ্বনাথ বিশ্বেশ্বর!

[বিশ্বেশ্বরের লিঙ্গ লইয়া নিরঞ্জনের প্রস্থান।

সকলে। হর হর মহাদেও !

(নিরঞ্জনের প্রবেশ।)

নির। অনাথনাথ !—দেবদেব ! আমরা যথাশক্তি ক'রলুম। এখন তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হ'ক ! ভাই সব ! এই বার চল— আমরা ম'রতে যাই !

সকলে। জান দেগা—জান দেগা, হর হর মহাদেও !

[সকলের প্রস্থান।

(সরমার প্রবেশ।)

(গীত)

কস্তূরিকাচন্দনলেপনায়ৈ, শ্মশানভস্মাঙ্গবিলেপনায়।
সৎকুণ্ডলায়ৈ ফণিকুণ্ডলায়, নমঃ শিবায়ৈ চ নমঃ শিবায়।
মন্দারমালাপরিশোভিতায়ৈ, কপালমালাপরিশোভিতায়।
দিব্যাম্বরায়ৈ চ দিগম্বরায়, নমঃ শিবায়ৈ চ নমঃ শিবায়॥

সরমা। স্বয়ম্ভু ! ধর্ম্মের নির্য্যাতনই কি তোমার ইচ্ছা ! জ্ঞানহীনা অবলা আমি—আমার কি সাধ্য যে তোমার ইচ্ছা প্রণিধান করি ! তবে তোমার পদে আমার যদি ঐকান্তিক মতি থাকে, এই বর দাও প্রভু ! যেন এই বারাণসীই তাঁ'র অত্যাচারের শেষ কেন্দ্রস্থল হয়—যেন এই খানেই তাঁ'র মনে অনুতাপের উদয় হয়—যেন কখনও আমার সীমন্তের সিন্দূরবিন্দু মলিন না হয় ! মা হরমনোরমা ! তুমি যে বরপ্রদা অভয়া ! কাঙ্গালিনীর মুখ রাখ মা—মুখ রাখ !

করালবদনা কৃষ্ণা কালী কালবিনাশিনী।
কনকাভা করালাঙ্গা কালশক্রবিনাশিনী ॥
কামদা কামিনী কাম্যা কামদেবী বরপ্রদা।
কৃষ্ণতন্দ্রা যোগনিদ্রা কামাখ্যা কামবপ্রভা ॥
চন্দ্রপ্রভা চন্দ্রবক্ত্রা চন্দ্রমস্তকধারিণী।
উগ্রচণ্ডা ঘোর চণ্ডা চণ্ডমুণ্ডবিঘাতিনী॥
চাতুরী চতুরা চৈত্রী চতুরাননবল্লভা।
চন্দ্রা চণ্ডেশ্বরী চক্রা চতুর্বর্গফলপ্রদা॥

[প্রস্থান।

(নিরঞ্জনের প্রবেশ।)

নির। পা'রলুম না! রক্ষা হ'ল না! বিশ্বনাথ! তোমার মনে এই ছিল? এই ভীষণ অমানুষিক অত্যাচার আমায় চ'খে দে'খতে হ'ল? মৃত্যু! তুমিও কি ঘৃণা ক'রে আমায় পরিত্যাগ ক'রলে? সর্ব্বনাশ! কালাচাঁদের জননী, মাতুলানী ও অর্দ্ধাঙ্গিনী যে কাশীতে! বিশ্বনাথ—বিশ্বনাথ! বাহুতে বল দাও—যবন-সৈন্যের অত্যাচার হ'তে তা'দের রক্ষা ক'র!

[প্রস্থান।

(কালাচাঁদ ও যবন সৈন্যগণের প্রবেশ।)

কালা। বিশ্বেশ্বর মূর্ত্তি চূর্ণ কর—বিশ্বেশ্বর মূর্ত্তি চূর্ণ কর!

(সৈন্যগণের মন্দিরাভ্যন্তরে গমন।)

সৈন্য। জনাব!—জনাব! মূর্ত্তি নাই—মূর্ত্তি অপহৃত!

কালা। কি ব'ললে? মূর্ত্তি নাই!—মূর্ত্তি অপহৃত! যে বিশ্বেশ্বরের মূর্ত্তি নিয়ে আ'সতে পা'রবে, অর্দ্ধরাজ্য উপহার পাবে!

["আল্লা আল্লাহো" শব্দে যবন সৈন্যগণের প্রস্থান।

কালা। কোথায় লুকাবে নিরঞ্জন! ধরণী যদি নিজ গর্ভে লুকিয়ে রে'খে থাকে, ধরণীগর্ভ বিদীর্ণ ক'রে তা'কে খুঁজে আ'নব! সাগরে যদি ফেলে দিয়ে থাক, অগস্ত্যের ন্যায় সাগর শু'ষে ফে'লব। পর্ব্বতগুহায় যদি লুক্কায়িত ক'রে থাক, পর্ব্বত চূর্ণ ক'রব! চাই—বিশ্বেশ্বরের মূর্ত্তি চাই! হিন্দুর পরমারাধ্য বিশ্বনাথ চাই! অর্দ্ধরাজ্য পুরস্কার—অর্দ্ধরাজ্য পুরস্কার!

[প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য

অলিন্দ

দুর্গাবতী ও সরমা।

দুর্গা। বউ মা তোমার যত্নে, তোমার সেবা শুশ্রূষায় আমি আবার জ্ঞান ফিরে পেয়েছি! তুমি আমার যে সেবা ক'রছ পেটের মেয়েতেও তা' ক'রতে পারে না!

সরমা। ও কথা ব'ল না, মা! আমি আমার পরকালের কাযই ক'রছি, তা'র বেশী আর কিছু না!

দুর্গা। তুমি মা আমার ঘরের লক্ষ্মী! না বুঝে তোমার প্রতি আমি কি অন্যায় আচরণই ক'রেছি!

সরমা। ও কথা ছেড়ে দাও মা!

দুর্গা। ছেড়ে দে'ব কি মা! তোমার মুখের দিকে চাইলে যে আমার বুক ফেটে যায়! নারায়ণ! এমন সোণার কমলের এই দশা হ'ল!

সরমা। মা! কপালে যা' ছিল, তা' হ'য়েছে; এখন আশীর্ব্বাদ কর, যেন পরকালে আমার ভাল হয়!

দুর্গা। কি পাপ ক'রেছিলুম মা! যে শেষে আমার অদৃষ্টে এই হ'ল! শান্তি লাভের তরে কাশীবাস ক'রলুম, এখানেও অশান্তির আগুন জ্ব'লে উ'ঠল! হতভাগা এখানেও জ্বালাতে এ'ল। আমার অদৃষ্টে কি মৃত্যু নেই!

সরমা। কি ক'রবে মা! নিয়তির হাত কে এড়াতে পারে? মা! তোমারই মুখে শুনেছি, ওঁর কোষ্ঠীর ফল হিন্দুর সর্ব্বনাশ করা!

দুর্গা। বউ মা! তুমি বু'ঝতে পা'রবে না—কি মর্ম্মান্তিক যাতনায়—মা আমি সন্তানের মৃত্যু কামনা ক'রেছি! কিন্তু আর পারি না! বউ মা!—বউ মা! আমার কালাচাঁদকে এনে দাও! সে যে আমার নয়নের তারা! তা'কে হারিয়ে আমি কেমন ক'রে বেঁচে আছি! আমি ধর্ম্ম চাই না—জাতি চাই না—আমার কালাচাঁদকে এনে দাও! কত দিন—কত দিন—কত দিন যে বাছাকে দেখি নি! আমি রূঢ় কথা ব'লেছি—তা'র সঙ্গে রাক্ষসীর ন্যায় ব্যবহার ক'রেছি—বাড়ী থেকে বাছাকে আমার তা'ড়িয়ে দিয়েছি—তা'ই বাবা আমার এমন হ'য়েছে! আমিই সমস্ত অনিষ্টের মূল!

সরমা। মা!—মা! অমন ক'রছ কেন মা? আমার যে কান্না আ'সছে মা!

দুর্গা। কাঁদ—প্রাণ ভ'রে কাঁদ! পার যদি, কেঁদে প্রাণের জ্বালা কতক শান্তি কর। আমি কি জানি নি, বউ মা! কি তুঁষের আগুন দিন রাত তোমার বুকের ভিতর জ্ব'লছে? পার যদি, চ'খের জলে সে আগুন কতক নিভিয়ে দাও!

(দুলারির প্রবেশ।)

দুলারি। মা!—এখন কেমন আছেন?

দুর্গা। কে তুই মা! আমায় কি ব'লবি না? বসন্তের নব কিশলয়ের মত—বৈশাখের মল্লিকার ন্যায়—বর্ষার বিদ্যুতের মত—ভাদ্রের ভরা গাঙের ন্যায় রূপরাশি নিয়ে, কে মা তুই মাঝে মাঝে দেখা দিয়ে আমার তাপিত প্রাণ শীতল করিস্?

দুলারি। আমি মা তোমার দাসী।

দুর্গা। ছলনা করিস নি মা! তুই মানবী ন'স—তুই দেবী! নইলে যবনের অত্যাচার থেকে তোর ভক্ত সন্তানদের রক্ষা ক'রবার জন্য, রণচণ্ডিকার ন্যায় খর্পরধারিণী নৃমুণ্ডমালিনী রূপ ধারণ করিস্ কেন? আমার মত পাপিনীর সেবায় তোর এত আনন্দ কেন? আজ আমি তোকে ছা'ড়ব না মা! বল তুই কে?

দুলারি। পরিচয় নিও না মা। আমার পরিচয় পেলে তুমি আমায় পদাঘাতে দূর ক'রে দেবে?

দুর্গা। ও কথা বলিস্ নি মা! বল তুই কে?

দুলারি। যে সাপিনীর বিষে তোমার দেহ জর্জ্জরিত—যার জন্য প্রাণসম পুত্র হারা হ'য়ে তুমি পাপলিনী হয়েছ—যে তোমার সোণার সংসার শ্মশান ক'রেছে—যা'র তরে তোমার নয়নানন্দ-

দায়িনী লক্ষ্মীস্বরূপিণী বউ মা আজ সধবা হ'য়েও বিধবা—যে তোমার দেশের, জাতির ধর্ম্মের সর্ব্বনাশ ক'রেছে—যে অভাগী দিবানিশি সকাতরে মৃত্যুকে আহ্বান ক'রেছে,—আমি সেই পিপাচী—সেই রাক্ষসী—তোমার পুত্রবধূ!

দুর্গা। নারায়ণ!—নারায়ণ!!

সরমা। মা! এঁরই সাহায্যে আমি পুরুষোত্তমের অর্দ্ধদগ্ধ দারু-মূর্ত্তি রক্ষা ক'রেছি—এঁরই কৃপায় নিরঞ্জন ঠাকুরপো প্রাণলাভ ক'রেছেন—ইনিই আমাদের ধর্ম্মরক্ষার জন্য জীবন পণ ক'রে-ছেন—ইনিই হিন্দুর আচার গ্রহণ ক'রে আমাদের জাতিকে, আমাদের ধর্ম্মকে ধন্য ক'রেছেন! এই দেবীই আমার ভগিনী! তোমার পুত্রবধূকে আশীর্ব্বাদ কর, মা!

দুলারি। মা!—মা! দাসী তোমার পদতলে!

দুর্গা। আয় মা! আমার নয়নানন্দদায়িনী—স্নেহের পুতলি! তোকে বুকে ধ'রে,আমার কালাচাঁদের স্পর্শসুখ অনুভব করি!

দুলারি। আমি যে মা যবনী!

দুর্গা। তুই যবনী! তবে হিন্দু কে? আমি হিন্দুত্ব চাই না! তুই আমার সব—তুই আমার লক্ষ্মী—তুই আমার সর্ব্বস্ব! মা! আশীর্ব্বাদ করি, যেন স্বামীর কোলে, তোমার মৃত্যু হয়! এর চেয়ে শুভকর আশীর্ব্বাদ আমি জানি না!

(কমলার প্রবেশ।)

কমলা। ঠাকুরঝি ঠাকুরঝি!

দুর্গা। কেন বউ? এ কি! তোমার এমন চেহারা কেন?

কমলা। এমন চেহারা কেন? বসুন্ধরাকে জিজ্ঞাসা কর—সমীরণকে জিজ্ঞাসা কর—অনন্ত আকাশকে জিজ্ঞাসা কর! যখন পুত্র

গর্ভে ধ'রেছিলে, তখন গর্ভে আগুন দাও নি কেন? তা' হ'লে ত এমন সর্ব্বনাশ হ'ত না!

দুর্গা। কি হ'য়েছে ঠাকুরঝি?

কমলা। কি হ'য়েছে! কি ব'লব কি হ'য়েছে! বসুন্ধরা দ্বিধা হও! সমীরণ! স্তব্ধ হও আকাশ! কর্ণে অঙ্গুলি দাও। শু'ন্‌বে—শু'নবে কি হয়েছে! তোমার বংশের দুলাল রায়বংশের গৌরব বাঙ্গালীর আদর্শ কালাচাঁদ প্রণোদিত যবন সৈন্য আমার সর্ব্বনাশ ক'রেছে আমার ইহপরকাল ভস্মীভূত ক'রেছে আমার ধর্ম্ম নষ্ট ক'রেছে!

দুর্গা। এ্যাঁ!

কমলা। শিঁউরো না! সে যে তোমার পুত্র আমার ভাগিনেয়, উপযুক্ত কার্য্যই ক'রেছে! ভগবন্! পাপিনীকে পদে স্থান দাও!

(বক্ষে ছুরিকাঘাত, পতন ও মৃত্যু।)

দুর্গা। নারায়ণ! নারায়ণ! ওহোঃ কি হ'ল! কি হ'ল!!

(পতন ও মৃত্যু।)

দুলারি। কি হ'ল বহিন্!

সরমা। ভগবন্! শেষ এই হ'ল।

(নিরঞ্জনের প্রবেশ।)

নির। এ কি! এ কি বউদি!

দুলারি। ঠাকুরপো! সর্ব্বনাশ হ'য়েছে!

নির। কারণ কি?

সরমা। উন্মত্ত যবন সৈন্য মামীর ধর্ম্মনাশ ক'রেছে!

নির। কালাচাঁদ! আজ তোমার শেষ দিন! যদি আমি বীর-

চাঁদ রায়ের পুত্র হই—যদি আমি ব্রাহ্মণ হই—যদি আমি একদিনও হিন্দু ব'লে শ্লাঘা ক'রে থাকি, তা' হ'লে আমার মাতৃস্বরূপিণী মৃতদেহ সমক্ষে প্রতিজ্ঞা ক'রছি, যে আজ আমি তোমার অত্যাচারের শেষ ক'রব—তোমাকে হত্যা ক'রব—কালাচাঁদের নাম এ পৃথিবী হ'তে লুপ্ত ক'রব !

সরমা ও দুলারি। ঠাকুরপো ! ঠাকুরপো !

নির। কোন কথা নয় ! কোন কথা নয় ! আজ এ অত্যাচারের শেষ ক'রব !

[প্রস্থান।

দুলারি। বোন্ ! আমি চ'ললুম—আর দাঁড়াতে পারি না ! মাদের সৎকারের ব্যবস্থা কর ! [প্রস্থান।

সরমা। ভগবন ! ভগবন !

ষষ্ঠ দৃশ্য

কাশীর রাজপথ

দণ্ডী বালকগণ।

গীত।

এই কি তোমার মনে ছিল ওহে হর বিশ্বেশ্বর।
পাপীর পাপের বিষম দাপে, কাঁ'পছে কাশী থর থর ॥
ঘরে ঘরে উঠছে রোল, কান্না-কাটির গণ্ডগোল,
শূন্য ধর্ম্ম চূর্ণ মর্ম্ম "কালার" বিষে জর জর ॥
দে'বে না কি অকূলে কূল, কাঁপবে না কি হাতের ত্রিশূল,
ভোলা তোমার এ কেমন ভুল, মুখ তুলে চাও মহেশ্বর ॥

সপ্তম দৃশ্য

বেণীমাধবের সম্মুখস্থ রাজপথ।

কালাচাঁদ।

কালা। সারা বারাণসী আলোকমালায় ভূষিতা হ'য়ে আমার জয় ঘোষণা ক'রছে! সতীর বুক ফাটা হাহাকার, জননীর ধর্ম্মভেদী আর্ত্তনাদ, শিশুর করুণ ক্রন্দন, আজ বিজয়বাদ্যের সহিত মিলিত হ'য়েছে! আমি কি সেই কালাচাঁদ! যা'র এক দিন হিন্দু ধর্ম্মে অচলা ভক্তি ছিল, বেদ বেদান্ত শ্রুতি স্মৃতি ন্যায় দর্শন, যে কণ্ঠস্থ ক'রেছিল দেবদ্বিজে যে সসম্ভ্রমে মস্তক অবনত ক'রত! আমি কি সেই কালাচাঁদ। যে ধর্ম্মনিষ্ঠ নয়ানচাঁদ রায়ের পুত্র, মাতাকে যে প্রত্যক্ষা দেবী ব'লে জ্ঞান ক'রত—সহধর্ম্মিণী সরমা যা'র বক্ষের পঞ্জর স্বরূপ ছিল! আমি কি সেই কালাচাঁদ! যে এক দিন গোহত্যা নিবারণ কল্পে প্রাণপণ ক'রেছিল—ব্রাহ্মণকন্যার সতীত্ব রক্ষার জন্য সৈন্য সমুদ্রে ঝাঁপ দি'য়েছিল—যবনকন্যা বিবাহে অসম্মত হ'য়ে জীবন বিসর্জ্জন দিতে গি'ছল! আমি কি সেই কালাচাঁদ! না না,—সে কালাচাঁদ ম'রেছে, সে সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় ধর্ম্মনিষ্ঠ কোমলহৃদয় কালাচাঁদ আর ইহ জগতে নাই! সে কালাচাঁদের চিতাভস্মে ধরণীবক্ষ ভেদ ক'রে এক কণ্টক তরুর আবির্ভাব হ'য়েছে, যার মদগন্ধে দিগ্‌দিগন্ত উদ্‌ভ্রান্ত হ'য়ে উঠেছে! এ কালাচাঁদ নয় মহম্মদ ফার্ম্মুলী! না না এ

কালাপাহাড়! এর নির্ম্মমতায় স্বয়ং শয়তান স্তব্ধ! এর অমানুষিক অত্যাচারে অত্যাচারী যবনও লজ্জিত! এর নাস্তিকতায় স্বয়ং ভগবানও বিস্মিত!

(নিরঞ্জনের প্রবেশ।)

নির। কে ও—কালাচাঁদ ?

কালা। কে নিরঞ্জন! তুমি—তুমি এখানে ?

নির। হ্যাঁ—আমি এখানে! তোমার নিষ্ঠুরতার জ্বলন্ত নিদর্শন দে'খে কি নয়নেন্দ্রিয়ের তৃপ্তি সাধন ক'রছ? আরও কিছু বাকি আছে না কি ?

কালা। আর সামান্য বাকি—শুদ্ধ কেদারেশ্বর! বিশ্বেশ্বরের লিঙ্গ লুক্কায়িত ক'রেছ, কিন্তু তোমার চেষ্টা বৃথা!

নির। তোমার সৈন্যেরা ক্ষুধার্ত্ত শার্দ্দূলের ন্যায় রাজপথে ভ্রমণ ক'রছে, সারা বারাণসী শ্মশানে পরিণত হ'য়েছে! এ অত্যাচার কি নিবারিত হ'বে না ?

কালা। না—মথুরা, বৃন্দাবন, গয়া, প্রয়াগ, সর্ব্বত্রই এই দৃশ্য অভিনীত হ'বে!

নির। উত্তম! কিন্তু তোমার অত্যাচারের আজ শেষ!

কালা। কার সাধ্য আমার অত্যাচার নিবারণ করে ?

নির। তোমার অত্যাচারের আমিই শেষ ক'রব!

কালা। অনেক বার ত চেষ্টা ক'রলে, সফল হ'লে কি ?

নির। এবার সফল হ'ব!

কালা। পার ভাল, কিন্তু শু'নতে পাই কি—কি রূপে ?

নির। তোমায় বধ ক'রব!

কালা। কি ব'লছ, নিরঞ্জন ?

নির। সত্য কথা ব'লছি—প্রস্তুত হও !

কালা। নিরঞ্জন !—নিরঞ্জন! তোমার সেই সরলতাপূর্ণ সহাস্য মুখ কোথায় ? তার পরিবর্ত্তে এ কি আজ বিভীষিকাময় বীভৎস দৃষ্টি !

নির। তোমার সহিত বাক্‌বিতণ্ডার প্রয়োজন নাই ! নাও—অস্ত্র নাও।

কালা। তুমি আমার সহিত যুদ্ধ ক'রবে ?—তুমি আমার প্রাণ বিনাশ ক'রবে ? এ কি সত্য—না স্বপ্ন ?

নির। স্বপ্ন নয়—ধ্রুব সত্য !

কালা। তুমিই না কয় বার আমার প্রাণরক্ষা ক'রেছিলে ?

নির। ক'রেছিলেম, তখন অত বু'ঝতে পারি নি, তাই তোমার প্রাণরক্ষা ক'রেছিলেম ! এখন তা'র ফল ভোগ ক'রছি। যখন উৎকলী সৈন্যেরা হস্তপদ বন্ধন ক'রে তোমাকে জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ ক'রতে যায়,তখন তোমায় রক্ষা ক'রে ভাল করি নি ! যখন হোসেন আলি অসি নিষ্কাশন ক'রে তোমাকে আঘাত ক'রতে যায়, তখন তোমাকে রক্ষা ক'রে ভাল করি নি ! নিঃসহায় অবস্থায় চাঁদ খাঁ যখন তোমার প্রাণ বিনাশ ক'রতে উদ্যত হ'য়েছিল, তখন তোমায় রক্ষা ক'রে ভাল করি নি ! দেশের সর্ব্বনাশ ক'রেছি—দশের সর্ব্বনাশ ক'রেছি—জাতির সর্ব্বনাশ ক'রেছি—আর সেই সঙ্গে সঙ্গে তোমারও সর্ব্বনাশ ক'রেছি ! আর না—আর মুহূর্ত্ত মাত্র তোমাকে জীবিত রা'খব না ! বার বার তোমার জীবন রক্ষা ক'রে যে মহা-পাতক সঞ্চয় ক'রেছি, আজ নিজ হস্তে সেই পাতকের প্রায়শ্চিত্ত ক'রব !

কালা। নিরঞ্জন! সমস্ত দিনের পরিশ্রমে তুমি ক্লান্ত—রক্তমোক্ষণে দুর্ব্বল—তুমি আমায় বিনাশ ক'রতে পা'রবে,-তা'র নিশ্চয়তা কি?

নির। দেবতারা আমার বাহুতে বল দেবেন! দেশদ্রোহী, ধর্ম্মদ্রোহী, মাতৃদ্রোহীকে নিধন ক'রতে অধিক আয়াসের আবশ্যক করে না! শীঘ্র অস্ত্র ধর—পার যদি, আত্মরক্ষা কর!

কালা। আমি তোমার সহিত যুদ্ধ ক'রব না!

নির। আমি তোমায় পদাঘাতে যুদ্ধ করাব!

কালা। সাবধান নিরঞ্জন! মানব ধৈর্য্যের একটা সীমা আছে।

নির। কুলাঙ্গার! নাস্তিক! রায়বংশের কলঙ্ক! ভয় দে'খাস্ কা'কে, ভীরু! আত্মরক্ষা কর। (উভয়ের যুদ্ধ) কালাচাঁদ! পৃথিবীতে যদি তোমার কোন প্রিয়বস্তু থাকে—স্মরণ কর। তোমার শেষ মুহূর্ত্ত আগত!

(আঘাত করিবার জন্য নিরঞ্জনের অসি উত্তোলন, দুলারির প্রবেশ ও সেই আঘাত বক্ষে ধারণ।)

এ্যাঁ—কে এ!

দুলারি। প্রিয়তম!—প্রাণেশ্বর!—

কালা। দুলারি!—দুলারি! নিজ প্রাণদানে আমার জীবনরক্ষা ক'রলে! কি ক'রলে, প্রিয়তমে!

নির। এ্যাঁ—বউ দিদি! দে'খ নরাধম!—তোর আচরণ দে'খ! খুব কীর্ত্তি রা'খলি! মাতুলানীর ধর্ম্মনষ্ট ক'রলি—মাতৃহত্যা কর'লি—শেষে পতিগতপ্রাণা স্বাধ্বী স্ত্রীর হত্যার কারণ হ'লি! ধিক্ তোকে!

কালা। নিরঞ্জন!—নিরঞ্জন! মাতুলানীর ধর্ম্মনষ্ট কি? মাতৃহত্যা কি? আমি যে কিছু বু'ঝতে পা'রছি না!

নির। তোমার মাতা তোমার মাতুলানীর সহিত কাশীবাস ক'রছিলেন। উন্মত্ত নরপিশাচ যবন সৈন্য তোমার মাতুলানীর ধর্ম্মনষ্ট করায়, তিনি আত্মহত্যা করেন! তোমার মাতা গুণধর পুত্রের কীর্ত্তিকলাপে প্রাণত্যাগ ক'রেছেন!

কালা। এঁ্যা—এত দূর! নিরঞ্জন!—নিরঞ্জন! আমায় হত্যা কর—এ নরাধমকে হত্যা কর! এখনও স্থির হ'য়ে দাঁ'ড়িয়ে আছ, হত্যা ক'রবে না? বুঝি বা তোমার পবিত্র তরবারি কলঙ্কিত হ'বে! আমার জীবনে আর প্রয়োজন নাই—নিজের প্রাণ আমি নিজেই নিতে জানি!

(আত্মহত্যার চেষ্টা, হঠাৎ বামাচরণের প্রবেশ এবং কালাচাঁদের হস্ত ধারণ।)

বামা। থা'ক না—আর অতটা বাহাদুরী নাই বা ক'রলে!

কালা। খুড়ো—খুড়ো! আমায় ছেড়ে দাও! আমি মাতৃহত্যাকারী—আমি পবিত্র বংশে কলঙ্ক অর্পণ ক'রেছি, আর আমার মুহূর্ত্ত মাত্র জীবিত থাকা উচিত নয়!

বামা। আচ্ছা সে অনুশোচনা পরে হ'বে, আপাততঃ ওই সতীর মাথাটা কোলে নিয়ে ব'স দেখি! দে'খতে পা'রছ না—একটী পবিত্র আত্মা দেবলোকে চ'লে যাচ্ছে—একটী শ্বেত শতদল অকালে ঝ'রে যাচ্ছে!

কালা। দুলারি!—দুলারি!—প্রিয়তমে! এক বার কথা কও! আমাকে ফেলে তুমি কোথায় যাও?

দুলারি। জীবনাধিক! আমার মরণে যেন তোমার দিব্যজ্ঞান

হয়! আমিই যত সর্ব্বনাশের কারণ! আমায় ক্ষমা কর—একটু পায়ের ধূলা দাও!

(সরমার প্রবেশ ।)

সরমা। বোন্—বোন্!—বোন্‌টি আমার! তুমি চ'ললে—এমনি ক'রে চ'ল্‌লে!

ছুলারি। কে—বহিন্ এসেছ? বেশ হ'য়েছে, তোমার স্বামী তুমি নাও—আমায় নিশ্চিন্তে ম'রতে দাও!

সরমা। সতি! তোমার মত মৃত্যু কা'র অদৃষ্টে ঘটে? তোমার চরিত্র রমণীর আদর্শ - সকলের অনুকরণীয়! আশীর্ব্বাদ কর, বোন্! যেন অমনি ক'রে স্বামীর কোলে মাথা রেখে ম'রতে পারি!

ছুলারি। ঠাকুরপো! ক্ষমা কর।

নির। বউ দিদি বউ দিদি! আমি তোমায় হত্যা ক'রলুম! নরকেও আমার স্থান নেই!

ছুলারি। তোমার দোষ কি? খুড়ো! বিদায়—যাই! আমি যে ভাল দে'খতে পাচ্ছি না! নাথ—প্রিয়—তম—যা—ই—!

(মৃত্যু।)

কালা। সরমা!—সরমা! আমার কি হ'ল, সরমা!

বামা। কালাচাঁদ! বৃথা শোক ত্যাগ কর। তুমি ত জ্ঞানী—তুমি ত জান, যে মানব জীবন জলবুদ্বুদের ন্যায়! অস্বাভাবিক বুদ্বুদ যেমন ক্ষণেকের তরে ফু'টে উঠে, আবার স্বাভাবিক জলেই পরিণত হয়, তেমনি মানব জীবন দু'দিনের তরে লম্ফঝম্ফ ক'রে অনন্তেই লীন হয়! মৃত্যুই এই নশ্বর জগতে সত্য

ও স্বাভাবিক! তোমারও যখন আবার তাঁ'র কাছে যাবার সময় হ'বে, তুমিও কা'রও জন্য অপেক্ষা ক'রবে না—কা'রও দিকে ফিরে চাইবে না!

সরমা। স্বামিন!—গুরো! - ইষ্টদেব! চল—আমরা সংসার ত্যাগ ক'রে দূরে—বহু দূরে চ'লে যাই! সৃষ্টির এক প্রান্তে গিয়ে, ভগবৎচিন্তায় দেহ প্রাণ অর্পণ করি!

কালা। ভগবৎচিন্তা—ভগবৎচিন্তা! অসম্ভব! আমার সে সাধ্য কোথা -আমার সে অধিকার কোথা? আমি ধর্ম্মদ্বেষী—নাস্তিক—হৃদয়হীন—শয়তান! আমার ন্যায় মহাপাপী কে? আমি মাতৃহত্যা ক'রেছি—স্ত্রীহত্যা ক'রেছি—মাতুলানীর ধর্ম্মনষ্টের উপলক্ষ হ'য়েছি—বিবাহিতা পত্নী ত্যাগ ক'রেছি! আরও শু'নবে? দেবমন্দির চূর্ণ ক'রেছি—পুণ্যক্ষেত্র ভারতভূমি গোরক্তে প্লাবিত ক'রেছি—শালগ্রাম শিলা ও বাণলিঙ্গ যবনের মূত্রপুরীষে কলুষিত ক'রেছি! ভগবানের চিন্তায় আমার অধিকার নেই! মৃত্যুও ঘৃণায় আমার কাছে আ'সবে না! যদি আগুনে ঝাঁপ দিই, আগুন নিভে যাবে! জলে নামি, জল শু'কিয়ে যাবে! তরোয়াল বুকে দিতে যাই, তরোয়াল ভেঙ্গে যাবে! আমি যদি সন্ন্যাস গ্রহণ করি, সন্ন্যাসধর্ম্ম লুপ্ত হ'বে! বনে গেলে, হিংস্র জন্তু বন ছেড়ে পালিয়ে যাবে! পর্ব্বতগুহায় লুক্কায়িত হ'লে, পাহাড় গ'লে যাবে! কোথা যা'ব—কোথা যা'ব? কোথায় গেলে স্মৃতির হাত এড়াব?—কোথায় গেলে এ মহাপাতকের প্রায়শ্চিত্ত হ'বে! কোথাও না—কোথাও না! এ বিশাল পৃথিবীতে আমার যাবার স্থান কোথাও নেই! এ মহাপাতকের প্রায়শ্চিত্ত নেই! সরমা! একটা

কথা। ওই সতীদেহের সৎকার ক'র—হিন্দুমতে সৎকার ক'র। তার পর তোমার কর্ত্তব্য, তুমি বেছে নিও। পার যদি, আমার পশ্চাৎ এস! আমি যা'ব—কোথা তা' জানি না! কিন্তু যা'ব—পৃথিবীর এক প্রান্ত হ'তে অন্য প্রান্তে ছুটে যা'ব—তার পর আবার যা'ব! কেন তা' জানি না—কোথা তা জানি না! যদি কখন ভগবানের কৃপা—না—না—না,—ও নাম কেন! ও নাম উচ্চারণে আমার অধিকার কি?

বামা। দে'খ কেলো! অনেক আবোল তাবোল ব'কছিলি, আমি কথা কই নি; কিন্তু তাঁ'র নাম গ্রহণে অধিকার নেই—এ কথাটা কি ক'রে ব'ললি?

কালা। আমি যে তাঁকে অগ্নিতে দগ্ধ ক'রেছি—মূত্রপুরীষে কলুষিত ক'রেছি!

বামা! দূর হতভাগা—আহাম্মুখ! এই বুঝি শাস্ত্র প'ড়েছিস—লেখা পড়া শিখেছিস্? তোর সাধ্য কি রে ছোঁড়া!—তোর সাধ্য কি? পু'ড়িয়েছিস এক খানা কাঠ, তা'ও সম্পূর্ণ পারিস নি—বউ মা সে খানা নিয়ে পলাল! অপবিত্র ক'রেছিস্ কতকগুলি নুড়ি আর পাথর—এই ত? তবে সাধারণ ধর্ম্মবিশ্বাসী লোকের মনে ব্যথা দিয়েছিস বটে! তিনি যে সর্ব্বত্র রে মূর্খ! তিনি যে সর্ব্বত্র বিরাজমান!

কালা। খুড়ো! একটা কথার উত্তর দাও। এক মনে ডা'কলুম, তবু আমি প্রত্যাদেশ পেলুম না কেন?

বামা। দে'খ কেলো! মিথ্যা কথা ব'লিস নে। এক মনে ডা'কলি কোথা রে? ডাকার মত ডা'কলে সে কি চুপ ক'রে থা'কতে পারে? তুই চক্ষু বুজে প'ড়ে প'ড়ে ভেবেছিস—আমার বউমাদের

চাঁদ মুখ, আর মনে মনে ক'রেছিলি—হতচ্ছাড়া বামুনগুলোর মুণ্ডপাত! এই ত! তা'তে তুই প্রত্যাদেশ পাবি কেমন ক'রে? তার পর তোর বিশ্বাস কোথায়? খালি ব'লেছিস "যদি তুমি থাক—যদি তুমি থাক"! এই রূপে তাঁ'র অস্তিত্বে সন্দেহ ক'রেছিলি ত? তুই কি মর্ম্মে মর্ম্মে প্রাণ ভ'রে ডেকেছিলি? তা' হ'লে কখনও তিনি চুপ ক'রে থা'কতে পা'রতেন না!

কালা। আমি যে মহাপাপী! আমি দেশদ্রোহী—ধর্ম্মদ্রোহী—মাতৃদ্রোহী—স্ত্রীহত্যাকারী!

বামা। মহাপাপীকেই যে তিনি আগে কোলে টেনে নেন! সত্য বটে, তোর অত্যাচারে বাঙ্গালীর জাতীয় জীবন সহস্র বৎসর পে'ছিয়ে প'ড়ল; কিন্তু তাঁ'কে এক বার প্রাণ ভ'রে ডা'ক দেখি, কেমন না সে হাত বাড়িয়ে ছুটে আসে! আমাদের ধর্ম্ম, শুধু ধর্ম্ম নয় রে! এ আমাদের মর্ম্ম—এ আমাদের প্রাণ—এ আমাদের হৃদয়! এখন এক বার প্রাণ ভ'রে তাঁ'কে ডা'ক দেখি! প্রাণ কতটা জুড়িয়ে যায় দে'খ! বল— হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল।

কালা। হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল! কি মধুমাখা নাম, খুড়ো! এমন ত কখন দেখি নি! যাই গঙ্গায় ডুব দিয়ে—কতক পাপের বোঝা না'মিয়ে দিই! হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল!

[প্রস্থান।

বামা। কি রে নিরে! তুই যে বড় বুক ছিতিয়ে প্রতিজ্ঞা ক'রেছিলি, যে কেলোকে খুন ক'রবি তোর সে প্রতিজ্ঞার হ'ল কি?

নির। কেন খুড়ো! আমার প্রতিজ্ঞা ত পালিত হ'য়েছে!

বামা। কি ক'রে ?

নির। আমি দেবদ্রোহি—ধর্ম্মদ্রোহি—নাস্তিক কালাপাহাড়কে হত্যা ক'রেছি! তা'র ফলে দেশভক্ত ধর্ম্মপ্রাণ ব্রাহ্মণ কালাচাঁদকে ফিরে পেয়েছি!

বামা। কেন রে—কাঁদিস কেন রে ? কায ক'রে যা'—কায ক'রে যা! ফলাফল দৃষ্টি করিস নি—দুনিয়ায় 'আমার' 'আমার' করিস নি! তোর কিছু নয়—আমার কিছু নয়—সব তাঁ'র! তবে কাঁদিস কেন! এই দে'খ না—পৃথিবীতে আমার কেউ নেই!

গীত।

আমিত্ব মোর ঘু'চবে কবে।
কার কর্ম্ম কেই বা করায়, কে তুমি দে'খনা ভে'বে॥
কোথা থেকে এসে কোথা চ'লে যাও, সুখ দুঃখ কি বা মোরে ব'লে দাও
জায়া পুত্র কন্যা কা'র মুখ চাও, কে তোমার মুখ চেয়েছে কবে।
মিছে বল তুমি আমার আমার, কে তোমার হায় তুমিই বা কা'র,
জেন মনে শুধু এক সারাৎসার, আশার কুয়াশা কাটিয়া যাবে ;
অনন্ত হইতে তুমি আমি এসে, অনন্তেই পুনঃ বিলীন হবে॥

যবনিকা পতন